Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

৯ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা

জুলাই ২০০৬

প্রকাশক ঃ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী।
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (অনুঃ) ০৭২১-৭৬০৫২৫, ফোনঃ (অনুঃ) ৭৬১৩৭৮, ৭৬১৭৪১
মুদ্রণে ঃ দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী, ফোনঃ ৭৭৪৬১২।

مجلة "التحريك" الشهرية علمية وأدبية و دينية
جلد : ٩ عدد : ١٠ ، جمادي الثاني و رجب ١٤٢٧ هـ/يوليو ٢٠٠٦ م
رئيس مجلس الإدارة: د. محمد أسد الله الغالب
تصدرها حديث فاؤنديشن بنغلاديش

প্রচ্ছদ পরিচিতিঃ শায়খ যায়েদ মসজিদ, আযমান, সংযুক্ত আরব আমিরাত।

Monthly **AT-TAHREEK,** which is running from September 1997 from Rajshahi is an extra-ordinary Islamic research Journal of Bangladesh, is directed to Salafi Path, based on pure Tawheed and Sahih Sunnah. Which is enriched with valuable writings of renowned columnists and writers of home and abroad, aiming at establishing a pure islamic society in Bangladesh. Some of regular columns of the Journal are: 1. Dars-i- Quran 2. Dars-i- Hadeeth 3. ResearchArticles. 4. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 5. Economics 6. Wonder of Science 7. Health, Medicine 8. News : Home & Abroad & Muslim world. 9. Pages for Women 10. Children 11. Poetry 12. Fatawa and 13. Valuable Editorial etc.

Monthly **AT-TAHREEK**
Chief **Editor : Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.**
Editor : Dr. Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by : Hadeeth Foundation Bangladesh.
Kajla, Rajshahi, Bangladesh.
Yearly subscription at home Regd. Post. Tk. 200/00 & Tk. 100/00 for six months.
Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK
Nawdapara Madrasah (Airport Road), P.O. Sapura, Rajshahi.
Ph & Fax : (0721) 760525, Ph : (0721) 761378, 761741. Mobile: 0175 002380
E-mail: tahreek@librabd.net

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৯ম বর্ষঃ	১০ম সংখ্যা
জুমাঃ ছানী-রজব	১৪২৭ হিঃ
আষাঢ়-শ্রাবণ	১৪১৩ বাং
জুলাই	২০০৬ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
সম্পাদক
ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন
সহকারী সম্পাদক
মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান
বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
শামসুল আলম

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

সার্বিক যোগাযোগঃ
সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমানবন্দর রোড)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইলঃ ০১৭১৫০০২৩৮০।
ফোনঃ (০৭২১) ৮৬১৩৬৫, ফ্যাক্সঃ (০৭২১) ৭৬০৫২৫।
সহকারী সম্পাদক মোবাইলঃ ০১৭১৬০৩৪৬২৫
সার্কুলেশন ম্যানেজার মোবাইলঃ ০১৭১১৯৪৪৯১১
ই-মেইলঃ tahreek@librabd.net
Web: www. at-tahreek.com
কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস ফোনঃ ৭৬০৫২৫ (অনুঃ)
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা (রেজিঃ ডাকে) ২০০/= টাকা এবং ষান্মাসিক ১০০/= টাকা।

● হাদিয়াঃ-১৪ টাকা মাত্র ●

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ০২
- প্রবন্ধঃ
  - জাল হাদীছঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ *(শেষ কিস্তি)* ০৩
    - ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন
  - আত্মহত্যার ভয়াবহ পরিণতি ০৯
    - আখতারুল আমান বিন আব্দুস সালাম
  - পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য ১১
    -রফীক আহমাদ
  - তথ্য সন্ত্রাসঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণ ১৫
    -ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর
- মহিলা ছাহাবীঃ ১৯
  - উম্মুল মু'মিনীন যয়নাব বিনতু জাহ্শ (রাঃ)
    -মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
- মনীষী চরিতঃ ২৪
  - নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (রহঃ)
    -নূরুল ইসলাম
- নবীনদের পাতাঃ ২৮
  - বিশ্বনবী (ছাঃ) কি নূরের তৈরী
    -মুহাম্মাদ গিয়াছুদ্দীন
- চিকিৎসা জগতঃ ৩০
  (ক) শ্বাসকষ্ট পরিমাপে স্পাইরোমিটার
  (খ) আলঝ্যাইমারসঃ স্মরণশক্তি লোপ রোগ
- ক্ষেত-খামারঃ ৩১
  - গোলমরিচ চাষের পদ্ধতি
- কবিতাঃ ৩৩
  (১) আমরা গালিব (২) এসো হে তরুণ
  (৩) সংকটময় একটি বছর।
- সোনামণিদের পাতাঃ ৩৪
- স্বদেশ-বিদেশ ৩৫
- মুসলিম জাহান ৪০
- বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪১
- পাঠকের মতামত ৪২
- সংগঠন সংবাদ ৪৫
- প্রশ্নোত্তর ৪৯

ফিলিস্তীনে ইসরাঈলী বর্বরতাঃ বিশ্ববিবেকের সীমাহীন নীরবতা

একজন ইসরাঈলী সেনা সদস্যের অপহরণকে অজুহাত করে নিরীহ ও নিরস্ত্র ফিলিস্তীনবাসীর উপর কালের সকল হিংস্রতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে মধ্যপ্রাচ্যের বিষফোঁড়া বলে পরিচিত ইহুদীরাষ্ট্র ইসরাঈল। চালিয়ে যাচ্ছে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ। ফিলিস্তীনী প্রধানমন্ত্রী ইসমাঈল হানিয়াকেও তারা হত্যার হুমকি দিয়েছে এবং হেলিকপ্টার গানশিপ দিয়ে তাঁর কার্যালয়ে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি করেছে। একই সময়ে তারা হামাস সরকারের নবগঠিত নিরাপত্তা সার্ভিসের ভবন এবং একজন পার্লামেন্ট সদস্যের দফতরেও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায়। এতে একজন হামাস সদস্য নিহত হয়। এতদ্ব্যতীত গাজা সিটিতে হামাসপন্থী একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল, জনমানবশূন্য হামাসের তিনটি প্রশিক্ষণ শিবির ও একটি রকেট নির্মাণ কারখানায়ও হামলা চালায়। মোটকথা গাজা এলাকার বিভিন্ন অবস্থানে ও স্থাপনায় বোমা হামলার কারণে হাযার হাযার ফিলিস্তীনী এখন ঐ শহর ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

নির্বিচার গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের পাশাপাশি ইসরাঈল গণগ্রেফতারও শুরু করেছে। ২৯ জুন ফিলিস্তীন সরকারের ডেপুটি প্রধানমন্ত্রীসহ সাত মন্ত্রী এবং ২০ জন সংসদ সদস্য সহ মোট ৬৪ জনকে এরা গ্রেফতার করেছে। একজন ইসরাঈলী সৈন্যের অপহরণকে কেন্দ্র করে এই অভিযান শুরু করেছে বলে ইসরাঈলের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে। উল্লেখ্য, গত ২৫ জুন গাজার দক্ষিণাঞ্চলীয় সীমান্তের কাছে একটি ইসরাঈলী সামরিক চৌকিতে হামলা হ'লে জিলাদ শালিত নামক একজন ইসরাঈলী সেনা নিখোঁজ হয় এবং দু'জন সৈন্য নিহত হয়। ইসরাঈলের ধারণা, তাকে ফিলিস্তীনী গেরিলারা অপহরণ করেছে। ফিলিস্তীনী কর্তৃপক্ষ অবশ্য এটিকে একটি অজুহাত হিসাবে উল্লেখ করেছেন। সর্বশেষ প্রাপ্ত খবরে ইসরাঈল গাজা সীমান্তে বিপুল সংখ্যক সৈন্য একত্রিত করেছে এবং ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া যান প্রস্তুত রেখেছে। ইতিমধ্যে ২৫টি ট্যাঙ্ক গাজার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে বলেও জানা গেছে। ফলে এতদিন বিমান হামলা হ'লেও এখন স্থলপথে আক্রমণেরও আশংকা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে খাদ্য, তেল ও বিদ্যুতের সংকট। গাজার প্রায় ৪৩ শতাংশ এলাকায় এখন বিদ্যুৎ নেই। পেট্রোল পাম্পগুলি শূন্য হয়ে এসেছে। গাড়ি চলাচলও প্রায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষের ঘরে জমানো খাদ্যও প্রায় শেষ। দুর্ভিক্ষ যেন এখন তাদের দোরগোড়ায়। স্বাস্থ্যহানি ও মহামারীর আশঙ্কাও প্রকট। সর্বোপরি চলছে এক মারাত্মক মানবিক সংকট।

উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে গত ৯ জুন গাজার সমুদ্র সৈকতে রক্তপিপাসু ইসরাঈলের ভারী কামানের গোলায় তিন শিশুসহ সাতজন নিহত হয়। আহত হয় ৩৫ জন। হতাহতের সবাই বেসামরিক নিরীহ নাগরিক। একই দিনে গাজায় বিমান হামলায় নিহত হয় আরো চারজন। তার আগের দিন হামাসের অন্যতম শীর্ষ নেতা জামাল আবু সামাদানিকে বিমান হামলা চালিয়ে হত্যা করা হয়। ইসরাঈলী হামলায় এর আগের কয়েকদিনেও বেশ কয়েকজন হতাহত হয়। শুধু তাই নয় ১৬ মাসের যুদ্ধ বিরতি চুক্তির অবসান ঘটিয়ে প্রথমবারের মত ইসরাঈল রকেট হামলাও চালিয়েছে। ফিলিস্তীনে ইসরাঈলী বর্বরতার সাম্প্রতিক কিছু উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত এখানে উপস্থাপন করা হ'ল। এরকম অসংখ্য বর্বরোচিত ঘটনার জন্ম এরা প্রতিনিয়তই দিয়ে চলেছে। কাজেই শুধুমাত্র অপহৃত সেনার মুক্তি নয়; বরং সদ্য নির্বাচিত অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল ও সামরিক শক্তিবিহীন হামাস সরকারকে চিরতরে পঙ্গু করে দেয়াই যে তাদের উদ্দেশ্য তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। একটি স্বাধীন জাতি ও রাষ্ট্র হিসাবে ফিলিস্তীন যেন আর কোনদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে সে সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা নিয়েই অগ্রসর হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের ভিলেন রক্তপিপাসু ইসরাঈল। নচেৎ একজন সাধারণ সৈনিকের অপহরণকে কেন্দ্র করে এরকম ধ্বংসযজ্ঞ চালানো কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য হ'তে পারে না। যদি তাই হয় তাহ'লে বিশ্বব্যাপী হাযার হাযার নিরীহ বেসামরিক মুসলমানকে যে নির্মমভাবে হত্যা করা হচ্ছে এবং অনেককে বন্দী করে লোকহর্ষক নির্যাতন চালানো হচ্ছে, যা সহ্য করতে না পেরে খোদ বন্দীরাই আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছে এর প্রতিকার কি হওয়া উচিত?

মূলতঃ ইসরাঈল যে আগ্রাসী, বর্বর ও সন্ত্রাসী একটি রাষ্ট্র তাতে কোন সন্দেহ নেই। মধ্যপ্রাচ্যে অশান্তির মূল কারণই ইসরাঈল। আর এই রাষ্ট্রটিকে সমর্থন ও লালন করে যাচ্ছে বিশ্বের আরেক বিবেকহীন সন্ত্রাসী দেশ যুক্তরাষ্ট্র। যুগের পর যুগ এরা বিনা কারণে ও বিনা উসকানিতে মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালিয়ে আসছে। ইসরাঈল যেমন ফিলিস্তীনে গণহত্যা চালাচ্ছে, তেমনি যুক্তরাষ্ট্র ইরাক ও আফগানিস্তানে নির্মম গণহত্যা চালাচ্ছে। সম্প্রতি ইরাকের হাদিসায় বাড়ীতে বাড়ীতে প্রবেশ করে বেসামরিক লোকজনকে গণহারে হত্যার সংবাদ বিশ্বের প্রায় সকল পত্র-পত্রিকা ও বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে। এদিকে ইসরাঈলের এই সাম্প্রতিক বর্বরতায়ও যুক্তরাষ্ট্র তার চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী ইসরাঈলের পক্ষেই সাফাই গেয়ে বলেছে, আত্মরক্ষার অধিকার ইসরাঈলের আছে। অর্থাৎ ইসরাঈলের এই নৃশংসতা দোষের নয়। বরং তা তার আত্মরক্ষার অধিকারের অংশ। মূলতঃ যুক্তরাষ্ট্র সহ খ্রিষ্টবিশ্বের ইসরাঈল তোষণ এবং ইসরাঈলের সকল অপকর্মের প্রতি অন্ধ সমর্থনই ইসরাঈলকে আজ দৈত্যে পরিণত করেছে। অপরদিকে ইসরাঈলের ট্যাঙ্ক ও কামানের গোলার সামনে ভুখা-নাঙ্গা-নিরস্ত্র ও নিরস্ত্র ফিলিস্তীনীরা আত্মরক্ষার জন্য ইট-পাটকেল মারলে তারাই বরং সন্ত্রাসী ও জঙ্গী খেতাব পাচ্ছে। আর এই বিশাল অসম যুদ্ধ বাধিয়ে ইতিহাসের সর্বাধিক বর্বরোচিত ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে হাযার হাযার সাধারণ মানুষকে যারা পাখির মত গুলী করে হত্যা করে উল্লাস করছে তারাই হচ্ছে সভ্যতার অধিকারী, মানবাধিকারের ধ্বজাধারী ও তথাকথিত সন্ত্রাস নির্মূলের অগ্রদূত! অতএব ধিক্ শত ধিক্ বিশ্ববিবেককে।

একজন সৈন্যের তথাকথিত অপহরণের অজুহাতে এরূপ বেপরোয়া হামলা এবং একটি নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করার এই জঘন্য অপতৎপরতার নিন্দা জানানোর ভাষা আমাদের নেই। আমরা অবিলম্বে এই ধ্বংসযজ্ঞ বন্ধের এবং পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ অবস্থানে ফিরে আসার আহ্বান জানাই। সেই সাথে মুসলিম বিশ্বের নিষ্ক্রীয় নীরবতারও নিন্দা জানাই। আমরা সোচ্চার কণ্ঠে বলতে চাই যে, মুসলমানদের অনৈক্যের কারণেই আজ বিশ্বব্যাপী মুসলমানগণ নিদারুণ নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দের সীমাহীন নিষ্ক্রীয়তা ও নীরবতাই এর জন্য বহুলাংশে দায়ী। মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত 'ওআইসি' এবং মধ্যপ্রাচ্য ভিত্তিক সংস্থা 'আরব লীগে'র ভূমিকারও আমরা সমালোচনা না করে পারছি না। এই নাম সর্বস্ব সংস্থা ও সংগঠনগুলি কবে নাগাত গতিলাভ করবে এবং মুসলমানদের স্বার্থ নিয়ে কথা বলবে সেটাই দেখার বিষয়। আমরা মনে করি মুসলিম দেশসমূহ ঐক্যবদ্ধ হ'লে অমুসলিমদের ঔদ্ধত্যের যবনিকাপাত ঘটবে। নির্যাতিত মানবতা পাবে মুক্তি। ফেলবে স্বস্তির নিঃশ্বাস। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন। আমীন!!

জাল হাদীছঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

(শেষ কিস্তি)

(৪) জাল হাদীছের পৃথক গ্রন্থ সংকলন ও হাদীছ জালকারীদের পরিচয় প্রকাশঃ

জাল হাদীছ প্রতিরোধ তথা জাল হাদীছের বিভ্রান্তি থেকে মুসলিম উম্মাহকে নিরাপদ দূরত্বে রাখার লক্ষ্যে মুহাদ্দিছগণের এই উদ্যোগটি ছিল আরো প্রশংসনীয় এবং অধিক কার্যকর। তাঁরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নামে রচিত মিথ্যা ও জাল হাদীছ সমূহকে পৃথক গ্রন্থে সংকলন করেছেন। সেই সাথে হাদীছটি সম্পর্কে বিস্তারিত পর্যালোচনা তুলে ধরেছেন। অর্থাৎ হাদীছটি কোন্ মিথ্যাবাদী বর্ণনা করেছে এবং তার সম্পর্কে অপরাপর মুহাদ্দিছগণের অভিমত সমূহও উপস্থাপন করেছেন। ফলে মুসলিম উম্মাহ সহজেই জাল হাদীছের পরিচয় জানতে সক্ষম হয়। এ সমস্ত গ্রন্থাবলী 'কিতাবুল মাওযূ'আত' নামে পরিচিত।[১৮৬]

জাল হাদীছ সমূহকে পৃথক গ্রন্থে কেবল সংকলনই নয়, বরং মুহাদ্দিছগণ হাদীছ জালকারীদের পরিচয় জনসম্মুখে প্রকাশ করতেও কছুর করেননি। ডঃ মুছত্বফা আস-সুবাঈ বলেন,

كَانَ مِنْ عَادَةِ السَّلَفِ حِيْنَ وَقَعَ الْكِذْبُ فِى الْحَدِيْثِ وَ تَتَبَّعُوْا الْكَذَّابِيْنَ وَ عَرَفُوْهُمْ، أَنْ يَجْهَرُوا بِأَسْمَائِهِمْ فِى الْمَجَالِسِ فَيَقُوْلُوْا: فُلَانٌ كَذَّابٌ لاَ تَأْخُذُوْا عَنْهُ، فُلَانٌ زِنْدِيْقٌ، فُلَانٌ قَدَرِىٌّ وَ هَكَذَا.

'যখন হাদীছে মিথ্যা শুরু হ'ল তখন সালাফে ছালেহীনের রীতি ছিল মিথ্যা হাদীছ রচনাকারীদের পরিচয় জানিয়ে দেওয়া। তাঁরা মজলিসে মজলিসে ঘোষণা করে দিতেন তাদের নাম। বলে দিতেন অমুক মিথ্যাবাদী, তার হাদীছ গ্রহণ করো না। অমুক যিন্দীক্ব, অমুক ক্বাদারী ইত্যাদি ইত্যাদি।[১৮৭]

জাল হাদীছ চেনার উপায়

ছহীহ, হাসান ও যঈফ হাদীছের ন্যায় মুহাদ্দিছগণ মওযূ' বা জাল হাদীছেরও এমন কতগুলো আলামত বা চিহ্ন নির্দিষ্ট করেছেন, যা বাস্তবিকই অব্যর্থ ও সর্বতোভাবে নির্ভরযোগ্য। হাদীছবিদগণের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে প্রণীত এসব আলামতের মাধ্যমে জাল হাদীছকে চিহ্নিত করা পরবর্তীদের জন্য সহজতর হয়েছে। তাঁরা হাদীছের দু'টি অংশ সনদ ও মতনকে পৃথক করে আলামত নির্দিষ্ট করেছেন। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হ'ল।-

(ক) সনদে জালের আলামতঃ

হাদীছের সনদে দৃষ্টি নিক্ষেপের পর যে সমস্ত চিহ্ন হাদীছটিকে সহজে জাল নির্দেশ করে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নরূপঃ

১. أَنْ يَكُوْنَ رَاوِيْهِ كَذَّابًا مَعْرُوْفًا بِالْكِذْبِ وَ لاَ يَرْوِيْهِ ثقة غـــيره 'হাদীছটির বর্ণনাকারী হবে মিথ্যাবাদী, মিথ্যার জন্য হবে কুখ্যাত এবং সে ব্যতীত কোন বিশ্বস্ত রাবী হাদীছটি বর্ণনা করবে না'।[১৮৮]

২. أَنْ يُّعْتَرَفَ وَاضِعُهُ بِالْوَضْعِ 'হাদীছ জালকারীর স্বীয় জালকরণ সম্পর্কে স্বীকারোক্তি'।[১৮৯] যেমনঃ

(ক) আবূ আছমাহ নূহ ইবনে আবী মারিয়াম। সে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন সূরার ফযীলত সম্পর্কে বহু হাদীছ জালকরণের কথা স্বীকার করেছে।[১৯০]

(খ) আব্দুল করীম ইবনে আবুল 'আওজা। সে স্বীকার করেছে যে, সে চার হাযার হাদীছ জাল করেছে। সে ঐ সব হাদীছে হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করেছে।[১৯১]

---

১৮৬. *আল-হাদীছ ওয়াল-মুহাদ্দিছূন, পৃঃ ৪৮১; হাদীস সংকলনের ইতিহাস, পৃঃ ৪২৯।*

১৮৭. *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা, পৃঃ ১২০।*

১৮৮. *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা,* পৃঃ ৯৭; *আস-সুন্নাহ ক্বাবলাত-তাদবীন,* পৃঃ ২৪; *আল-হাদীছুন নববী,* পৃঃ ৩১৬; *মুছত্বালাহুল হাদীছ ওয়া রিজালুহু,* পৃঃ ১৮১।

১৮৯. *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা,* পৃঃ ৯৭; *আস-সুন্নাহ ক্বাবলাত-তাদবীন,* পৃঃ ২৩৯; *আল-হাদীছুন নববী,* পৃঃ ৩১৭।

১৯০. *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা,* পৃঃ ৯৭; *আল-হাদীছুন নববী,* পৃঃ ৩১৭।

১৯১. *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা,* পৃঃ ৯৭।

(গ) আবূ জাযী (ابو جـــزى) নামক জনৈক মিথ্যাবাদী অসুস্থ হয়ে পড়লে তার রচিত জাল হাদীছের কথা স্বীকার করে সে বলে,

لَوْ لاَ أَنَّهُ حَضَرَنِى مِنَ اللهِ مَا تَرَوْنَ كُنْتُ خَلِيْقًا أَلاَّ أُقِرَّ وَلاَ أَعْتَرِفَ، وَ لِكَنِّىْ أُشْهِدُكُمْ أَنِّى وَضَعْتُ مِنَ الْحَدِيْثِ كَـذَا وَ كَذَا، وَ إِنِّى أَسْتَغْفِرُ اللهَ مِنْهَا وَ أَتُوْبُ إِلَيْهِ.

'যদি আল্লাহ তা'আলার সামনে হাযির হওয়ার ভয় আমার না হ'ত, তাহ'লে একথা স্বীকার করতাম না। আমি তোমাদের সামনে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি এই এই হাদীছ জাল করেছি। আর এজন্য আল্লাহ পাকের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁরই নিকটে তওবা করছি'।[১৯২]

উক্ত আলামতটি উল্লেখের পর ডঃ উজাজ আল-খত্বীব বলেন, وَهَذَا أَقْوَى دَلِيْلٍ عَلَى كَوْنِ الْحَدِيْثِ مَوْضُوْعًـــا 'হাদীছ মাওযূ' হওয়ার জন্য এটি সর্বাধিক শক্তিশালী দলীল'।[১৯৩]

৩. أَنْ يَّرْوِىَ الرَّاوِى عَنْ شَيْخٍ لَمْ يَثْبُتْ لِقَاءُهُ لَهُ أَوْ وُلِدَ بَعْدَ وَفَاتِهِ، أَوْ لَمْ يَدْخُلِ الْمَكَانَ الَّذِىْ ادَّعَى سِمَاعَهُ فِيْـهِ 'রাবী এমন শায়খ হ'তে হাদীছ বর্ণনা করে, যার সাথে তার সাক্ষাৎ হয়েছে বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অথবা শায়খের মৃত্যুর পর তার জন্ম হয়েছে অথবা সে ঐ স্থানে আদৌ যায়নি, যেখানে সে হাদীছ শ্রবণ করেছে বলে দাবী করে'।[১৯৪] যেমনঃ

(ক) মামূন ইবনু আহমাদ হিরাভী নামক জনৈক জালকারী দাবী করে যে, সে হিশাম ইবনু আম্মার হ'তে হাদীছ শ্রবণ করেছে। ইবনু হিব্বান (রহঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি (হিশাম থেকে হাদীছ বর্ণনা করার জন্য) কখন সিরিয়া গেলে? সে বলল, ২৫০ হিজরীতে। ইবনু হিব্বান (রহঃ) তখন বললেন, যে হিশাম হ'তে তুমি হাদীছ বর্ণনা করেছ, তিনি তো ২৪৫ হিজরীতে ইন্তিকাল করেছেন।[১৯৫]

(খ) আব্দুল্লাহ ইবনু ইসহাক কিরমানী নামক অপর হাদীছ জালকারী মুহাম্মাদ ইবনু আবূ ইয়াকূব হ'তে হাদীছ বর্ণনা করেছে। অথচ তার জন্মের ৯ বছর পূর্বে মুহাম্মাদ ইন্তিকাল করেছেন।[১৯৬]

(গ) মুহাম্মাদ ইবনু হাতেম আল-কাশী, আবদ ইবনু হুমায়দ হ'তে তাঁর মৃত্যুর ১৩ বছর পর হাদীছ বর্ণনা করে।[১৯৭]

(ঘ) ছহীহ মুসলিমের মুকাদ্দামায় উল্লেখ আছে, মু'আল্লা ইবনু ইরফান বলেন, আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেছেন আবূ ওয়ায়ল। তিনি বলেন, সিফফীনের যুদ্ধে ইবনু মাস'উদ (রাঃ) আমাদের বিরুদ্ধে অভিযানে বের হয়েছেন। তার কথা শুনে আবূ নাঈম (রহঃ) বললেন, তোমার কি ধারণা, তিনি মৃত্যুর পরে পুনরুজ্জীবিত হয়ে ফিরে এসেছেন? কেননা ইবনু মাস'উদ (রাঃ) ওছমান (রাঃ)-এর খিলাফতের তিন বছর পূর্বে ৩২ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। অথচ সিফফীনের যুদ্ধ সংঘটিত হয় আলী (রাঃ)-এর খিলাফতকালে ৩৭ হিজরীতে।[১৯৮]

৪. قَدْ يُسْتَفَادُ الْوَضْعُ مِنْ حَالِ الرَّاوِى وَ بِوَاعِثَةِ النَّفْسِيَّةِ 'রাবীর অবস্থা ও তার ব্যক্তিগত আচরণ হ'তেও জাল হাদীছ চেনা যায়'।[১৯৯] যেমনঃ

সাইফ ইবনু ওমার আত-তামীমী বলেন, আমি সা'দ ইবনু যারীফের নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমতাবস্থায় তার পুত্র একখানি কিতাব হাতে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে উপস্থিত হ'ল। কাঁদার কারণ জানতে চাইলে সে বলল, আমাকে শিক্ষক মেরেছেন। তখন সা'দ বলল, নিশ্চয়ই আজ আমি তাকে লজ্জিত করব। অতঃপর সে ইকরামার সূত্রে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে নিম্নোক্ত জাল হাদীছটি বর্ণনা করেঃ

مُعَلِّمُوْ صِبْيَانِكُمْ شِرَارُكُمْ، أَقَلُّهُمْ رَحْمَةً لِلْيَتِيْمِ وَ أَغْلَظُـهُمْ عَلَى الْمِسْكِيْنِ.

---

১৯২. *আস-সুন্নাহ ক্বাবলাত-তাদবীন*, পৃঃ ২৩৯।

১৯৩. *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ২৩৯।

১৯৪. *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা*, পৃঃ ৯৭; *আল-হাদীছুন নববী*, পৃঃ ৩১৭; *আস-সুন্নাহ ক্বাবলাত-তাদবীন*, পৃঃ ২৪০।

১৯৫. *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা*, পৃঃ ৯৭।

১৯৬. *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ৯৭।

১৯৭. *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ৯৭।

১৯৮. *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ৯৭।

১৯৯. *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ৯৮; *আল-হাদীছুন নববী*, পৃঃ ৩১৮; *আস-সুন্নাহ ক্বাবলাত-তাদবীন*, পৃঃ ২৪০; *আল-হাদীছ ওয়াল-মুহাদ্দিছূন*, পৃঃ ৪৮২।

'তোমাদের সন্তানদের উস্তাদগণ বড়ই অধম। ইয়াতীমদের প্রতি তারা খুব কম দয়াশীল এবং মিসকীনদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর'।[২০০]

(খ) মতনে জালের আলামতঃ

হাদীছের মতনেও (Text) বেশ কিছু আলামত রয়েছে, যার মাধ্যমে হাদীছটিকে জাল সাব্যস্ত করা যায়। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি 'আলামত বিধৃত হ'ল।-

১. অগাম্ভির্যপূর্ণ শব্দ (ركاكة اللفظ)ঃ

হাদীছ শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞগণই কেবল এই আলামতটি অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন, যারা আরবী ভাষার ভাব-ভঙ্গি ও বর্ণনার ধারা সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান রাখেন। হাদীছের শব্দের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই তাঁরা বুঝতে পারেন যে, এ শব্দটি কখনো পৃথিবীর সর্বাধিক বিশুদ্ধভাষী ও অলঙ্কারবিদ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে প্রকাশ পেতে পারে না। হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, এক্ষেত্রে এটাই হবে জাল হাদীছের প্রধান লক্ষণ, যদি সুস্পষ্টভাবে বলে দেওয়া থাকে যে, এ শব্দগুলোও নবী করীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণিত। ইবনু দাকীকুল ঈদ (রহঃ) বলেন, অধিকাংশ সময়ই তাঁরা এরূপ ক্ষেত্রে জাল হাদীছের হুকুম প্রয়োগ করে থাকেন।[২০১]

'আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছূন' গ্রন্থের লেখক মুহাম্মাদ আবু যাহূ বলেন, 'কখনো বর্ণিত হাদীছের মধ্যে এমন লক্ষণ পাওয়া যায়, যা হাদীছটির জাল হওয়ার কথা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে। যেমন হাদীছের মূল কথায় যদি এমন কোন শব্দের উল্লেখ থাকে, যার অর্থ অত্যন্ত হাস্যকর কিংবা শব্দ ও অর্থ উভয়টিই বাচালতাপূর্ণ'। এরূপ হাস্যকর অর্থ সম্বলিত একটি হাদীছ হ'ল- لَاتَسُبُّوا الدِّيْكَ فَإِنَّهُ صَدِيْقِي

'তোমরা মোরগকে গালি দিও না, কেননা সে আমার বন্ধু'।[২০২]

২. ভুল অর্থ সম্পন্ন (فساد المعنى)ঃ

হাদীছটি স্বাভাবিক বুদ্ধি-বিবেকের বিপরীত হবে এবং এর গ্রহণযোগ্য কোন ব্যাখ্যা দানও সম্ভব হবে না। অনুরূপভাবে হাদীছটি যদি সাধারণ অনুভূতি ও পর্যবেক্ষণের বিপরীত হয়, তবে তাও জাল বলে প্রতিপন্ন হবে।[২০৩] নিম্নে এ সম্পর্কিত কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হ'ল।-

١. أَنَّ سَفِيْنَةَ نُوْحٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَ صَلَّتْ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ.

'নূহের কিশতী সাতবার কা'বা তাওয়াফ করল এবং মাকামে ইবরাহীমে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করল'।[২০৪] এই হাদীছটি সম্পর্কে ডঃ হাসান মুহাম্মাদ মাকবূলী আল-আহদাল বলেন,

فَهٰذَا مِنَ السَّخَافَاتِ الَّتِي لَا يُمْكِنُ أَنْ يَقُوْلَهَا عَاقِلٌ فَكَيْفَ يَعْقِلُ صُدُوْرُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ هُوَ رَكِيْكُ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى مُخَالِفٌ لِّلْحِسِّ وَالْمُشَاهِدَةِ.

'এটি এমন পাগলামী কথা, যা কোন জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি বলতে পারে না। রাসূল (ছাঃ)-এর মুখ থেকে এটি প্রকাশের অনুমান কিভাবে করা যায়। এটি শব্দ ও অর্থের দিক থেকে দুর্বল, ইন্দ্রিয় ও প্রত্যক্ষ করার বিপরীত'।[২০৫]

٢. إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْفَرَسَ فَأَجْرَاهَا فَعَرِقَتْ فَخَلَقَ نَفْسَهُ مِنْهَا.

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা একটি ঘোড়া সৃষ্টি করলেন। অতঃপর একে দৌড়ানো হ'ল। ফলে সে ঘর্মাক্ত হয়ে গেলে তিনি তা থেকে নিজেকে সৃষ্টি করলেন'।[২০৬] হাদীছটি সম্পর্কে মুহাম্মাদ আবু যাহূ বলেন,[২০৭] فَهٰذَا لَا يَقُوْلُهُ عَاقِلٌ 'কোন বিবেকবান মানুষ এমনটি বলতে পারে না'।

---

২০০. *আল-হাদীছ ওয়াল-মুহাদ্দিছূন,* পৃঃ ৪৮২; *আল-বা'ইছুল হাছীছ,* পৃঃ ৬৩; *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা,* পৃঃ ৯৮।

২০১. *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা,* পৃঃ ৯৮; *মুছত্বালাহুল হাদীছ ওয়া রিজালুহু,* পৃঃ ১৮১; *আস-সুন্নাহ ক্বাবলাত-তাদবীন,* ২৪২।

২০২. *আল-হাদীছ ওয়াল-মুহাদ্দিছূন,* পৃঃ ৪৮২-৪৮৩; উল্লেখ্য, উক্ত হাদীছটি জাল হ'লেও এর প্রথম অংশটি আবুদাঊদ হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন। সেখানে উল্লেখ আছে نه يوقظ للصلوة -'তোমরা মোরগকে গালি দিও না, কেননা উহা ছালাতের জন্য সজাগ করে'। দ্রঃ *আল-মাওযূ'আতুল কাবীর,* পৃঃ ১৫৬।

২০৩. *আস-সুন্নাহ ক্বাবলাত-তাদবীন,* পৃঃ ২৪২; *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা,* পৃঃ ৯৮; *আল-হাদীছুন নববী,* পৃঃ ৩১৯; *আল-হাদীছ ওয়াল-মুহাদ্দিছূন,* পৃঃ ৪৮৩।

২০৪. *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা,* পৃঃ ৯৮; *আল-হাদীছুন নববী,* পৃঃ ৩১৯।

২০৫. *রিজালুল হাদীছ ওয়া মুছত্বালাহুহু,* পৃঃ ১৮১।

২০৬. *আল-হাদীছ ওয়াল-মুহাদ্দিছূন,* পৃঃ ৪৮৩; *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা,* পৃঃ ৯৯।

২০৭. *আল-হাদীছ ওয়াল-মুহাদ্দিছূন,* পৃঃ ৪৮৩।

٣. اَلْبَاذِنْجَانُ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ.

'বেগুণ সকল রোগের প্রতিষেধক'।[২০৮] মুহাম্মাদ আবূ যাহূ বলেন,[২০৯]

فَهَذَا بَاطِلٌ لِأَنَّ الْمُشَاهِدَ الْمُحِسَّ هُوَ اَنَّ الْبَاذِنْجَانَ يَزِيْدُ الْأَمْرَاضَ شِدَّةً.

'এটি বাতিল। কেননা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এই যে, বেগুন রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি করে'।

٤. اَلنَّظْرُ إِلَى الْوَجْهِ الْجَمِيْلِ عِبَادَةٌ.

'সুন্দর চেহারার দিকে দৃষ্টিপাত করা 'ইবাদত'।

প্রায় সমার্থবোধক আরেকটি হাদীছ হচ্ছে-

اَلنَّظْرُ إِلَى الْوَجْهِ الْحَسَنِ يَجْلِي الْبَصَرَ

'সুন্দর চেহারার দিকে দৃষ্টিপাত দৃষ্টিকে প্রখর করে'। এ সম্পর্কে ইবনুল ক্বায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ (রহঃ) বলেন,

وَ كُلُّ حَدِيْثٍ فِيْهِ ذِكْرُ حَسَّانِ الْوُجُوْهِ أَوَ الثَّنَاءِ عَلَيْهِمْ أَوِ الْأَمْرِ بِالنَّظْرِ إِلَيْهِمْ أَوْ الْتِمَاسِ الْحَوَائِجِ مِنْهُمْ أَوْ أَنَّ النَّارَ لاَتَمَسُّهُمْ فَكَذِبٌ مُخْتَلِقٌ وَ إِفْكٌ مُفْتَرَى.

'যেসব হাদীছে সুন্দর চেহারার লোকদের কথা অথবা তাদের প্রশংসা অথবা তাদের দিকে দেখার আদেশ অথবা তাদের কাছে প্রয়োজনাদি পূরণের কথা অথবা জাহান্নামের আগুন তাদের স্পর্শ করবে না এমনটি উল্লেখ রয়েছে তা বানাওয়াট ও মিথ্যা অপবাদ'।[২১০]

٥. اَلدِّيْكُ الْأَبْيَضُ حَبِيْبِي وَ حَبِيْبُ حَبِيْبِي جِبْرَائِيْلُ.

'সাদা মোরগ আমার বন্ধু। আর আমার বন্ধুর বন্ধু হ'ল জিবরাঈল'।[২১১]

উপরোল্লিখিত হাদীছগুলির অর্থের প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করলে যে কোন সচেতন পাঠকের ইন্দ্রিয়ই বলে দিবে যে, এগুলি ভ্রান্ত, ভিত্তিহীন, জাল। এগুলি সম্পূর্ণরূপে আক্বল তথা বুদ্ধি-বিবেকের বিপরীত এবং অগ্রহণযোগ্য। আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহঃ) যথার্থই বলেছেন,

كُلُّ حَدِيْثٍ رَأَيْتَهُ تُخَالِفُهُ الْعُقُوْلَ وَ تُنَاقِضُهُ الْأُصُوْلَ وَ تُبَايِنُهُ النُّقُوْلَ فَاعْلَمْ أَنَّهُ مَوْضُوْعٌ.

'যেসব হাদীছ দেখবে আক্বল বিরোধী, উছূলের পরিপন্থী, নকলের বিপরীত, জেনে রাখবে এসবই জাল'।[২১২]

৩. কুরআনের সুস্পষ্ট বিরোধী (مُخَالِفَةٌ لِصَرِيْحِ الْقُرْآنِ):

বর্ণিত হাদীছটি যদি পবিত্র কুরআনের বিধানের বিরোধী কিংবা কোন মুতাওয়াতির হাদীছ বা অকাট্য ইজমার বিপরীত হয় এবং এর মধ্যে যদি কোনরূপ সমন্বয় সাধন করা সম্ভব না হয়, তবে তা জাল বলে প্রতিপন্ন হবে। যেমনঃ

١. وَلَدُ الزِّنَا لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَى سَبْعَةِ أَبْنَاءٍ.

'সাত পুরুষ পর্যন্ত অবৈধ সন্তান জান্নাতে প্রবেশ করবে না'। এই হাদীছটি পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের প্রকাশ্য বিরোধী- وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى 'কোন ব্যক্তি অপরের পাপের বোঝা বহন করবে না' *(আন'আম ১৬৪)*।[২১৩]

٢. إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنِّي بِحَدِيْثٍ يُوَافِقُ الْحَقَّ فَخُذُوْا بِهِ حَدَّثْتُ بِهِ أَوْ لَمْ أُحَدِّثْ.

'যখন তোমরা আমার নিকট থেকে কোন হাদীছ বর্ণনা কর, যা সত্যের অনুকূলে তা গ্রহণ কর, চাই তা আমি বলে থাকি অথবা না বলে থাকি'। এই হাদীছটি নিম্নোক্ত মুতাওয়াতির হাদীছের বিরোধী, যেখানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেনঃ

---

২০৮. *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা*, পৃঃ ৯৯।
২০৯. *আল-হাদীছ ওয়াল-মুহাদ্দিছূন*, পৃঃ ৪৮৩।
২১০. *আস-সুন্নাহ ক্বাবলাত-তাদবীন*, পৃঃ ২৪৩।
২১১. *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা*, পৃঃ ৯৯।
২১২. *আস-সুন্নাহ ক্বাবলাত-তাদবীন*, পৃঃ ২৪৪; *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা*, পৃঃ ৯৯।
২১৩. *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহাম*, পৃঃ ৯৯; *আল-হাদীছুন নববী*,পৃঃ ৩২০; *আল-হাদীছ ওয়াল-মুহাদ্দিছূন*, পৃঃ ৪৮৩; *মুছত্বালাহুল হাদীছ ওয়া রিজালুহু*, পৃঃ ১৮২।

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

'যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে আমার নামে মিথ্যা হাদীছ বর্ণনা করবে, সে যেন তার স্থান জাহান্নামে নির্ধারণ করে নেয়'।[২১৪]

٣. مَنْ قَضَى صَلَوَاتَ مِّنَ الْفَرَائِضِ فِي آخِرِ جُمْعَةٍ مِّنْ رَمَضَانَ كَانَ ذَالِكَ جَابِرًا لِّكُلِّ صَلاَةٍ فَاتَتْهُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَى سَبْعِيْنَ سَنَةً.

'রামাযান মাসের শেষ জুম'আতে কেউ ফরয ছালাতের কাযা আদায় করলে, তা তার জীবনের সত্তর বছর অবধি যত কাযা আছে তার পরিপূরক হবে'।

আলোচ্য রিওয়ায়াতটি ইজমা বিরোধী। কেননা ছুটে যাওয়া ইবাদত কোন ইবাদতের স্থলাভিষিক্ত হ'তে পারে না।[২১৫]

৪. নবী জীবননের প্রসিদ্ধ ঘটনাবলীর বিরোধী হওয়া

(مخالفته لحقائق التاريخ المعروفة فى عصر النبى صلى الله عليه و سلم)

জাল হাদীছের আরেকটি আলামত হ'ল বর্ণিত হাদীছটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় সংঘটিত কোন প্রসিদ্ধ ঘটনার বিরোধী হওয়া। এ রকম কোন হাদীছ পরিদৃষ্ট হ'লে এটিকে মুহাদ্দিছগণ জাল সাব্যস্ত করেছেন। যেমনঃ

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ الْجِزْيَةَ عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ وَ رَفَعَ عَنْهُمُ الْكَلَفَةَ وَالسُّخْرَةَ بِشَهَادَةِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وَكِتَابَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِيْ سُفْيَانَ.

'সা'দ ইবনু মু'আয-এর সুপারিশে এবং মু'আবিয়া ইবনু আবূ সুফয়ান-এর পত্র লেখার কারণে নবী করীম (ছাঃ) খায়বারের অধিবাসীদের উপর হ'তে জিযিয়া রহিত করে দেন এবং তাদের উপর হ'তে যাবতীয় কঠোরতা উঠিয়ে নেন'।

আলোচ্য হাদীছটি ঐতিহাসিক সত্যের বিপরীত। কেননা এতে সা'দ ইবনু মু'আবিয়া (রাঃ)-এর সাক্ষ্য উদ্ধৃত করা হয়েছে। অথচ তিনি 'খায়বার' যুদ্ধের পূর্বে 'খন্দক' যুদ্ধেই শাহাদত বরণ করেন। দ্বিতীয়তঃ 'জিযিয়া' খায়বার যুদ্ধের সময় শরী'আতের বিধান রূপে বিধিবদ্ধ হয়নি। বরং জিযিয়া সম্পর্কিত আয়াত অবতীর্ণ হয় তাবূক যুদ্ধের পরের বছর। তৃতীয়তঃ এতে বলা হয়েছে মু'আবিয়া ইবনু আবূ সুফয়ান (রাঃ) কর্তৃক লিখিত হয়েছে। অথচ তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন এরও অনেক পরে মক্কা বিজয়ের সময়। অতএব হাদীছটি সন্দেহাতীতভাবেই জাল প্রমাণিত হ'ল।[২১৬]

৫. হাদীছটি বর্ণনাকারীর মাযহাবের অনুকূলে হওয়া (مُوَافِقَةُ الْحَدِيْثِ لِمَذْهَبِ الرَّاوِى)ঃ

হাদীছটি যদি রাবীর নিজস্ব মাযহাব, মতবাদের পক্ষে হয়, সেক্ষেত্রে হাদীছটি জাল হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা দেখা দেয়। যেমন গোঁড়া শী'আ কর্তৃক আহলে বায়তের ফযীলত সম্পর্কে এবং মুরযিয়াহ কর্তৃক তাদের মতবাদের স্বপক্ষে রচিত হাদীছ সমূহ।[২১৭] যেমন হাব্বা ইবনু জুওয়ায়ন বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীছটিঃ

سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ عَبَدْتُ اللهَ مَعَ رَسُوْلِ قَبْلَ اَنْ يَّعْبُدَهُ اَحَدٌ مِّنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ خَمْسَ سِنِيْنَ أَوْ سَبْعَ سِنِيْنَ.

'আমি আলী (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, এ উম্মতের মধ্যে কেউ আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করার পাঁচ বছর বা সাত বছর পূর্বে আমি তাঁর রাসূলের সাথে ইবাদত করেছি'।

ইবনু হিব্বান (রহঃ) বলেন, كَانَ حَبَّةُ غَالِيًا فِى التَّشَيُّعِ وَاهِيًا فِى الْحَدِيْثِ -'হাব্বা ছিল চরমপন্থী শী'আ, ছিল বাজে হাদীছ বর্ণনায় বিশেষ পটু'।[২১৮]

৬. ক্ষুদ্র কাজে অপরিমেয় ছওয়াবের বাড়াবাড়ি (اشتمال الحديث على إفراط فى الثواب العظيم)ঃ

হাদীছ জাল হওয়ার এটি একটি অন্যতম আলামত। মিথ্যা ফযীলতের দোহাই দিয়ে মানুষকে আল্লাহভীরু করার এ

---

২১৪. *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা*, পৃঃ ৯৯; *আল-হাদীছুন নববী*, পৃঃ ৩২০; *মুহাদ্দাছাতুল হাদীছ ওয়া রিজালুহু*, পৃঃ ১৮২।

২১৫. *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা*, পৃঃ ৯৯-১০০।

২১৬. *আস-সুন্নাহ ক্বাবলাত তাদবীন*, পৃঃ ২৪৫-৪৬; *আল-হাদীছ ওয়াল-মুহাদ্দিছূন*, পৃঃ ৪৮৪; *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা* পৃঃ ১০০; *মুহাদ্দাছাতুল হাদীছ ওয়া রিজালুহু* পৃঃ ১৮৩; *আল-হাদীছুন নববী*, পৃঃ ৩২০।

২১৭. *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা*, পৃঃ ১০০।

২১৮. *আস-সুন্নাহ ক্বাবলাত-তাদবীন*, পৃঃ ২৪৬; *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা*, পৃঃ ১০০।

এক ভ্রান্ত কৌশল। অনুরূপভাবে তুচ্ছ পাপে কঠিন শাস্তির বল্গাহারা ভীতি প্রদর্শনকারী হাদীছগুলিও সাধারণত জাল।[২১৯] এ প্রকারের দু'টি জাল হাদীছ নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

١. مَنْ صَلَّى الضُّحَى كَذَا وَ كَذَا رَكْعَةً أُعْطِىَ ثَوَابَ سَبْعِيْنَ نَبِيًّا.

'যে ব্যক্তি এত এত রাক'আত চাশতের ছালাত আদায় করবে, তাকে সত্তরজন নবীর ছওয়াব দেওয়া হবে'।[২২০]

٢. مَنْ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ خَلَقَ اللهُ تَعَالٰى لَهُ طَائِرًا لَّهُ سَبْعُوْنَ اَلْفَ لِسَانٍ لِكُلِّ لِسَانٍ سَبْعُوْنَ اَلْفَ لُغَةٍ يَسْتَغْفِرُوْنَ لَهُ.

'যে ব্যক্তি 'লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ' পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য একটি পাখি সৃষ্টি করবেন, যার রসনার সংখ্যা হবে সত্তর হাযার, প্রত্যেক রসনায় হবে সত্তর হাযার ভাষা। তারা তার জন্য ইসতিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করবে'।[২২১]

৭. কেউ যদি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত আয়ুষ্কালের অধিক আয়ু লাভের দাবী করে এবং বহু পূর্বকালে অতীত কোন ব্যক্তির সাক্ষাৎ লাভ করেছে বলে দাবী করে, তাহ'লে বুঝতে হবে যে, এটি জাল। যেমনঃ রতন আল-হিন্দী দাবী করেছিল যে, সে নবী করীম (ছাঃ)-এর সাক্ষাত লাভ করেছে। অথচ সে ছিল ছয়শত হিজরীর লোক।[২২২]

৮. যে সব হাদীছে বিপুল সংখ্যক ছাহাবীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত কোন ঘটনার উল্লেখ থাকে, কিন্তু এটি না ছাহাবীগণের যুগে ব্যাপক প্রচার লাভ করেছে, না অধিক সংখ্যক রাবী তা বর্ণনা করেছেন, এরূপ হাদীছও মুহাদ্দিছগণের ঐক্যমতে জাল। যেমনঃ বিদায় হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় 'গাদীরে খুম' নামক স্থানে লক্ষাধিক ছাহাবীর সামনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আলী (রাঃ)-কে পরবর্তী খলীফা নিযুক্ত করেছিলেন' মর্মে বর্ণিত হাদীছ।

এ হাদীছটি জাল হওয়ার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হ'ল, খেলাফতের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খ্যাতনামা সকল ছাহাবীই ভুলে গেলেন। এটা অসম্ভব বৈ আর কি! সুতরাং এ হাদীছটি যে শী'আদের রচিত জাল হাদীছ এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।[২২৩]

উপসংহারঃ

ইলমে হাদীছের একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে জাল হাদীছ। আল্লামা খলীলী (রহঃ)-এর মতে একমাত্র শী'আরাই প্রায় তিন লক্ষ জাল হাদীছের রচয়িতা। এ রকম অসংখ্য ব্যক্তি ও দল রয়েছে, যারা নিজেদের মতের সমর্থনে হাদীছ রচনা করেছে। মূলতঃ মুসলমানগণকে বিভ্রান্ত করা এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসরণে বিঘ্ন সৃষ্টির জন্য, সর্বোপরি ইসলামকে ধ্বংস করার নিমিত্তেই একশ্রেণীর স্বার্থদুষ্ট ব্যক্তি জাল হাদীছ রচনার মত জঘন্য পথ বেছে নেয়। আর তাদেরকে ইন্ধন যোগায় ইহুদী-খৃষ্টান ও ব্রাহ্মণ্যবাদী গোষ্ঠী। আলোচ্য নিবন্ধে আমরা জাল হাদীছের উৎপত্তি ও বিকাশ এবং জাল হাদীছ রচনার কারণ, জাল প্রতিরোধে মুহাদ্দিছগণের ভূমিকা, দৃষ্টান্ত, জাল হাদীছ চেনার উপায় প্রভৃতি বিষয়ে দলীলভিত্তিক নাতিদীর্ঘ আলোচনা উপস্থাপন করেছি। মূলতঃ মুহাদ্দিছগণের অবিরাম সাধনার ফলেই আজ আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছকে বিশুদ্ধ সনদ সহ সঠিকভাবে জানতে ও সে অনুযায়ী আমল করতে সমর্থ হচ্ছি। অপরদিকে জাল হাদীছকে চিহ্নিত করে তা বর্জন করতে পারছি। পরিশেষে বলব, জাল হাদীছ মূলতঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ নয়; বরং রাসূলের কারীম (ছাঃ)-এর নামে মিথ্যাচার। কাজেই মুমিন মাত্রেরই সর্বাবস্থায় জাল হাদীছ পরিত্যাগ করা উচিত। কোন অবস্থাতেই তা গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ আমাদের সকলকে জাল হাদীছের অক্টোপাশ থেকে মুক্তি দিন এবং ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন পরিচালনার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর প্রধানতঃ মূলনীতি পাঁচটি

(১) কিতাব ও সুন্নাতের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠা
(২) তাক্বলীদে শাখ্ছী বা অন্ধ ব্যক্তিপূজার অপনোদন
(৩) ইজতিহাদ বা শরী'আত গবেষণার দুয়ার উন্মুক্তকরণ
(৪) সকল সমস্যায় ইসলামকেই একমাত্র সমাধান হিসাবে পরিগ্রহণ
(৫) মুসলিম সংহতি দৃঢ়করণ।

---

২১৯. *মুহত্বালাহুল হাদীছ ওয়া রিজালুহু*, পৃঃ ১৮৩; *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা*, পৃঃ ১০২; *আস-সুন্নাহ ক্বাবলাত-তাদবীন*, পৃঃ ২৪৭; *আল-হাদীছ ওয়াল-মুহাদ্দিছূন*, পৃঃ ৪৮৩।

২২০. *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা*, পৃঃ ১০২।

২২১. *আল-হাদীছ ওয়াল-মুহাদ্দিছূন*, পৃঃ ৪৮৩-৪৮৪; *আস-সুন্নাহ ক্বাবলাত-তাদবীন*, পৃঃ ২৪৭; *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা*, পৃঃ ১০২।

২২২. *আল-হাদীছ ওয়াল-মুহাদ্দিছূন*, পৃঃ ৪৮৪-৪৮৫; *মুহত্বালাহুল হাদীছ ওয়া রিজালুহু*, পৃঃ ১৮৩।

২২৩. *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা*, পৃঃ ১০০-১০১; *আস-সুন্নাহ ক্বাবলাত-তাদবীন*, পৃঃ ২৪৫।

আত্মহত্যার ভয়াবহ পরিণতি

*আখতারুল আমান বিন আব্দুস সালাম**

আত্মহত্যা করা ইসলামী শরী'আতে একটি জঘন্য অপরাধ, যার পরিণাম সরাসরি জাহান্নাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আত্মহত্যাকারীর জানাযার ছালাত আদায় করেননি।[১] আত্মহত্যাকারী তার ইহকাল-পরকাল উভয়টিকেই ধ্বংস করে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَلاَ تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا-

'তোমরা আত্মহত্যা কর না, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়াশীল' *(নিসা ২৯)*।

আত্মহত্যার পরিণাম সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। এতদসংক্রান্ত কতিপয় হাদীছ নিম্নে বিধৃত হ'লঃ

عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ بِرَجُلٍ جِرَاحٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ اللهُ بَدَرَنِى عَبْدِى بِنَفْسِهِ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ-

জুন্দুব বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'এক ব্যক্তি জখম হ'লে সে (অধৈর্য হয়ে) আত্মহত্যা করে। তখন আল্লাহ বললেন, আমার বান্দা আমার নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই নিজের জীবনের ব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আমি তার উপর জান্নাত হারাম করে দিলাম'।[২]

عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيْدَةٍ عُذِّبَ بِهِ فِى نَارِ جَهَنَّمَ-

ছাবিত বিন যাহ্হাক (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন লৌহ অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করবে, তাকে সেই লৌহ অস্ত্র দিয়েই জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হবে। (অর্থাৎ ঐ ভাবেই সে জাহান্নামে আত্মহত্যা করতে থাকবে)।[৩]

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِى يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِى النَّارِ وَالَّذِى يَطْعُنُهَا يَطْعُنُهَا فِى النَّارِ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি শ্বাসরুদ্ধ করে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামেও ঐভাবে আত্মহত্যা করবে। আর যে ব্যক্তি অস্ত্রাঘাতে আত্মহত্যা করবে সে জাহান্নামেও ঐভাবে আত্মহত্যা করতে থাকবে'।[৪]

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِى نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِى يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيْدَةٍ فَحَدِيْدَتُهُ فِى يَدِهِ يَجَأُبِهَا فِى بَطْنِهِ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا-

আবু হুরায়রা (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন; 'যে ব্যক্তি পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামেও অনুরূপভাবে আত্মহত্যা করতে থাকবে এবং উহা হবে তার স্থায়ী বাসস্থান। যে ব্যক্তি বিষপানে আত্মহত্যা করবে, তার বিষ তার হাতে থাকবে, জাহান্নামে এবং সর্বক্ষণ বিষপান করে আত্মহত্যা করতে থাকবে। আর উহাই হবে তার স্থায়ী বাসস্থান। আর যে ব্যক্তি লৌহাস্ত্র দিয়ে আত্মহত্যা করবে, ঐ লৌহাস্ত্রই তার হাতে থাকবে এবং জাহান্নামে সে তা নিজ পেটে ঢুকাতে থাকবে। আর সেখানেই সে চিরস্থায়ীভাবে থাকবে'।[৫]

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ أُتِىَ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصٍ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ-

জাবের বিন সামুরাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এমন এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হ'ল, যে লোহার ফলা দ্বারা আত্মহত্যা করেছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তিনি তার জানাযার ছালাত আদায় করলেন না।[৬]

আত্মহত্যার বিভিন্ন কারণঃ সাংসারিক দ্বন্দ্ব-কলহে পড়ে অতিরিক্ত রেগে যাওয়া, নিজের কাংখিত কোন কিছু লাভ করার ক্ষেত্রে নিরাশ বা বঞ্চিত হওয়া, লজ্জা ও মানহানিকর কোন কিছু ঘটে যাওয়া এবং অপ্রত্যাশিতভাবে তা প্রকাশ হওয়া, অভাব, দরিদ্রতার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকার অসুখ-বিসুখে আক্রান্ত হওয়া প্রভৃতি। আত্মহত্যার ক্ষেত্রে মহিলারাই বেশী অগ্রণী। এর কারণ হ'ল, তাদের রয়েছে সীমাহীন রাগ এবং ধৈর্যের অভাব। এজন্যই নবী করীম

* *লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; দাঈ, জমঈয়াতু এহয়াইত্ তুরাছ আল-ইসলামী, জাহ্রা শাখা, কুয়েত।*

১. *মুসলিম, হা/১৬২৪ 'জানাযা' অধ্যায়।*
২. *বুখারী হা/১২৭৫ 'জানাযা' অধ্যায়।*
৩. *বুখারী হা/১২৭৫ 'জানাযা' অধ্যায়।*
৪. *বুখারী হা/১২৭৬ 'জানাযা' অধ্যায়।*
৫. *বুখারী হা/৫৩৩৩ 'চিকিৎসা' অধ্যায়; মুসলিম হা/১২৭৬ 'ঈমান' অধ্যায়।*
৬. *মুসলিম হা/১৬২৪ 'জানাযা' অধ্যায়।*

(ছাঃ) এরশাদ করেন, 'নিশ্চয়ই ফাসেকরাই জাহান্নামের অধিবাসী। জিজ্ঞেস করা হ'ল, ফাসেক কারা? তিনি বললেন, মহিলারা। জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তারা কি আমাদেরই মা, বোন, স্ত্রী নন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই। তবে তাদেরকে কোন কিছু দান করা হ'লে তারা শুকরিয়া আদায় করে না। আর যখন তারা বিপদাপদে পতিত হয় তখন ধৈর্য ধারণ করে না'।[৭]

উক্ত দু'টি বিষয়ই সমস্ত বিপর্যয়ের মূল কারণ। তদরূপ বিভিন্ন বিপদাপদে পড়ে ধৈর্যহারা হয়েও অনেকে আত্মহত্যার মত জঘন্য পাপের পথ বেছে নেয়। তারা মনে করে এর মাধ্যমে হয়ত নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে। অথচ এর কারণে তার দুনিয়া ও আখেরাত বরবাদ হয়ে যায়।

আর পরকাল ধ্বংসকারী এই জঘন্য গর্হিত কর্মটি সংঘটিত হওয়ার পিছনে ইবলীসের ভূমিকাই মুখ্য। কারণ মানুষকে জাহান্নামে ঠেলে দেয়াই তার কাজ। সেজন্য আল্লাহ কুরআনের অনেক স্থানে ইবলীস থেকে সাবধান করেছেন। আল্লাহ বলেন, 'হে বণী আদম! আমি কি তোমাদের বিশেষভাবে বলে দেইনি যে, তোমরা শয়তানের ইবাদত করবে না? কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু' *(ইয়াসীন ৬০)*।

উল্লেখ্য, এই পাপটি বিধর্মীদের মাঝে বেশীর ভাগ সংঘটিত হ'তে দেখা যায়। কারণ তারা মনে করে, এই দুনিয়াই তাদের প্রথম এবং শেষ। তারা মনে করে আত্মহত্যার মাধ্যমে দুনিয়ার ঝামেলা ও প্রতিকূল অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে গেল। অথচ তারা এর মাধ্যমে নিজেকে আরো কঠিন শাস্তির দিকে ঠেলে দেয়। যদিও কাফের হওয়ার কারণে তারা অনুধাবন করতে পারে না। অবশ্য তাদের ক্ষেত্রে এমনটি হওয়া কোন বিচিত্র ব্যাপার নয়। কারণ তারা অপরিণামদর্শী। তাদেরকে আল্লাহ 'চতুষ্পদ জন্তুতুল্য' বলে আখ্যা দিয়েছেন। বরং চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও নিকৃষ্ট বলেছেন *(আ'রাফ ১৭৯)*। কিন্তু একজন মুসলিম ব্যক্তির জন্য এমন জঘন্য কাজে লিপ্ত হওয়া আদৌ শোভা পায় না। কারণ সে এর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে ভাল করে জানে। এজন্য লক্ষ্য করা যায়, মুসলমানদের মধ্যে যারা এ জঘন্য কাজে জড়িত তাদের ৯৯% ভাগই অজ্ঞ ও মূর্খ, যাদের শরী'আত সম্পর্কে তেমন কোন জ্ঞান নেই। তারাও হয়ত ঐ কাফেরদের মত ভেবে থাকে যে, এর মাধ্যমে তারা ঝামেলা মুক্ত হয়ে যাবে। সাংসারিক জীবনে অনুকূল, প্রতিকূল, চড়াই-উৎরাই বিভিন্ন অবস্থা আসতে পারে। কোন ব্যক্তিই এ দুই অবস্থা থেকে মুক্ত নয়। তাই যে প্রকৃত মুসলিম সে সর্বাবস্থায় শরী'আতের অনুগত হবে। এ প্রসঙ্গে নবী করীম (ছাঃ) বলেন,

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ-

'মুমিন ব্যক্তির বিষয়টি আশ্চর্যজনক। তার সমস্ত কাজই কল্যাণকর। আর এটা একমাত্র মুমিন ব্যক্তির জন্যই হয়ে থাকে, অন্য কারো জন্য নয়। তাকে কোন আনন্দদায়ক বস্তু স্পর্শ করলে সে (আল্লাহ্র) শুকরিয়া আদায় করে। ফলে এটা তার জন্য কল্যাণময় হয়। পক্ষান্তরে তাকে কোন ক্ষতিকর বস্তু স্পর্শ করলে ধৈর্যধারণ করে। ফলে এটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়ে যায়'।[৮]

বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করাই একজন প্রকৃত মুসলিম ব্যক্তির কর্তব্য, সে যে কোন ধরনের বিপদাপদ হোক না কেন। কারণ ভাগ্যের ভাল-মন্দের উপর ঈমান না থাকলে বেঈমান হয়ে মরতে হবে।

বিপদাপদে ধৈর্যধারণের ফযীলতঃ

বিপদাপদে ধৈর্যধারণের ফলে বেহিসাব নেকী পাওয়া যায়। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ 'একমাত্র (বিপদাপদে) ধৈর্যধারণকারীদেরকে বেহিসাব ছওয়াব দেয়া হবে' *(যুমার ১০)*। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন,

مَامِنْ مُصِيْبَةٍ تُصِيْبُ الْمُسْلِمَ إِلاَّ كَفَّرَ اللهُ بِهَا عَنْهُ، حَتَّى الشَّوْكَةَ يُشَاكُهَا-

'কোন মুসলিম ব্যক্তি কোন প্রকার মুছীবত দ্বারা আক্রান্ত হ'লে আল্লাহ তা'আলা উহা দ্বারা তার গুনাহ বিদূরিত করেন। এমনকি যদিও তার দেহে সামান্য কাঁটাও বিঁধে তবুও'।[৯]

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,- مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ 'আল্লাহ যার মঙ্গল চান তাকে তিনি বালা-মুছীবত দ্বারা আক্রান্ত করেন'।[১০]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন,

مَامِنْ مُسْلِمٍ يُصِيْبُهُ أَذًى شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا إِلاَّ كَفَّرَ اللهُ بِهَا سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا-

'কোন মুসলিম ব্যক্তি কাঁটা বা তদপেক্ষা বড়/ছোট কিছু দ্বারা আক্রান্ত হ'লে আল্লাহ তা দ্বারা তার গুনাহ মাফ করেন। যেমন করে বৃক্ষ হ'তে পাতাগুলি ঝরে পড়ে যায়'।[১১]

৭. *সিলসিলা ছহীহাহ, হা/৩৩৫৮; মুখতাছার ছহীহাহ, হা/১৪৬১।*

৮. *মুসলিম হা/৫৩৮, 'যুহদ ও রিক্বাক্ব' অধ্যায়।*
৯. *বুখারী ১০/১০৩; মুসলিম ৪/১৯৯২।*
১০. *বুখারী হা/৫২১৩।*
১১. *বুখারী হা/৫২১৬; ছহীহুল জামে' হা/৫৭৬৩।*

কারা বেশী বিপদগ্রস্ত হয়?

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সর্বাধিক বিপদগ্রস্ত হ'লেন নবী-রাসূলগণ, অতঃপর সৎ ব্যক্তিগণ পর্যায়ক্রমে। মানুষ মুছীবতে আক্রান্ত হয় তার ধার্মিকতা অনুযায়ী। সুতরাং যার ধর্মে দৃঢ়তা আছে তার বিপদ কঠিন হয়। পক্ষান্তরে যার ধার্মিকতা দুর্বল, তার বিপদও কম হয়। একজন ব্যক্তি মুছীবতে আক্রান্ত হওয়ার কারণে এমন হয়ে যায় যে, সে মানুষের মাঝে বিচরণ করে অথচ তার কোন গুনাহ নেই'।[১২]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন,

إِذَا أَحَبَّ اللهُ قَوْمًا اِبْتَلاَهُمْ فَمَنْ صَبَرَ فَلَهُ الصَّبْرُ وَمَنْ جَزَعَ فَلَهُ الْجَزَعُ-

'আল্লাহ যখন কোন জাতিকে ভালবাসে তখন তাদেরকে পরীক্ষায় ফেলেন। (অর্থাৎ বিপদে নিক্ষেপ করেন)। এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করবে তার জন্য তাই হবে। আর যে অধৈর্য হবে তার জন্য ঐ অধৈর্যতা থাকবে'।[১৩]

আতা বিন আবী রাবাহ হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা ইবনু আব্বাস আমাকে বললেন, তোমাকে কি আমি একজন জান্নাতী মহিলা দেখাব না? আমি বললাম, হ্যাঁ অবশ্যই। তিনি বললেন, সে হ'ল এই কালো মেয়েটি। সে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট আগমনপূর্বক বলল, আমি মৃগি রোগে আক্রান্ত বিধায় ভূ-লুণ্ঠিত হওয়ার সময় উলঙ্গ হয়ে যাই। সুতরাং আমার এই রোগ মুক্তির জন্য দো'আ করুন। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, যদি তুমি চাও ধৈর্যধারণ কর, বিনিময়ে জান্নাত পাবে। আর যদি চাও, আমি তোমার জন্য এই রোগমুক্তির দো'আ করব। মহিলাটি বলল, তাহ'লে আমি ধৈর্যধারণ করব। মহিলাটি আবার বলল, তবে আপনি আমার জন্য এই মর্মে দো'আ করুন যেন আমি উলঙ্গ না হই। নবী করীম (ছাঃ) তার জন্য সে মর্মে দো'আ করেছিলেন'।[১৪]

অতএব হে মুমিন ভাইগণ! সকল বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করুন। মাত্রাতিরিক্ত ক্রোধ পরিহার করুন। নবী করীম (ছাঃ) রাগ না করার জন্য বিশেষভাবে উপদেশ দিয়েছেন।[১৫] তিনি আরো বলেন, তুমি রাগ কর না, এর বিনিময়ে পাবে জান্নাত।[১৬] আত্মহত্যার মত এই জঘণ্য পাপ থেকে নিজে বিরত থাকুন, অপরকেও বিরত রাখুন। আল্লাহ আমাদের সকলকে সমস্ত গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকার তাওফীক্ব দান করুন -আমীন।

১২. *ইবনু হিব্বান, হাদীছ ছহীহ, ছহীহুল জামে' হা/১৭০৫।*
১৩. *মুসনাদে আহমাদ হা/২২৫২৫; ছহীহুল জামে' হা/১৭০৬; ছহীহা, হা/১৪৬।*
১৪. *বুখারী ও মুসলিম ছহীহ আদাবুল মুফরাদ হা/৩৯০;।*
১৫. *বুখারী, হা/৫৬৫১, 'আদব' অধ্যায়।*
১৬. *তাবারাণী প্রভৃতি, ছহীহুল জামে, হা/৭৩৭৪।*

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য

*রফীক আহমাদ**

পিতা-মাতার সম্মান ও মর্যাদা নিঃসন্দেহে শীর্ষস্থানীয়। মহান আল্লাহ সমগ্র বিশ্ববাসীর ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের অভিভাবক। আর পিতা-মাতা হ'লেন তাদের সন্তানদের ইহকালীন জীবনের সাময়িক অভিভাবক। তাই সন্তানদের কর্তব্য হবে মহান স্রষ্টা আল্লাহ্র যাবতীয় হুকুম পালনের সাথে সাথে পিতা-মাতার দায়িত্ব-কর্তব্যও যথাযথভাবে পালন করা। অবশ্য সন্তান জন্মের পর শৈশব ও কৈশোর পর্যন্ত পিতা-মাতার তত্ত্বাবধানেই থাকে এবং সম্পূর্ণ অসহায় ও অনুগত থাকে। অতঃপর যৌবনে ও সংসার জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে পিতা-মাতার সঙ্গে সন্তানদের মতভিন্নতা দেখা দেয়। সেজন্য আল্লাহ তা'আলা পিতা-মাতার সঙ্গে সন্তানদের বাল্যজীবনের ভালবাসার ন্যায়ই সারাজীবন তা মযবূতভাবে বহাল রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ط حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ط وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُوْنَ شَهْرًا ط حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً لا قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِى أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىْ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَى وَالِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَ أَصْلِحْ لِىْ فِىْ ذُرِّيَّتِىْ ط إِنِّىْ تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ-

'আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে কষ্ট সহকারে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট সহকারে প্রসব করেছে। তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার স্তন্য ছাড়তে লেগেছে ত্রিশ মাস। অবশেষে সে যখন শক্তি-সামর্থ্যের বয়সে ও চল্লিশ বছরে পৌঁছেছে, তখন বলতে লাগল, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে এরূপ ভাগ্য দান কর, যাতে আমি তোমার নে'মতের শোকর করি, যা তুমি দান করেছ আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং যাতে আমি তোমার পসন্দনীয় সৎকাজ করি। আমার সন্তানদেরকে সৎকর্মপরায়ণ কর, আমি তোমার প্রতি তওবা করলাম এবং আমি আজ্ঞাবহদের অন্তর্ভুক্ত' *(আহক্বাফ ১৫)*।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوْا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ط إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَّهُمَا

* *অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, কৃষ্ণচাঁদপুর, বিরামপুর, দিনাজপুর।*

أُفٍّ وَّلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا- وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا-

'আপনার প্রতিপালক নির্দেশ দিলেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উহ' শব্দটিও বল না এবং তাদেরকে ধমক দিও না এবং বল তাদের সাথে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা। তাদের সামনে ভালবাসার সাথে, নম্রভাবে মাথা নত করে দাও এবং বল, হে আমার পালনকর্তা! তাঁদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন' *(বনী ইসরাঈল ২৩-২৪)*।

এ বিষয়ে আল্লাহ আরো বলেন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِىْ عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِىْ وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىَّ الْمَصِيْرُ-

'আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে। তার দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরে। আরো নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে' *(লোকমান ১৪)*।

আল-কুরআনের সর্বোত্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট বাণীগুলোকে পরম শ্রদ্ধা ও বিনয়াবনত অন্তঃকরণে মূল্যায়ণ করতে হবে। এখানে কোন প্রকারের পাণ্ডিত্যের অবতারণা করে দ্বিমত পোষণ করা হ'তে সাবধান থাকতে হবে।

উক্ত আয়াত সমূহে আল্লাহ্র আনুগত্য ও ইবাদতের প্রতি অবিচল থাকার সাথে সাথে পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার, তাদের সেবা-যত্ন ও আনুগত্যের নির্দেশও দান করা হয়েছে। আয়াতের প্রারম্ভেই পিতা-মাতা উভয়ের সাথে সদ্ব্যবহারের আদেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু পরক্ষণেই মাতার কষ্টের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। গর্ভধারণের সময় কষ্ট, প্রসব বেদনার কষ্ট মাতাকেই সহ্য করতে হয়। সেকারণ পিতার চেয়ে মাতাই অধিক সদ্ব্যবহার পাওয়ায় হকদার। এ প্রসঙ্গে হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সর্বাধিক উত্তম ব্যবহার পাওয়ার হকদার কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, তারপর কে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমার মা। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি আবারও জিজ্ঞেস করল, তারপর সদ্ব্যবহার পাওয়ার হকদার কে? এবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমার পিতা'।[১] আলোচ্য হাদীছে তিন বার মায়ের অধিকারের কথা উল্লেখ করার পর চতুর্থবার পিতার কথা বলা হয়েছে।

উপরোক্ত আয়াত সমূহে আল্লাহ্র তাওহীদের প্রতি অবিচল থাকার সাথে সাথে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা নিঃসন্দেহে পিতা-মাতার জন্য একক সম্মান। সকল আত্মীয়-স্বজন, আপনজন ও সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বাগ্রে পিতা-মাতারই অধিকার পালন করতে হয়। আল্লাহ বলেন,

وَاعْبُدُوْا اللهَ وَلاَتُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللهَ لاَيُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوْرًا-

'তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে অপর কাউকে শরীক করো না। আর পিতা-মাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম-মিসকীন, প্রতিবেশী, অসহায় মুসাফির এবং দাস-দাসীর প্রতিও। নিশ্চয়ই আল্লাহ দাম্ভিক ও অহংকারী ব্যক্তিকে পসন্দ করেন না' *(নিসা ৩৬)*।

আল্লাহ আরো বলেন,

وَاللهُ أَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُوْنِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَتَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ-

'আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে বের করেছেন। তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদেরকে কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর দিয়েছেন, যাতে তোমরা অনুগ্রহ স্বীকার কর' *(নাহল ৭৮)*।

মানব সৃষ্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে মুসলমানদেরকে অবশ্যই তাদের ধর্মের প্রতি নিষ্ঠাবান ও দৃঢ় বিশ্বাসী হওয়ার জন্য আয়াতে বিশেষভাবে আহ্বান জানানো হয়েছে। মহান আল্লাহ পিতা-মাতার মাধ্যমে আমাদেরকে এ নশ্বর পৃথিবীতে স্বল্প সময়ের জন্য প্রেরণ করেছেন। অতঃপর জ্ঞান প্রাপ্তির পর আল্লাহকে একমাত্র উপাস্য ও পিতা-মাতাকে গুরুজন হিসাবে মান্য করার প্রত্যাদেশ এসেছে। এতদ্বসঙ্গে আত্মীয়-স্বজন, আপনজন, ইয়াতীম-মিসকীন, প্রতিবেশী, অসহায় মুসাফির ও দাস-দাসীদের সঙ্গেও সদ্ব্যবহারের আদেশ দিয়েছেন।

---

১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৯১১ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়।*

পিতা-মাতার মধ্যে মায়ের ভূমিকাকে আলাদাভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ দীর্ঘ ১০ মাস যাবৎ ক্রমে ক্রমে শুক্র, ভ্রূণ ও তা থেকে পূর্ণ আকৃতি লাভ করে মানব শিশু পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়। তারপর মা দীর্ঘদিন যাবৎ নিজের বুকের দুধ পান করিয়ে সন্তানকে লালন-পালন করেন। অপরদিকে পিতা শিশুর লালন-পালনে শিশুর মায়ের খাদ্য-বস্ত্রের যোগান দেন। দুধ ছাড়ার পরে মা ও শিশু উভয়ের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করেন এবং আপত স্নেহে তাকে লালন করেন। তাই পিতা-মাতার হক্ব সমূহকে আল্লাহ তা'আলা ইবাদত ও আনুগত্যের সাথে যুক্ত করে বর্ণনা করেছেন। যাতে বান্দা তার জীবদ্দশায় সার্বিক সতর্কতা বজায় রেখে অকৃত্রিমভাবে পিতা-মাতার ন্যায়সঙ্গত অধিকার পূর্ণ করতে সক্ষম হয়। অবশ্য বান্দার নিকট আল্লাহ্‌র হক্ব অত্যন্ত ব্যাপক, কিন্তু সন্তানের নিকট পিতা-মাতার হক্ব সীমিত। সেকারণ পিতা তার পুত্রকে শরী'আত বিরোধী কোন কাজের আদেশ করলে, পুত্র তা প্রত্যাখ্যান করলেও কোন দোষ হবে না। তবে পারিবারিক ও সামাজিক আচরণ ঠিক রাখতে হবে। কারণ স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাঁর কালামে পাকে বলেছেন,

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ-

'পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বিষয়কে শরীক স্থির করতে পীড়াপীড়ি করে, যার জ্ঞান তোমার নেই, তবে তুমি তাদের কথা মানবে না, তবে দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে সহাবস্থান করবে। যে আমার অভিমুখী হয়, তার পথ অনুসরণ করবে। অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে। তোমরা যা করতে আমি সে বিষয়ে তোমাদেরকে জ্ঞাত করব' *(লোক্বমান ১৫)*।

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানব জাতিকে এক আল্লাহ্‌র ইবাদত ও আনুগত্য করার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। অতঃপর শ্রেষ্ঠত্বের এই মর্যাদা রক্ষায় তাকে প্রচুর জ্ঞান-বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্য দান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এ বিশ্বজগতে সকল বৃহৎ ও ক্ষুদ্র বস্তু মহান স্রষ্টা আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত, অনুগত ও অজ্ঞাবহ। বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় আনুগত্য প্রকাশ করে তারা স্রষ্টার ইবাদত করে থাকে। কিন্তু মানব জাতির ইবাদতের অর্থ ও সংজ্ঞা অত্যন্ত ব্যাপক, অর্থবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ। মানুষের জন্য ইবাদতের মূল উৎসগুলো হচ্ছে, আল্লাহ্‌র একত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ত্ব, সার্বভৌমত্ব প্রকাশ। অর্থাৎ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্‌র বিধান মোতাবেক জীবন যাপন করা।

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য আলোচনার পাশাপাশি সন্তানকে এ বিষয়েও সতর্ক করা হয়েছে যে, পিতৃত্বের দাবী নিয়ে পিতা-মাতা যেন নিজ সন্তানদের শিরক করণে বাধ্য করতে না পারে। কারণ শিরক হ'ল সবচেয়ে ঘৃণ্য পাপ। তওবা ব্যতীত এ পাপ মোচন হয় না। পিতা-মাতা ও সন্তান উভয়কেই শিরক মুক্ত জীবন গড়ার নির্দেশ রয়েছে।

পবিত্র কুরআনে লিপিবদ্ধ হয়েছে ইবরাহীম (আঃ)-এর কাহিনী। এতে পিতা কর্তৃক পুত্রকে শিরকী পথে আহ্বান এবং পুত্র কর্তৃক পিতাকে সত্যের পথে আহ্বানের সত্য ঘটনা পাওয়া যায়। ইবরাহীম (আঃ)-এর পিতা ছিলেন একজন মূর্তিপূজক। কিন্তু ইবরাহীম (আঃ) ছিলেন সৎ পথপ্রাপ্ত একজন বিশিষ্ট রাসূল। মহান আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ لِأَبِيْهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّيْ أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِيْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ-

'স্মরণ করুন যখন ইবরাহীম স্বীয় পিতা আযরকে বললেন, তুমি কি প্রতিমা সমূহকে উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করেছ? আমি দেখতে পাচ্ছি যে, তুমি ও তোমার সম্প্রদায় প্রকাশ্য পথভ্রষ্ট' *(আন'আম ৭৪)*।

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি ইতিপূর্বে ইবরাহীমকে সৎ পন্থা দান করেছিলাম এবং আমি তাঁর সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাতও ছিলাম। যখন তিনি তাঁর পিতা ও তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, এই মূর্তিগুলো কি, যাদের তোমরা পূজারী হয়ে বসে আছ? তারা বলল, আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে এদের পূজা করতে দেখেছি। তিনি বললেন, তোমরা প্রকাশ্য গোমরাহীতে আছ এবং তোমাদের বাপ-দাদারাও' *(আম্বিয়া ৫১-৫৪)*।

আলোচ্য আয়াতসমূহে ইবরাহীম (আঃ)-এর পথভ্রষ্ট ও শিরকে লিপ্ত পিতা ও তার সম্প্রদায়কে সত্যপথে ফিরিয়ে আনার জন্য ইবরাহীম (আঃ)-এর জোর প্রচেষ্টার কথা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ইবরাহীম (আঃ)-এর পিতা এবং তার সম্প্রদায়ের লোকেরা বাপ-দাদার ধর্মে প্রতিষ্ঠিত আছে বলে ইবরাহীম (আঃ)-কে জানিয়ে দেয়।

অপরদিকে পিতার প্রতি পুত্রের পরম আনুগত্য সম্পর্কেও একটি উল্লেখযোগ্য ও ঐতিহাসিক ঘটনা এখানে তুলে ধরা যায়। তা হ'ল ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রতি তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আঃ)-এর আনুগত্য। যার মূল্যায়ন স্বরূপ ইবরাহীম (আঃ)-এর অনুসারীদের জন্য চিরস্থায়ীভাবে কুরবানী প্রথার প্রবর্তন হয়েছে। এ সত্য কাহিনীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পবিত্র কুরআনে এভাবে উল্লিখিত হয়েছে,

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِيْنِ- وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَّا إِبْرَاهِيْمُ- قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ- إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِيْنُ- وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ- وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِيْنَ-

'যখন পিতা-পুত্র উভয়েই আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইবরাহীম তাকে যবেহ করার জন্য শায়িত করল, তখন আমি তাকে ডেকে বললাম, হে ইবরাহীম! তুমি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছ। আমি এভাবেই সৎকর্মশীলদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই এটা এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা। আমি তার পরিবর্তে দিলাম যবেহ করার জন্য এক বড় জন্তু এবং তার জন্য এ বিষয়টি পরবর্তীদের মধ্যে রেখে দিয়েছি' *(ছাফফাত ১০৩-১০৮)*।

এ সর্বজন বিদিত বা সর্বজন স্বীকৃত বাস্তব ঘটনার নেপথ্যে যে শিক্ষা ও উপদেশ নিহিত রয়েছে তা আলোচ্য প্রবন্ধের শিরোনামের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। এ কাহিনী পিতা-মাতার সঙ্গে সন্তানদের প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা, আনুগত্য ও আত্মত্যাগেরই এক শ্রেষ্ঠ ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হ'তে ইবরাহীম (আঃ) স্বপ্নে নিজ পুত্র ইসমাঈল (আঃ)-কে কুরবানী করার চরম মুহূর্তে এক জান্নাতী পশু তথা ভেড়া বা দুম্বা প্রাপ্ত হন। তিনি আল্লাহ্র নির্দেশক্রমে পুত্রের পরিবর্তে সেটি কুরবানী করেন।

ধর্মীয় তত্ত্বের আভ্যন্তরীণ ও গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যাদেশ পর্যালোচনা করলে পিতা-মাতা ও সন্তানের অতীতের আরও অনেক তথ্য বেরিয়ে আসবে। এগুলোর কোন কোন ক্ষেত্রে পিতাকে পথভ্রষ্ট এবং পুত্রকে সৎপথপ্রাপ্ত, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে পিতাকে সৎকর্মপরায়ণ এবং পুত্রকে সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থাৎ অবিশ্বাসী ও অনাচারী পাওয়া যাবে। মূর্তিপূজক কাফের পিতা আযরের ঔরসে ইবরাহীম (আঃ)-এর জন্ম তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অনুরূপভাবে দেখা যায় আল্লাহ্র প্রিয় নবী নূহ (আঃ)-এর পরিবারে পথভ্রষ্ট পুত্র কেনআনের জন্ম। নূহ (আঃ)-এর কওমের অধিকাংশ লোক শয়তানের প্ররোচনায় আল্লাহদ্রোহী কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। তাঁর পুত্র কেনআনও তাদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতঃপর আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি ও নূহ (আঃ)-এর বদ দো'আয় বন্যায় সমগ্র পৃথিবী প্লাবিত হয়ে যায়। পূর্বেই নূহ (আঃ) আল্লাহ্র নির্দেশে আত্মরক্ষার জন্য একটা নৌকা তৈরী করেন। বৃষ্টি ও বন্যায় নৌকাখানা ভাসতে থাকে এবং এক পর্যায়ে নূহ (আঃ)-এর বিদ্রোহী পুত্র কেনআন নৌকার সামনে পড়ে যায়। নূহ (আঃ) পিতৃসুলভ স্নেহবশতঃ কেনআনকে নৌকায় আরোহনের আহ্বান জানান। কিন্তু কেনআন পিতার আদেশ প্রত্যাখ্যান করে নৌকায় উঠতে অস্বীকার করে।

মহান আল্লাহ বলেন,

وَهِيَ تَجْرِيْ بِهِمْ فِيْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوْحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِيْ مَعْزِلٍ يٰبُنَيَّ ارْكَبْ مَّعَنَا وَلاَتَكُنْ مَّعَ الْكٰفِرِيْنَ- قَالَ سَاٰوِيْ اِلٰى جَبَلٍ يَّعْصِمُنِيْ مِنَ الْمَاءِ،

'আর নৌকাখানি তাদের বহন করে চলল পর্বত প্রমাণ তরঙ্গমালার মাঝে। নূহ তাঁর পুত্রকে ডাক দিলেন, আর সে সরে ছিল। তিনি বললেন, প্রিয় বৎস! আমাদের সাথে আরোহণ কর এবং কাফেরদের সাথে থেকো না। সে বলল, আমি অচিরেই কোন পাহাড়ে আশ্রয় নেব, যা আমাকে পানি হ'তে রক্ষা করবে' *(হূদ ৪২-৪৩)*।

আল্লাহ আরো বলেন, 'নূহ তাঁর পালনকর্তাকে ডেকে বললেন, হে পরওয়ারদেগার! আমার পুত্র তো আমার পরিজনদের অন্তর্ভুক্ত এবং আপনার ওয়াদাও নিঃসন্দেহে সত্য, আর আপনিই সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ ফায়ছালাকারী। আল্লাহ বলেন, হে নূহ! নিশ্চয়ই সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়। নিশ্চয়ই সে দুরাচার। সুতরাং আমার কাছে এমন দরখাস্ত করবে না, যার খবর তুমি জান না। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তুমি অজ্ঞদের দলভুক্ত হবে না। নূহ বলল, হে আমার পালন কর্তা! আমার যা জানা নেই এমন কোন দরখাস্ত করা হ'তে আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন, দয়া না করেন, তাহ'লে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হব' *(হূদ ৪৫-৪৭)*।

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য পালনে মহানবী (ছাঃ)-এর বহু মূল্যবান উপদেশ বাণী রয়েছে। জনৈক ছাহাবী নবী করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, সন্তানদের উপর পিতা-মাতার হক্ব কি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তোমার পিতা-মাতা তোমার জান্নাত ও জাহান্নাম'।[২] অর্থাৎ মাতা-পিতাকে সন্তুষ্ট রাখলে জান্নাতী আর তাদেরকে অসন্তুষ্ট রাখলে জাহান্নামী হ'তে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরও বলেন, ঐ ব্যক্তি হতভাগ্য! ঐ ব্যক্তি হতভাগ্য! ঐ ব্যক্তি হতভাগ্য! জিজ্ঞেস করা হ'ল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! কার সম্পর্কে একথা বললেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যে ব্যক্তি পিতা-মাতার একজন কিংবা দু'জনকে তাদের বৃদ্ধ বয়সে পেল আর সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারল না, সে হতভাগ্য।[৩]

অতএব আসুন, আমরা পিতা-মাতার সঙ্গে সন্তোষজনক ব্যবহারের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনে ব্রতী হই। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!!

২. ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪৯৪১ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়।
৩. মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯১২ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়।

ঝলক জুয়েলার্স

আধুনিক রুচিসম্মত স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কার প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী

প্রোঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান
সাহেব বাজার, রাজশাহী
ফোনঃ দোকানঃ ৭৭৩৯৫৬।
বাসাঃ ৭৭৩০৪২।

তথ্য সন্ত্রাসঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণ

*ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর**

সন্ত্রাস বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বড় সমস্যা। সন্ত্রাসের বিষাক্ত ছোবলে বিশ্ব সভ্যতা আজ হুমকির সম্মুখীন। অধুনা বিশ্বে বিভিন্ন কায়দায় সন্ত্রাস স্বীয় শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে চলেছে। সন্ত্রাসের একটা অন্যতম শাখা হচ্ছে 'তথ্য সন্ত্রাস'। তথ্যের মধ্যে কালিমা লেপন করে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে সামান্যতম কৃপণতা করে না বর্তমানের সভ্য মানব সমাজ। যদিও কতককে আল্লাহ এ থেকে স্বীয় করুণায় হেফাযত করে থাকেন। সভ্য সমাজের অনেক লেখক, কলামিষ্ট, বুদ্ধিজীবি, চিন্তাশীল ব্যক্তিও আজ তথ্য সন্ত্রাস করতে দ্বিধা করেন না। মনে হয় যেন এটা কোন অপরাধই নয়। অনেকের অবস্থান দেখে মনে হয় যেন তারা তথ্য সন্ত্রাসের প্রতিযোগিতায় নেমেছেন। ফলে যে কোন মূল্যে স্বীয় লক্ষ্য অর্জন করাই তার মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। তখন বিবেক নামক যন্ত্রটি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। আজ কত যে জ্ঞানী-গুণী, সমাজ সেবক, নিরীহ-নিরপরাধ মানুষ তথ্য সন্ত্রাসের শিকার হয়ে স্বীয় মান মর্যাদা হারিয়ে নীরবে, নিভৃতে আর্তনাদ করছে, কে রাখে তাদের খবর? কত মানুষ যে তথ্য সন্ত্রাসের শিকারে পরিণত হয়ে স্বীয় অধিকার হ'তে বঞ্চিত হচ্ছে, কে দেবে তার হিসাব? তাই আজ সকলের জিজ্ঞাসা 'সুস্থ বিবেক' তুমি কোথায়? কবে ঘটবে তোমার আবির্ভাব? আজ আমরা তোমারই অপেক্ষায় প্রহর গুণছি।

তথ্য সন্ত্রাস কি?

এ প্রশ্নের উত্তর নিহিত আছে শব্দটির মধ্যেই। এর ব্যাখ্যা করলে একথা বলা যায়, তথ্যের আবহ এবং ধূম্রজাল সৃষ্টি করে এ দু'য়ের সহায়তায় টার্গেটকে ঘায়েল করে শিকার ধরার নাম তথ্য সন্ত্রাস। অথবা বলা যায়, তথ্যের মাধ্যমে যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হয়, তাই তথ্য সন্ত্রাস।[১] আরো অগ্রসর হয়ে বলা যায়, মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্য দ্বারা প্রবল ঝড়ো হাওয়া সৃষ্টি করে দুশমনকে কাবু করার যে প্রক্রিয়া এরই নাম তথ্য সন্ত্রাস, যার অপর নাম মিডিয়া সন্ত্রাস।[২] কেউ কেউ আরও খোলামেলা ব্যাখ্যায় বলেন, মিডিয়া জগতে একচ্ছত্র আধিপত্য যারা বিস্তার করেছেন, তারা নিজেদের খেয়ালে বিশেষ লক্ষ্য সামনে নিয়ে কোন না কোন ঘটনা ঘটিয়ে থাকেন। অতঃপর সৃষ্ট ঘটনা থেকে বিচিত্র তথ্য বের করে নানা বর্ণে রঞ্জিত করে টার্গেটকে ধরাশায়ী করার জন্য বিশ্বময় ভীষণ হৈচৈ শুরু করে এ কথা বুঝাবার বা প্রমাণের চেষ্টা করেন যে, তাদের উদঘাটিত ও প্রচারিত তথ্যই সঠিক। এই প্রক্রিয়ার নামও তথ্য সন্ত্রাস।[৩] মোটকথা কোন তথ্যে ইচ্ছামত পরিবর্তন-পরিবর্ধন তথা যোজন-বিয়োজন করে স্বীয় উদ্দেশ্য হাছিল করাই তথ্য সন্ত্রাস বা মিডিয়া সন্ত্রাস।

বলা যায় বর্তমান আধুনিক বিশ্বে প্রধানত দু'ভাবে তথ্য সন্ত্রাস স্বীয় হিংস্র ছোবল বিস্তার করছে। **এক-** ইলেক্ট্রিক মিডিয়া তথা রেডিও, টেলিভিশন, সিডি, ভিসিডি, ইন্টারনেট, বিভিন্ন স্যাটেলাইট চ্যানেল প্রভৃতি এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। **দুই-** প্রিন্ট মিডিয়া তথা বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক, ষান্মাসিক, ত্রৈমাসিক, দ্বিমাসিক, মাসিক, সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকা, বই, লিফলেট, পোস্টার, ব্যানার, সাইনবোর্ড, দেয়াল লিখন প্রভৃতি ছাপার হরফে প্রচারিত মিডিয়া সমূহ এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

প্রকৃত সত্য হ'ল অধুনা বিশ্বে ইলেক্ট্রিক মিডিয়া ও প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে তথ্য সন্ত্রাস দেশ ও জাতির জন্য সবচেয়ে বড় ক্ষতিকর। যা অল্প সময়ের মধ্যে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। সামান্য কিছু ঘটেছে অথবা আদৌ ঘটেনি এমন সব বিষয় তথ্য সন্ত্রাসের মাধ্যমে তিলকে তাল বানিয়ে প্রচার করা হয়। ফলে অনেক নিরপরাধ ব্যক্তি, জাতি ও দেশ তথ্য সন্ত্রাসের শিকারে পরিণত হয়ে স্বীয় অস্তিত্ব, সম্ভ্রম, স্বাধীনতা ও সার্বভৌত্ব হারাতে বাধ্য হয়।

তথ্য সন্ত্রাসের উপকরণ ও উপাদানঃ

তথ্য সন্ত্রাস যে সব উপকরণ-নির্ভর তা হচ্ছেঃ প্রধানত নারী, অর্থ, মিথ্যাচার, প্রলোভন এবং চাকরী সহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা আর লোভনীয় টোপ। যুদ্ধ আর আগ্রাসনও শিক্ষার উপকরণের অন্তর্ভুক্ত।[৪]

ইসলামের দৃষ্টিতে তথ্য সন্ত্রাসঃ

ইসলামে তথ্য সন্ত্রাসের সামান্যতম সুযোগ নেই। বরং ইহা ঘৃণ্য ও জঘন্য অপরাধমূলক কাজ। কোন বিষয় সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন না করা পর্যন্ত তা লোক সমাজে প্রচার ও প্রসার করা ইসলামে নিষিদ্ধ। সাথে সাথে কোন ব্যক্তির পরিবেশিত তথ্য সত্য না মিথ্যা তা নিশ্চিত না হয়ে সমাজে প্রচার করাও ইসলামে নিষিদ্ধ।

তথ্য সন্ত্রাসের কবর রচনার নিমিত্তে ইসলামের বাণী সুস্পষ্ট। মহান আল্লাহ এ সম্পর্কে বলেন, 'এমন কোন বিষয়ের পিছনে লেগো না, যে সম্পর্কে তোমার (পরিষ্কার) জ্ঞান নেই। শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তঃকরণ সব কিছুর জন্যই জবাবদিহি করতে হবে' *(বনী ইসরাঈল ৩৬)*। উক্ত আয়াতের মাধ্যমে বুঝা যাচ্ছে যে, কোন বিষয়ে সঠিক তথ্য জানা না থাকলে তা পরিবেশন করা যাবে না। অতএব তথ্য

* *আখিলা, নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।*

১. *জহুরী, তথ্য সন্ত্রাস (ঢাকাঃ উতলু প্রকাশন, প্রথম প্রকাশঃ মার্চ ১৯৯৯ইং), পৃঃ ৭।*
২. *তদেব।*
৩. *তদেব।*
৪. *তদেব।*

সন্ত্রাসের কোন প্রশ্নই উঠে না। আরো প্রমাণিত হয় যে, সব কিছুর জন্য হিসাব বা জবাবদিহি করতে হবে। এ মর্মে মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 'যে কথাই যে বলুক তার সংরক্ষণের জন্য একজন সদাপ্রস্তুত পর্যবেক্ষক তার নিকট নিযুক্ত আছে' *(ক্বাফ ১৮)*।

তথ্য সন্ত্রাস হচ্ছে সেই সন্ত্রাস, যার বাহন হ'ল তথ্য। সে তথ্যের মাধ্যমে বা তথ্যের দ্বারা বিভীষিকা আর ধূম্রজাল সৃষ্টি করে বিবেককে বিভ্রান্ত করা হয়। তথ্য শুধু ঘটনার নয়, তথ্য হ'তে পারে অনেক প্রকারের। ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর যেমন তথ্য সংগৃহীত হ'তে পারে, আবার ঘটনা সৃষ্টি করেও তথ্য আহরণ করা যেতে পারে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে সন্ত্রাস বেশ জমে উঠে। নন ইস্যুকে ইস্যু করে চায়ের কাপে ঝড় সৃষ্টি করে থাকে তথ্য সন্ত্রাসীরা। তথ্য সন্ত্রাসকে মিথ্যাচারও বলা যায়। ছয়কে নয় আর নয়কে ছয় করাই তথ্য সন্ত্রাসের কূটনীতি।

অতিরঞ্জিত তথ্য পরিবেশন ও সত্যকে মিথ্যা দিয়ে ঢেকে অথবা মিথ্যার উপরে সত্যের একটা চাদর বিছিয়ে ধোঁকার ধূম্রজাল সৃষ্টি করে তথ্য সন্ত্রাসীরা শান্ত পরিবেশকে অশান্ত করে তোলে। অথচ মিথ্যাচার ইসলামে পুরোপুরি নিষিদ্ধ। আবার ইহা বড় ধরনের পাপ। মহান আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি ভুল কিংবা গোনাহ করে, অতঃপর কোন নিরপরাধ ব্যক্তির উপর অপবাদ আরোপ করে, সে নিজের মাথায় বহন করে জঘন্য মিথ্যা ও প্রকাশ্য গোনাহ' *(নিসা ১১২)*। 'যারা সতী-স্বাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর স্বপক্ষে চারজন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য কবুল করবে না। এরাই নাফরমান *(নূর ৪)*। তিনি আরো বলেন, 'যারা সতী-স্বাধ্বী, নিরীহ ঈমানদার নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা ইহকালে ও পরকালে ধিকৃত হবে এবং তাদের জন্য রয়েছে গুরুতর শাস্তি' *(নূর ২৩)*। আয়াত দ্বয়ে পরিষ্কারভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, মিথ্যাচার বা তথ্য সন্ত্রাস তো করা যাবেই না। এমনকি যারা এরূপ করে পরবর্তীতে তাদের কোন সাক্ষ্যই গ্রহণ করা যাবে না। এদের শাস্তিও খুব কঠিন। মিথ্যাচার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 'যারা মুমিন তারা মিথ্যা সাক্ষী প্রদান করে না' *(ফুরক্বান ৭২)*। 'তোমরা মিথ্যা বানী থেকে বেঁচে থাক' *(হজ্জ ৩০)*।

'নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘণকারী মিথ্যাবাদীকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না' *(মুমিন ২৮)*। মিথ্যাচার তথা তথ্য সন্ত্রাস থেকে বেঁচে থাকার জন্য মহান আল্লাহ কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। তথ্য সন্ত্রাসের যেন কোন সুযোগ না থাকে সেকারণ আল্লাহ তা'আলা তথ্য প্রদানকারীর তথ্যের সত্যাসত্য যাচাই-বাছাই করতে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! যদি কোন পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ আনয়ন করে, তবে তা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশতঃ তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি সাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও' *(হুজুরাত ৭)*। প্রকৃতপক্ষে তথ্য সন্ত্রাস নির্মূলের জন্যই মহান আল্লাহর এ নির্দেশ।

যদিও এ বিধানটি একটি বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়েছিল। তথাপি বর্তমান সমাজেও এ বিধানটি সমভাবে প্রযোজ্য। ঘটনাটি এই- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওয়ালীদ ইবনু উক্ববাকে 'বনী মুস্তালিক' মতান্তরে 'বনী ওয়াক্বিয়াহ' সম্প্রদায় হ'তে যাকাত আদায়ের জন্য প্রেরণ করেন। জাহিলী যুগে উক্ত সম্প্রদায়ের সাথে ওয়ালীদের শত্রুতা ছিল। ওয়ালীদ তথায় যেতে কিছুটা শঙ্কাবোধ করলেন। তারা ওয়ালীদের আগমন বার্তা পেয়ে সংবর্ধনার জন্য অগ্রসর হ'লে তিনি (ওয়ালীদ) ধারণা করলেন, তারা তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে আসছে। অতএব প্রত্যাবর্তন করে নিজ ধারণানুযায়ী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন, উক্ত সম্প্রদায়টি তো ইসলাম বিরোধী হয়ে গেছে। তারা যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে এবং আমাকে হত্যা করার ইচ্ছা করেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের অবস্থা অনুসন্ধানের জন্য খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ)-কে তথায় প্রেরণ করলেন এবং বলে দিলেন যে, খুব অনুসন্ধান করে দেখবে, তাড়াহুড়া করবে না। কার্যতঃ তিনি তাদের থেকে আনুগত্য ও সদ্ব্যবহার ব্যতীত আর কিছুই দেখতে পেলেন না। খালিদ প্রত্যাবর্তন করে তাদের অবস্থা বিশ্লেষণ করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে নিশ্চিত করলেন। অতঃপর আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।[৫]

কোন কোন বর্ণনায় পূর্ববর্তী আলোচনার শেষে বলা হয়েছে, মহানবী (ছাঃ) খালিদ বিন ওয়ালীদের নেতৃত্বে একদল মুজাহিদ প্রেরণ করলেন। এদিকে মুজাহিদ বাহিনী রওয়ানা হ'ল এবং ওদিকে হারেছ জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কোন গোত্রের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন? উত্তর হ'ল, আমরা তোমাদের প্রতিই প্রেরিত হয়েছি। হারেছ কারণ জিজ্ঞেস করলে তাকে ওয়ালীদ ইবনু উক্ববাকে প্রেরণ ও তাঁর প্রত্যাবর্তনের কাহিনী শুনানো হ'ল এবং ওয়ালীদের এই বিবৃতিও শুনানো হ'ল যে, বনী মুস্তালিক গোত্র যাকাত দিতে অস্বীকার করে তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা করেছে। একথা শুনে হারেছ বললেন, সেই আল্লাহর কসম, যিনি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে সত্য রাসূল করে প্রেরণ করেছেন, আমি ওয়ালীদ ইবনু উক্ববাকে দেখিনি। সে আমার কাছে যায়নি। অতঃপর হারেছ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সামনে উপস্থিত

৫. *হাফেয ইমাদুদ্দীন ইবনু কাছীর, তাফসীরে ইবনে কাছীর (দামেশকঃ মাকতাবাতু দারুল ফীহা, ১ম প্রকাশঃ ১৪১৪ হিঃ/১৯৯৪ইং), ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৬৬-২৬৭; তাফসীরে কুরতুবী (বৈরুতঃ দারুল কিতাবিল আরাবী, ১ম প্রকাশঃ ১৪১৮হিঃ/১৯৯৭ইং), ১৬শ খণ্ড, পৃঃ ২৬৪।*

হ'লে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি যাকাত দিতে অস্বীকার করেছ এবং আমার দূতকে হত্যা করতে চেয়েছ? হারেছ বললেন, কখনই নয়; সেই আল্লাহ্‌র কসম, যিনি আপনাকে সত্য পয়গামসহ প্রেরণ করেছেন, সে আমার কাছে যায়নি এবং আমি তাকে দেখিওনি। নির্ধারিত সময়ে আপনার দূত যায়নি দেখে আমাদের আশংকা হয় যে, বোধ হয় আপনি কোন ত্রুটির কারণে আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[৬]

উক্ত ঘটনাটি তথ্য সন্ত্রাসের এক বিরাট প্রমাণ। কারণ তথ্যকে এখানে নিজের ইচ্ছামত বর্ণনা করা হয়েছে। সাথে আরো প্রমাণ হয় যে, কোন তথ্য শুনা মাত্রই তা প্রমাণবিহীন বিশ্বাস করা যাবে না। যেমন উক্ত ঘটনায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিশ্বাস করেননি। সদা-সর্বদা তথ্য সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ইসলামের অবস্থান। ইমাম জাসসাস আহকামুল কুরআনে বলেন, এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন ফাসেক ও পাপাচারীর সংবাদ কবুল করা এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা জায়েয নয়, যে পর্যন্ত না অন্যান্য উপায়ে তদন্ত করে তার সত্যতা প্রমাণিত হবে। কেননা এ আয়াতের অন্য কিরআতে বলা হয়েছে তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে তড়িঘড়ি করো না; বরং অন্য উপায়ে এর সত্যতা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত দৃঢ়পদ থাক।[৭]

কুরআনের উপরোক্ত আয়াত সমূহ দ্বারা পরিষ্কারভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, ইসলামে তথ্য সন্ত্রাসের কোন সুযোগ নেই। বরং এটা বড় ধরনের পাপ। কারণ এর জন্য সমাজে বিশৃংখলা বিস্তার লাভ করে। তাই আমাদের সকলকে আল-কুরআনের শিক্ষার প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করা প্রয়োজন।

হাদীছের দৃষ্টিভঙ্গিঃ

অভ্রান্ত সত্যের উৎস মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে যেমন তথ্য সন্ত্রাসকে সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করা হয়েছে ঠিক তেমনি শরী'আতের দ্বিতীয় উৎস হাদীছেও সন্ত্রাসকে সম্পূর্ণভাবে নিষেধ করা হয়েছে। বরং হাদীছে তথ্য সন্ত্রাসের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে আরো সুস্পষ্ট এবং খোলামেলা আলোচনা করা হয়েছে। পূর্বেই আলোচনায় বলা হয়েছে মিথ্যাচারও তথ্য সন্ত্রাসের অন্তর্ভুক্ত। মিথ্যাচারকে মহানবী (ছাঃ) শুধু পাপাচার বলেই ক্ষান্ত হননি, বরং তার পরিণতিও বলে দিয়েছেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মিথ্যাচার মানুষকে পাপাচারের দিকে নিয়ে যায় এবং পাপাচার মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যায়। কোন লোক মিথ্যা কথা বলতে থাকলে আল্লাহ তাকে মিথ্যাবাদীদের তালিকাভুক্ত করেন'।[৮] অন্যত্র মহানবী (ছাঃ) বলেন, 'সবচেয়ে বড় অপবাদ হ'ল, কোন ব্যক্তির নিজ চোখকে এমন জিনিস দেখানো, যা তার চোখ প্রকৃতপক্ষে দেখেনি'।[৯]

মিথ্যা শপথ সম্পর্কে মহানবী (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় মিথ্যা কসম করে অন্য মুসলমানের সম্পদ দখল করে, সে ক্বিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করবে যে, আল্লাহ তার উপর অসন্তুষ্ট থাকবেন'।[১০] অন্যত্র তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি মিথ্যা কসমের মাধ্যমে অন্য মুসলমানকে তার হক্ব থেকে বঞ্চিত করে, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করেছেন এবং জান্নাত হারাম করেছেন। একজন ছাহাবী বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! অল্প বস্তুর জন্য হ'লেও? অর্থাৎ খুব কম হ'লেও। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আরাক গাছের ডালের ব্যাপারে কসম খেলেও'।[১১]

মহানবী (ছাঃ) একদা স্বপ্ন দেখা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, 'আজ রাতে (স্বপ্নে) আমার কাছে দু'জন আগন্তুক এসেছিল। তারা আমাকে বলল, আমাদের সাথে চলুন! আমি তাদের সাথে চললাম! আমরা এক ব্যক্তির কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। সে ঘাড় বাঁকা করে শুয়ে আছে। অপর ব্যক্তি তার কাছে লোহার আঁকড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার চেহারার এক দিক থেকে তার মাথা, নাক ও চোখকে ঘাড় পর্যন্ত চিরে ফেলছে। পুনরায় তার মুখমণ্ডলের অপর দিকে প্রথম দিকের মত মাথা, নাক ও চোখ ঘাড় পর্যন্ত চিরছে। চেহারার দ্বিতীয় পার্শ্বের চেরা শেষ হওয়ার সাথে সাথে প্রথম পার্শ্ব পূর্ববৎ ঠিক হয়ে যাচ্ছে। পুনরায় লোকটি এ পাশে এসে আবার আগের মত চিরছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ! এরা কারা? আগন্তুকদ্বয় বললেন, এরা সকাল বেলা ঘর থেকে বের হয়েই এমন সব মিথ্যা কথা বলত, যা সাধারণ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ত'।[১২]

সত্যাসত্য যাচাই করার পর কোন কথা বলতে বা প্রচার করতে হবে। এ প্রসঙ্গে মহানবী (ছাঃ) বলেন, 'কোন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে (তার সত্যতা যাচাই না করে) তাই বলে বেড়ায়'।[১৩]

৬. *সংক্ষিপ্ত তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, অনুবাদ ও সম্পাদনা মাওলানা মহিউদ্দীন খান, পৃঃ ১২৭৮।*
৭. *তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, পৃঃ ১২৭৯।*
৮. *বুখারী ও মুসলিম। গৃহীত- ইমাম আবু যাকারিয়া ইয়াহিয়া ইবনু ছরফ আন-নববী আদ-দামেশকী, রিয়াযুছ ছালেহীন (রিয়াদঃ দারুল মামুন লিত্তুরাছ, ১৩তম সংস্করণঃ ১৯৮৯ইং/১৪০৯ হিঃ), হা/১৫৪২।*
৯. *বুখারী, রিয়াযুছ ছালেহীন, হা/১৫৪৫।*
১০. *বুখারী ও মুসলিম। গৃহীত- মুহাম্মাদ নাছীরুদ্দীন আলবাণী, মিশকাতুল মাছাবীহ, (বৈরুতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৮৫ইং/১৪০৫হিঃ), হা/৩৭৫৯।*
১১. *মুসলিম, মিশকাত হা/৩৭৬০।*
১২. *বুখারী, রিয়াযুছ ছালেহীন, হা/১৫৪৬।*
১৩. *মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন, হা/১৫৪৭।*

কোন তথ্যের সত্যতা যাচাই না করার কারণে তথ্য সন্ত্রাস সৃষ্টি হয় তাই মহানবী (ছাঃ) তথ্যের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য এত বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। ইসলামের এসব বাণী মানুষ স্বীয় জীবনে বাস্তবায়ন করলে সমাজ হ'তে তথ্য সন্ত্রাস দূর হ'তে বাধ্য।

সমাপনীঃ

পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোন নযীর নেই যে, ইসলাম স্বীয় স্বার্থ হাছিলের জন্য তথ্য সন্ত্রাসে জড়িয়ে পড়েছে। বরং সদা-সর্বদা একে ঘৃণা করার সাথে সাথে এর প্রতি কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। মুসলমানদেরকে তথ্য সন্ত্রাসের প্রতি নিরুৎসাহিত করার পাশাপাশি এতে জড়িয়ে পড়ার জন্য কঠোর শাস্তির বিধানও ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হ'লেও সত্য যে, আজ ইসলাম ও মুসলিম জাতিই এই হিংস্র তথ্য সন্ত্রাসের প্রধান শিকার। দীর্ঘ দেড় বৎসর যাবত এদেশের শান্তিপ্রিয় দ্বীনী সংগঠন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' এবং তার মুহতারাম আমীর বিশ্ববরেণ্য শিক্ষাবিদ প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে নিয়েও চলেছে ন্যাক্কারজনক তথ্যসন্ত্রাস। তথ্যসন্ত্রাসীদের অসত্য তথ্য ও লাগামহীন মিথ্যাচারের কারণে তাঁর মত একজন সুপণ্ডিত ও জ্ঞানের মহীরুহকে মাসের পর মাস কারাগারে মানবেতর জীবন কাটাতে হচ্ছে। তাঁর ইলমী ও দ্বীনী খিদমত থেকে মাহরূম হচ্ছে জতি, বঞ্চিত হচ্ছে জ্ঞানপিয়াসীরা। সেই সাথে তথ্য সন্ত্রাসের শিকার হয়ে 'আন্দোলন'-এর নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী সহ প্রায় ডজন খানেক নেতা-কর্মী এখনো কারাবরণ করছেন। অথচ যাবতীয় সাক্ষ-প্রমাণ, এমনকি মূল হোতাদের স্বীকারোক্তিও তাদেরকে নির্দোষ প্রমাণ করেছে।

বস্তুতঃ পৃথিবীতে কে বা কারা বিভিন্ন ধরনের অঘটন ঘটায়, আর ইহুদী-খৃষ্টান চক্রের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ নির্দেশনায় মিডিয়া জগত ঢালাওভাবে ইসলাম ও মুসলিম জাতিকে দোষারোপ করতে থাকে। প্রমাণ বিহীন তাদের হিংস্র থাবা বসায় স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রে। মুসলমানদের হাতে যুগোপযুগী প্রচার মিডিয়া পর্যাপ্ত পরিমাণে না থাকায় খুব সহজেই তারা এ সুযোগটি কাজে লাগিয়ে থাকে।

বর্তমান, বিশ্বে এই তথ্য সন্ত্রাস এক বড় ধরনের আতংক। কারণ হঠাৎ কে কখন কিছু ঘটিয়ে তথ্য সন্ত্রাসের মাধ্যমে কার উপর দোষ চাপাবে তা বলা দুষ্কর। এই আতংক মানব হৃদয় থেকে চিরতরের জন্য নির্মূল করতেই ইসলাম একে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। তাই সমাজে শান্তি ফিরে পাবার লক্ষ্যেই আমাদের সকলকে সর্বপ্রকারের তথ্য সন্ত্রাস পরিহার করতে হবে, যা সময়ের একান্ত দাবী। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!!

ঢাকা শহরের যেসব স্থানে আত-তাহরীক পাওয়া যায়

১. 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' অফিস, ২২০ বংশাল রোড, ঢাকা।
২. তাওহীদ পাবলিশার্স, ৯০ হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা।
৩. আহলেহাদীছ লাইব্রেরী,২১৪ বংশাল রোড, ঢাকা।
৪. ক্যাশন স্টোর (প্রোঃ মোঃ আবু জাহের প্রিন্স), বায়তুল মোকাররম মসজিদ, দক্ষিণ গেইট, উৎসব বাস কাউন্টার সংলগ্ন।
৫. গুলিস্তান, ফুলবাড়িয়া সংবাদপত্র বিক্রয়কেন্দ্র (প্রোঃ মোঃ সুমন)।
৬. গুলিস্তান, গোলাপ শাহ মাযারের দক্ষিণ-পশ্চিম কর্ণার্স্থ সংবাদপত্র বিক্রয়কেন্দ্র (পোঃ মোঃ সলীম উদ্দীন)।
৭. মতিঝিল স্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় সংলগ্ন ফুটপাতে (প্রোঃ আব্দুল ওয়াহহাব)।
৮. মতিঝিল সোনালী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় সংলগ্ন ফুটপাত (প্রোঃ মোঃ তাসলীম উদ্দীন)।
৯. জাতীয় প্রেসক্লাব-এর পূর্ব পার্শ্বস্থ সংবাদপত্র বিক্রয়পত্রকেন্দ্র (প্রোঃ মোঃ শু'আইব)।
১০. জাতীয় প্রেসক্লাব-এর পশ্চিম পার্শ্বস্থ সংবাদপত্র বিক্রয়পত্রকেন্দ্র (প্রোঃ মোঃ সুজন)।
১১. দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল, আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংকেব পশ্চিম পার্শ্বস্থ ফুটপাত (মোঃ কামাল হোসাইন)।
১২. পল্টন মোড়, দৈনিক সমাচার পত্রিকার অফিস সংলগ্ন ফুটপাত, (মোঃ মিলন)।

বের হয়েছে! বের হয়েছে!! বের হয়েছে!!!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী'-এর প্রতিভাদীপ্ত এক ঝাঁক মেধাবী ছাত্র কর্তৃক রচিত ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা সম্পাদিত দেশব্যপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী ও সর্বমহলে সমাদৃত **'দিশারী'** আলিম প্রশ্নপত্র সাজেশান্স ২০০৭ ১০০% কমনের নিশ্চয়তা নিয়ে বের হয়েছে।

যোগাযোগ

"দিশারী" আলিম সাজেশান্স প্রস্তুত কমিটি
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইলঃ ০১৭১৮-৬৮৯৬৯৭
০১৭১৫-৯৫০২৪৭

উম্মুল মুমিনীন যয়নাব বিনতু জাহ্শ (রাঃ)

*মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বিবাহের সময়কাল ও মহরঃ

'গাযওয়াতুল মুরাইসী' থেকে প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরে ৫ম হিজরীর যুলকা'দাহ মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যয়নাব (রাঃ)-কে বিবাহ করেন।[২২] তখন তার বয়স ছিল ৩৫ বছর।[২৩] তবে হাফেয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী তাঁর বয়স ২৫ বছর ছিল বলে উল্লেখ করেছেন।[২৪] এ বিয়েতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যয়নাব (রাঃ)-কে ৪০০ দিরহাম মহর প্রদান করেছিলেন।[২৫]

ওয়ালীমাঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যয়নাব (রাঃ)-কে বিবাহ করার পর রুটি ও গোশত দিয়ে ওয়ালীম করেছিলেন।[২৬] যয়নাব (রাঃ)-কে বিবাহের পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যেরূপ ওয়ালীমা করেছিলেন এরূপ তিনি অন্য কোন স্ত্রীর বেলায় করেননি। এ দিন তিনি একটি ছাগল যবেহ করেছিলেন।[২৭] আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন যয়নাব বিনতু জাহ্শ (রাঃ)-কে বিবাহ করলেন তখন উম্মু সুলাইম (রাঃ) আনাস (রাঃ)-কে ডেকে বললেন, হে আনাস! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আজ নতুন বিবাহ করেছেন, অথচ তাঁর ঘরে আমি কোন খাদ্য দেখিনি। সুতরাং তুমি ঐ ছোট পাত্রটি নিয়ে আস, আমি তাঁর জন্য হায়স[২৮] তৈরী করে দেই, যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর স্ত্রীর জন্য যথেষ্ট হবে। আনাস (রাঃ) বলেন, তিনি হায়স নামক খাদ্য তৈরী করে দিলে আমি তা নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর গৃহে আসলাম এবং তাঁর কথামত পাত্রটি দেওয়ালের পাশে রাখলাম। এটা ছিল পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বের ঘটনা। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবুবকর, ওমর, ওছমান ও আলী (রাঃ) সহ আরো অনেক ছাহাবীর নাম উল্লেখ করে তাদেরকে ডেকে আনতে আমাকে নির্দেশ দিলেন। খাদ্য কম অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে অনেক লোক ডাকার নির্দেশ দেওয়ায় আমি আশ্চর্য হ'লাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদেশ অমান্য করতে আমি অপসন্দ করলাম। তাই তাঁদেরক ডেকে আনলাম। এরপর তিনি বললেন, মসজিদে গিয়ে দেখ কেউ আছে কি-না? কাউকে পেলে তাকে ডেকে নিয়ে আসবে। আনাস (রাঃ) বলেন, আমি মসজিদে গিয়ে ঘুমন্ত বা ছালাতরত যাকেই পেলাম তাকেই বললাম, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নববিবাহিত। সুতরাং ওয়ালীমার দাওয়াত কবুল কর। এভাবে দাওয়াত দিতে দিতে লোকে বাড়ী পূর্ণ হয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, মসজিদে কি আর কেউ আছে? আমি বললাম, না কেউ নেই। অতঃপর তিনি বললেন, তাহ'লে তুমি যাও, রাস্তায় যাদেরকে পাবে তাদেরকে ডেকে আনবে। আমি গিয়ে লোকদেরকে ডেকে আনলাম। এতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কক্ষও পরিপূর্ণ হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, আর কেউ বাকী আছে কি? আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আর কেউ বাকী নেই। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, খাদ্যপাত্রটি আমার নিকটে নিয়ে আস। আমি পাত্রটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সামনে রাখলাম। তিনি তাঁর তিনটি আঙ্গুল খাদ্যের মধ্যে ডুবিয়ে দিলেন। এরপর লোকদেরকে 'বিসমিল্লাহ' বলে খাওয়ার নির্দেশ দিলেন। আমি খেজুরের দিকে লক্ষ্য করলাম, তা যেন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবার ঘি-এর দিকে তাকালাম মনে হ'ল যেন ঝর্ণা থেকে ঘি উৎপন্ন হচ্ছে। এভাবে বাড়ীতে আগত সমস্ত লোক খেল। তারপরও আমি যে পরিমাণ খাদ্য নিয়ে এসেছিলাম, সে পরিমাণই অবশিষ্ট থাকল। আমি পাত্রটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্ত্রীর নিকট রেখে আমার মায়ের নিকট এসে আমার আশ্চর্য হওয়ার কথা বললাম। তিনি বললেন, তুমি বিস্মিত হয়ো না। আল্লাহ যদি এ খাদ্য মদীনার সকল অধিবাসীকে খাওয়াতে চাইতেন তাহ'লে অবশ্যই তারা সবাই খেতে পারত। এদিন ৭১ কিংবা ৭২ জন লোক ঐ খাদ্য খেয়েছিল।[২৯]

সংশয় নিরসনঃ

মুনাফেকদের মধ্যে কেউ কেউ বলে থাকে যে, যয়নাবের প্রতি নবী করীম (ছাঃ)-এর দৃষ্টি পতিত হয়, ফলে তিনি যয়নাবকে ভালবেসে ফেলেন এবং যায়েদ কর্তৃক যয়নাবকে তালাক দেওয়ানোর ব্যাপারে চেষ্টা করতে থাকেন। একথা কোন বুদ্ধিমান-জ্ঞানীব্যক্তি মেনে নিতে পারে না। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বয়ং যায়েদের সাথে যয়নাব (রাঃ)-কে বিবাহ দিয়েছিলেন। সুতরাং তিনি কেন যয়নাব (রাঃ)-এর তালাকের ব্যাপারে চেষ্টা চালাবেন? এটা কোন সাধারণ মানুষও করতে পারে না। আর নবী করীম (ছাঃ) তো দূরের কথা। তিনি এমন নবী যে তাঁকে আল্লাহ তা'আলা সমস্ত ছোট-খাট ত্রুটিপূর্ণ কাজ থেকে হেফাযত করেছেন। আর ঐ ধরনের জঘন্য কাজ করার তো কোন অবকাশই নেই। সুতরাং আমাদেরকে ঐ ধরনের কুধারণা পরিহার করতে হবে এবং ঐসব থেকে আমাদের অন্তর ও জিহ্বাকে পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।[৩০] সর্বোপরি রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে আমাদেরকে ভাল ধারণা পোষণ করতে হবে। এ ব্যাপারে অন্তরের সকল প্রকার সংশয়-সন্দেহকে ছুড়ে ফেলে দিতে হবে।

পর্দার বিধান প্রবর্তনঃ

আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যয়নাব (রাঃ)-কে বিবাহ করার পর রুটি ও গোশত মতান্তরে 'হায়স' নামক খাদ্য দিয়ে ও য়ালীমা করলেন। লোকজনকে

---

* পি-এইচ.ডি. গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

২২. আত-তাবাকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৯০।
২৩. আল-মুন্তাযাম, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২২৫; আত-তাবাকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৯০।
২৪. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১৭।
২৫. ফাতহুল আল্লাম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৫।
২৬. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১২, টীকা নং ১ দ্রঃ।
২৭. আত-তাবাকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৮২।
২৮. খেজুর পিষ্ট করে ঘি ও পনির সহযোগে বিশেষভাবে তৈরী এক প্রকার খাদ্য।
২৯. আত-তাবাকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৮৩।
৩০. ফাতহুল 'আল্লাম,. ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৫, টীকা নং ৩ দ্রঃ।

খাওয়াতে খাওয়াতে বেলা গড়িয়ে গেল। লোকজন চলে গেল কিন্তু কিছু লোক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ঘরে বসে খোশগল্প করতে লাগল। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বের হয়ে তাঁর অন্যান্য স্ত্রীগণের কক্ষে গেলেন, তাদেরকে সালাম দিলেন। তখন তারা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনার সঙ্গীকে কেমন পেলেন? এসময় খবর দেওয়া হ'ল যে, লোকেরা চলে গেছে। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আসলেন এবং ঘরে প্রবেশ করলেন। আনাস (রাঃ) বলেন, আমি প্রবেশ করতে যাচ্ছিলাম। এ সময় পর্দার আয়াত নাযিল হয় এবং তিনি দরজায় পর্দা টেনে দেন।[৩১]

অন্য বর্ণনায় আছে, আনাস (রাঃ) বলেন, মহানবী (ছাঃ) যয়নাব (রাঃ)-এর সাথে বাসর রাত্রি যাপনের পরদিন সকালে রুটি ও গোশত দ্বারা ওয়ালীমার ব্যবস্থা করলেন। এ উপলক্ষ্যে মানুষকে ডাকার জন্য আমাকে পাঠালেন। তখন একদল লোক আসল এবং খেয়ে চলে গেল। তারপর আরেক দল আসল, তারাও খেয়ে চলে গেল। আমি লোকদেরকে ডাকতে থাকলাম। অবশেষে দাওয়াত দেওয়ার মত আর কোন লোক পেলাম না। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি দাওয়াত দেওয়ার মত আর কাউকে পাচ্ছি না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, খাদ্যগুলি তুলে রাখ। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কক্ষে বসে তিন ব্যক্তি কথা বলছিল। তখন নবী করীম (ছাঃ) বের হয়ে আয়েশা (রাঃ)-এর কক্ষ পর্যন্ত গিয়ে তাকে সালাম দিলেন। আয়েশা (রাঃ) সালামের উত্তর দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনার সাথীকে কেমন পেলেন? আল্লাহ আপনার প্রতি বরকত দান করুন! তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর সকল স্ত্রীর গৃহে গিয়ে তাদেরকে সালাম দিলেন এবং আয়েশা (রাঃ)-কে যা বলেছিলেন সকলকে অনুরূপ বললেন। তারাও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আয়েশা (রাঃ)-এর মত কথা বললেন ও দো'আ করলেন। এরপর তিনি তাঁর কক্ষের দিকে গেলেন। সেখানে তখনও ঐ তিন ব্যক্তি কথা বলছিল। নবী করীম (ছাঃ) ছিলেন অত্যন্ত লাজুক। তিনি তখন বের হয়ে আয়েশা (রাঃ)-এর কক্ষের দিকে যাচ্ছিলেন। তখন তাঁকে সংবাদ দেওয়া হ'ল যে, লোকেরা চলে গেছে। তিনি ফিরে আসলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর এক পা দরজার ভিতরে ও এক পা বাইরে থাকা অবস্থায় তিনি দরজায় পর্দা টেনে দিলেন।[৩২] এ সময় নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِيْنَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلاَ مُسْتَأْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِيْ مِنْكُمْ وَاللهُ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللهِ وَلاَ أَنْ تَنْكِحُوْا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا، إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيْمًا-

'হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া না হ'লে তোমরা খাওয়ার জন্য আহার্য রন্ধনের অপেক্ষা না করে নবীর গৃহে প্রবেশ করো না। তবে তোমরা আহূত হ'লে প্রবেশ করো। অতঃপর খাওয়া শেষ হ'লে আপনা আপনি চলে যেয়ো, কথাবার্তায় মশগুল হয়ে যেয়ো না। নিশ্চয়ই এটা নবীর জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের কাছে সংকোচবোধ করেন। কিন্তু আল্লাহ সত্য কথা বলতে সংকোচ করেন না। তোমরা তাঁর পত্নীগণের কাছে কিছু চাইলে আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের অন্তরের জন্য এবং তাঁদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ। আল্লাহ্র রাসূলকে কষ্ট দেয়া এবং তাঁর ওফাতের পর তাঁর পত্নীগণকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। আল্লাহ্র কাছে এটা গুরুতর অপরাধ' *(আহযাব ৫৩)*।

মধু নিষিদ্ধ করার ঘটনাঃ

একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যয়নাব (রাঃ)-এর নিকটে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি মধু পান করলেন এবং কিছুক্ষণ যয়নাব (রাঃ)-এর নিকট অবস্থান করলেন। তখন আয়েশা (রাঃ) ও হাফছাহ (রাঃ) পরামর্শ করলেন যে, আমাদের দু'জনের যার নিকটেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আসবেন সেই বলবে, আপনি 'মাগাফীর' খেয়েছেন, আমি আপনার কাছ থেকে মাগাফীরের গন্ধ পাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের নিকট গেলে তারা পরামর্শ মত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বললেন যে, আপনি মাগাফীর খেয়েছেন, আপনার নিকট থেকে মাগাফীরের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমি মাগাফীর খাইনি বরং আমি যয়নাবের কাছ থেকে মধু পান করেছি। তবে আমি আর মধু পান করব না। তখন সূরা তাহরীম-এর নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়।[৩৩]

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ، وَاللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ- قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللهُ مَوْلَكُمْ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ- وَإِذَا أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيْثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ-

'হে নবী! আল্লাহ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন, আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে খুশী করার জন্য তা নিজের জন্য হারাম

৩১. *আত-তাবাকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৮৩; আল-মুন্তাযাম, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২২৭।*

৩২. *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৫৯; হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) (৭৭৩-৮৫২ হিঃ), ফৎহুল বারী, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৯ খৃঃ/১৪১০ হিঃ) ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৬৭৬-৭৭, 'তাফসীর' অধ্যায় হা/৪৭৯১, ৪৭৯২, ৪৭৯৩; আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ) (১২৮৩-১৩৫৩ হিঃ), তুহফাতুল আহওয়াযী (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, ১ম মুদ্রণ, ১৯৯০ খৃঃ/১৪১০হিঃ), ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৫৯-৬১, 'তাফসীর' অধ্যায় হা/৩৪৩৬, ৩৪৩৭।*

৩৩. *ইমাম বুখারী (রহঃ) (১৯৪-২৫৬ হিঃ), ছহীহ বুখারী, 'শপথ ও মানত' অধ্যায়, 'যখন খাদ্য হারাম হয়' অনুচ্ছেদ; সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১৪ ও ৩ নং টীকা দ্রঃ; আত-তাবাকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৮৫।*

করছেন কেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়। আল্লাহ তোমাদের জন্য কসম থেকে অব্যাহতি লাভের উপায় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তোমাদের মালিক। তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। যখন নবী তাঁর একজন স্ত্রীর কাছে একটি কথা গোপনে বললেন, অতঃপর স্ত্রী যখন তা বলে দিল এবং আল্লাহ নবীকে তা জানিয়ে দিলেন, তখন নবী সে বিষয়ে স্ত্রীকে কিছু বললেন এবং কিছু বললেন না। নবী যখন তা স্ত্রীকে বললেন, তখন স্ত্রী বললেন, কে আপনাকে এ সম্পর্কে অবহিত করল? নবী বললেন, যিনি সর্বজ্ঞ, ওয়াকিফহাল, তিনি আমাকে অবহিত করেছেন' *(আত-তাহরীম ১-৪)*।

চরিত্র মাধুর্যঃ

যয়নাব (রাঃ) ছিলেন অত্যন্ত দ্বীনদার, পরহেযগার, সত্যবাদিনী মহিলা। তাঁর সম্পর্কে হাফেয যাহাবী উল্লেখ করেছেন وَكَانَتْ مِنْ سَادَةِ النِّسَاءِ دِيْنًا وَوَرَعًا وَجُوْدًا وَمَعْرُوْفًا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا– 'তিনি দ্বীনদারী, আল্লাহভীরুতা, দানশীলতা ও সৎকাজে মহিলাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন'।[৩৪]

তাঁর সম্পর্কে আয়েশা (রাঃ) বলেন,

كَانَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ تُسَامِيْنِي فِي الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا رَأَيْتُ امْرَأَةً خَيْرًا فِي الدِّيْنِ مِنْ زَيْنَبَ، أَتْقَى لِلّٰهِ وَأَصْدَقَ حَدِيْثًا، وَأَوْصَلَ لِلرَّحِمِ، وَأَعْظَمَ صَدَقَةً، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا–

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট মর্যাদার ক্ষেত্রে যয়নাব বিনতু জাহ্শ (রাঃ) ছিলেন আমার সমকক্ষ। দ্বীনদারী, আল্লাহভীরুতা, সত্যবাদিতা, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও দানশীলতায় যয়নাব (রাঃ)-এর চেয়ে উত্তম কোন মহিলাকে আমি দেখিনি। আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন'।[৩৫]

অন্য বর্ণনায় আছে আয়েশা (রাঃ) বলেন,

كَانَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ هِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِيْنِي مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَصَمَهَا اللهُ تَعَالَى بِالْوَرَعِ وَلَمْ أَرَ امْرَأَةً أَكْثَرَ خَيْرًا وَأَكْبَرَ صَدَقَةً وَأَوْصَلَ لِلرَّحِمِ وَأَبْذَلَ لِنَفْسِهَا فِيْ كُلِّ شَيْءٍ يَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ تَعَالَى مِنْ زَيْنَبَ مَا عَدَا سَوْرَةً مِنْ حِدَّةٍ–

'যয়নাব বিনতু জাহ্শ (রাঃ) ছিলেন নবী করীম (ছাঃ)-এর স্ত্রীদের মধ্যে আমার সমকক্ষ। আল্লাহ তাকে পরহেযগারিতা দ্বারা হেফাযত (পাপমুক্ত) করেছেন। তার চেয়ে অতি উত্তম, অধিক দানশীল, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী কোন মহিলা আমি দেখিনি। আর নিজের (পরকালীন মুক্তির) জন্য অধিক ব্যয় করে বা দান করে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করেছে যয়নাব (রাঃ) ছাড়া এমন কাউকে পাইনি। তাঁর নিকট শুধু একটি লোহার চুড়ি ছিল[৩৬] (এছাড়া সব তিনি দান করে দিয়েছিলেন)।

যয়নাব বিনতু জাহশ (রাঃ) উন্নত মনের অধিকারিণী ছিলেন। দুনিয়াবী স্বার্থের পাপ-পঙ্কিলতা তাঁকে কখনো স্পর্শ করতে পারেনি। সতীনদের মাঝে সাধারণত ঈর্ষার ভাব বিদ্যমান থাকে। থাকে পরস্পর দোষারোপ করার মনোবৃত্তি। কিন্তু উম্মুল মুমিনীন যয়নাব (রাঃ) ছিলেন এ জঘন্য মনোবৃত্তির উর্ধ্বে। তাঁর চারিত্রিক সৌন্দর্য ও সরলতা নিম্নোক্ত ঘটনা থেকে সম্যক উপলব্ধি করা যায়।

মুনাফিকরা আয়েশা (রাঃ)–এর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করলে নবী করীম (ছাঃ) যয়নাব (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন يَا زَيْنَبُ مَاذَا عَلِمْتِ أَوْ رَأَيْتِ؟ 'হে যয়নাব! (আয়েশা সম্পর্কে) তুমি কি জান কিংবা তোমার মতামত কি'? তখন যয়নাব (রাঃ) বললেন, يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْمِيْ سَمْعِيْ وَبَصَرِيْ، وَاللهِ مَا عَلِمْتُ إِلاَّ خَيْرًا– 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি আমার চোখ ও কানকে রক্ষা করেছি। আল্লাহ্র কসম! আয়েশার উত্তম গুণ ছাড়া আমি কিছুই অবহিত নই'।[৩৭]

ইবাদত বন্দেগীঃ

যয়নাব (রাঃ) ছিলেন অত্যন্ত ইবাদতগুযার মহিলা। তাঁর সম্পর্কে উম্মু সালমা (রাঃ) বলেন, وَكَانَتْ صَالِحَةً صَوَّامَةً قَوَّامَةً صِنَاعًا تَصَدَّقُ بِذَلِكَ كُلِّهِ عَلَى الْمَسَاكِيْنِ 'তিনি ছিলেন সতী-সাধ্বী, অধিক ছিয়াম পালনকারিণী ও ছালাত আদায়কারিণী। তিনি নিজ হাতে কাজ করতেন এবং অর্জিত সমুদয় অর্থ নিঃস্বদের দান করতেন'।[৩৮] দানের ক্ষেত্রে যয়নাব (রাঃ) ছিলেন উদারহস্ত। তাঁর নিকটে কোন অর্থ আসলে তিনি সমুদয় অর্থ দুঃস্থ-অসহায় লোকদেরকে দান করে দিতেন, নিজের জন্য কিছুই রাখতেন না। এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত ঘটনাটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ওমর (রাঃ) তাঁর খিলাফতকালে নবীপত্নী উম্মাহাতুল মুমিনীনের ভরণ-পোষণের জন্য বায়তুল মাল থেকে বার্ষিক ভাতা নির্ধারণ করেন। তিনি প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত অংশ ১২ হাযার দেরহাম প্রেরণ করলেন। ওমর (রাঃ) অন্যদের সমপরিমাণ অর্থ যয়নাব (রাঃ)-এর নিকটও পাঠালেন।

যখন তাঁর নিকট অর্থ পৌঁছানো হ'ল, তিনি অর্থ দেখে বললেন, আল্লাহ ওমরকে ক্ষমা করুন। তিনি আমার অন্যান্য বোনদেরকে বাদ দিয়ে আমার নিকটে এই অর্থ প্রেরণ করেছেন; অথচ আমার চেয়ে তাদের অর্থের প্রয়োজন বেশী। তিনি বললেন, এগুলি বন্টন করে দাও।

---

৩৪. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১২।
৩৫. ঐ পৃঃ ২১৩-২১৪; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ জুয, পৃঃ ১৫০।
৩৬. হিলইয়াতুল আওলিয়া, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৩।
৩৭. তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫৮।
৩৮. আল-ইছাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, ৮ম জুয, পৃঃ ৯৩; আত-ত্বাবাকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৮১-৮২।

ছাহাবীগণ বললেন, এসব শুধু আপনার জন্য। তখন তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ। এরপর সেগুলি তিনি কাপড় দ্বারা ঢেকে দিলেন। অতঃপর তিনি বারযাহ বিনতু রাফে' (রাঃ)-কে বললেন, তুমি এখান থেকে এক মুষ্টি করে নিয়ে অমুক, অমুককে দিয়ে আস। এভাবে তিনি তাঁর আত্মীয় ও ইয়াতীমদের দান করলেন। এমনকি কাপড়ের নিচে সামান্য পরিমাণ অর্থ অবশিষ্ট ছিল। তখন বারযাহ বিনতু রাফে' বললেন, হে উম্মুল মুমিনীন! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। আমাদের জন্য কি এতে কোন হক্ব নেই? তখন তিনি বললেন, কাপড়ের নিচে যা আছে তা তোমাদের। বারযাহ বলেন, কাপড়ের নিচে মাত্র ৮৫ দেরহাম পেলাম। এরপর তিনি আল্লাহ্র নিকট দো'আ করলেন, 'হে আল্লাহ! এরপরে ওমর (রাঃ)-এর ঐ অর্থ বা দান যেন আমি না পাই।[৩৯] অন্য বর্ণনায় আছে ওমর (রাঃ)-এর নিকট সংবাদ পৌঁছল যে, যয়নাব (রাঃ) সমুদয় অর্থ দান করে দিয়েছেন। তখন তিনি আরো ১ হাযার দেরহাম পাঠালেন। কিন্তু পূর্বের মতই তিনি সমুদয় অর্থ দান করে দিলেন।[৪০]

তাঁর সম্পর্কে ওমর ইবনু ওছমান আল-জাহশী তার পিতা হ'তে বর্ণনা করেন, مَا تَرَكَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ دِيْنَارًا وَلاَ دِرْهَمًا كَانَتْ تَتَصَدَّقُ بِكُلِّ مَا قَدَرَتْ عَلَيْهِ 'যয়নাব বিনতু জাহ্শ কোন দীনার বা দেরহাম রেখে যাননি। তিনি তাঁর সাধ্যমত সবকিছু দান করে দিতেন'।[৪১]

অনাড়ম্বর জীবন যাপনঃ

যয়নাব (রাঃ) অত্যন্ত সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। অর্থ-সম্পদের প্রাচুর্য না থাকলেও ইচ্ছা করলে তিনি জাকজমকপূর্ণ জীবন-যাপন করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। বরং তিনি নিজ হাতে কাজ করে উপার্জিত অর্থ দিয়ে স্বীয় প্রয়োজন মেটাতেন ও আল্লাহ্র রাস্তায় দান করতেন।[৪২] আয়েশা (রাঃ) বলেন, وَكَانَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةً صَنَاعَ الْيَدِ فَكَانَتْ تَدْبَغُ وَتَخْرُزُ وَتَصَدَّقُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ 'যয়নাব (রাঃ) ছিলেন হস্তশিল্পে পারদর্শী মহিলা। তিনি চামড়া পরিশুদ্ধকরণ ও পুথিদানা দিয়ে নকশার কাজ করতেন এবং তা থেকে অর্জিত অর্থ আল্লাহ্র রাস্তায় দান করতেন'।[৪৩]

বৈশিষ্ট্যঃ

যয়নাব (রাঃ) ছিলেন কতিপয় অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারিণী, যা অন্য কারো মধ্যে ছিল না। এজন্য তিনি গর্ব করতেন। বৈশিষ্ট্যগুলি হচ্ছে,

১. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অন্যান্য পত্নীগণের বিবাহ তাদের পিতা, ভাই কিংবা অভিভাবকগণ দিয়েছিলেন। কিন্তু যয়নাব (রাঃ)-এর বিবাহ দিয়েছিলেন স্বয়ং মহান আল্লাহ।

২. যয়নাব (রাঃ)-এর সাথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিবাহ সম্পর্কে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে।

৩. তার বিয়েকে কেন্দ্র করেই পর্দার বিধান প্রবর্তিত হয় এবং এ সম্পর্কে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়।

যয়নাব (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতেন,

أَنَا أَعْظَمُ نِسَائِكَ عَلَيْكَ حَقًّا أَنَا خَيْرُهُنَّ مُنْكِحًا وَأَلْزَمُهُنَّ سِتْرًا وَأَقْرَبُهُنَّ رِحْمًا ثُمَّ تَقُوْلُ زَوَّجَنِيْكَ الرَّحْمَانُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ، وَكَانَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ هُوَ السَّفِيْرُ بِذَالِكَ وَأَنَا ابْنَةُ عَمَّتِكَ وَلَيْسَ لَكَ مِنْ نِسَائِكَ قَرِيْبَةٌ غَيْرِىْ-

'আমি আপনার নিকট আপনার স্ত্রীগণের চেয়ে অধিক হক্বদার। কেননা বিবাহের দিক দিয়ে আমি তাদের চেয়ে উত্তম, তাদের চেয়ে অধিক পর্দাশীলা, আত্মীয়তার সম্পর্কের দিক দিয়ে আমি তাদের চেয়ে আপনার অতি নিকটবর্তী। অতঃপর তিনি বলেন, আল্লাহ আরশের উপরে আমাকে আপনার সাথে বিবাহ দিয়েছেন, যার দূত ছিলেন জিবরীল (আঃ)। আমি আপনার ফুফাত বোন। আমি ব্যতীত আপনার কোন স্ত্রীই আপনার আত্মীয় নয়'।[৪৪]

৪. এ বিবাহের মাধ্যমে পালক পুত্রের স্ত্রীকে বিবাহ করা বৈধ ঘোষণা করা হয়। পালক পুত্রবধূকে বিবাহ করা যাবে না- জাহেলী যুগের এ ধারণা বাতিল করা হয়।

৫. মানুষকে নির্দেশ দেয়া হয় যে, কাউকে প্রকৃত পিতা ছাড়া অন্যের (মুখে ডাকা পিতার) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা যাবে না। তেমনি নিজের পিতা ছাড়া পালক পিতার সাথে সম্বন্ধিত করে কাউকে ডাকা যাবে না।[৪৫]

৬. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যয়নাব (রাঃ)-কে তাঁর সাথে সর্বপ্রথম মিলিত হওয়ার এবং জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে আয়েশা (রাঃ) বলেন,

يَرْحَمُ اللهُ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ لَقَدْ نَالَتْ فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا الشَّرَفَ الَّذِىْ لاَيَبْلُغُهُ شَرَفٌ، أَنَّ اللهَ زَوَّجَهَا نَبِيُّهُ فِى الدُّنْيَا وَنَطَقَ بِهِ الْقُرْآنُ وَأَنَّ رَسُوْلَ اللهِ قَالَ لَنَا وَنَحْنُ حَوْلَهُ: أَسْرَعُكُنَّ بِىْ لُحُوْقًا أَطْوَلُكُنَّ بَاعًا فَبَشَّرَهَا رَسُوْلُ اللهِ بِسُرْعَةِ لُحُوْقِهَا بِهِ، وَهِىَ زَوْجَتُهُ فِى الْجَنَّةِ-

---

৩৯. বুখারী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১২; আত-তাবাকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৮৬-৮৭।
৪০. ঐ, পৃঃ ৮৭।
৪১. আল-মুস্তাদরাক আলাছ ছহীহাইন, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৬।
৪২. আল-ইছাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, ৮ম জুয, পৃঃ ৯৩।
৪৩. আত-তাবাকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৮৬; আল-ইছাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, ৮ম জুয, পৃঃ ৯৩।
৪৪. আল-মুস্তাদরাক, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৭।
৪৫. আত-তারীখুল ইসলামী, ১ম ও ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫৯।

'আল্লাহ যয়নাব বিনতু জাহ্শ (রাঃ)-এর উপর রহম করুন। তিনি এ পৃথিবীতে যে সম্মান ও মর্যাদা পেয়েছেন তা আর কেউ লাভ করতে পারবে না। আল্লাহ তাকে তাঁর নবীর সাথে বিবাহ দিয়েছেন। এ সম্পর্কে কুরআন নাযিল হয়েছে।* আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পাশে ছিলাম। তিনি আমাদের বললেন, তোমাদের মধ্যে যার (দানের) হাত দীর্ঘ সে দ্রুত আমার সাথে মিলিত হবে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যয়নাবকে তাঁর সাথে দ্রুত মিলিত হওয়ার সুসংবাদ দেন এবং তিনি জান্নাতে তাঁর স্ত্রী হবেন এ সুখবরও প্রদান করেন'।[৪৬] এসব বৈশিষ্ট্যের কারণে তিনি নবী করীম (ছাঃ)-এর স্ত্রীদের উপর গর্ব করতেন এবং তিনি নিজেকে আয়েশা (রাঃ)-এর সমকক্ষ মনে করতেন।[৪৭]

ইলমে হাদীছে অবদানঃ

তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট থেকে ১০টি হাদীছ বর্ণনা করেন।[৪৮] তাঁর বর্ণিত হাদীছগুলি 'কুতুবুস সিত্তা'য় উল্লিখিত হয়েছে।[৪৯] তাঁর নিকট থেকে তাঁর ভাতিজা মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনে জাহ্শ, উম্মুল মুমিনীন উম্মু হাবীবা বিনতু আবু সুফিয়ান, যয়নাব বিনতু আবী সালমা, কুলছুম বিনতুল মুছত্বালিক প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেন। এছাড়া কাসেম ইবনু মুহাম্মাদ তাঁর নিকট থেকে মুরসাল সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[৫০]

ইন্তেকালঃ

যয়নাব বিনতু জাহ্শ (রাঃ) দ্বিতীয় খলীফা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর খিলাফত কালে ২০ হিজরীতে মতান্তরে ২১ হিজরীতে ৫৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।[৫১] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইন্তেকালের পর তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে যয়নাব বিনতু জাহ্শ (রাঃ) সর্বপ্রথম ইন্তেকাল করেন।[৫২]

জানাযা ও দাফনঃ

আরবের নিয়ম ছিল কোন লোক মারা গেলে তাকে দেখার জন্য মহিলা-পুরুষ সবাই সমবেত হ'ত। কিন্তু যয়নাব বিনতু জাহ্শ (রাঃ) মৃত্যুবরণ করলে ওমর (রাঃ) ঘোষণা দেন যে, যয়নাব (রাঃ)-এর আত্মীয় ছাড়া কেউ যেন তাঁকে দেখতে না আসে। তখন আসমা বিনতু উমাইস (রাঃ) বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আমি কি আপনাকে ঐ জিনিস দেখাব না যা আবিসিনিয়ার অধিবাসীরা তাদের মহিলাদের জন্য তৈরী করে থাকে? তিনি একটি কফিন বা লাশ বহনকারী খাট তৈরী করলেন এবং তার উপর কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলেন। ওমর (রাঃ) দেখে বললেন, এটা কতই না উত্তম এবং সুন্দর পর্দা ব্যবস্থা।[৫৩]

এরপর ওমর (রাঃ) সরকারী কোষাগার থেকে যয়নাব (রাঃ)-এর জন্য কাপড় পাঠান। ঐ কাপড় দিয়ে তাঁকে কাফন পরান হয়। অতঃপর ওমর (রাঃ) চার তাকবীরে তার জানাযার ছালাত পড়ান।[৫৪] তার জন্য 'বাক্বীউল গারক্বাদ' কবরস্থানের দারু আক্বীল ও দারু ইবনুল হানাফিয়্যার মধ্যবর্তী স্থানে এবং দারু আক্বীলের সন্নিকটে কবর খনন করা হয়। এটা ছিল অত্যন্ত গরমের দিন।[৫৫] কবর খননের সময় ওমর (রাঃ) খননকারীদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তখন তাদের উপর একটি তাবু টাঙ্গানোর নির্দেশ দেন। এটাই ছিল 'বাক্বীউল গারক্বাদে'র কোন কবরের উপর প্রথম তাবু টাঙ্গানো। সেদিন অত্যধিক গরম ছিল বলে খননকারীদের যাতে কষ্ট কম হয়, এজন্য ঐ তাবু টাঙ্গানো হয়েছিল।[৫৬]

যয়নাব (রাঃ)-এর ভাই আবু আহমাদ ইবনু জাহ্শ সহ অনেকে যয়নাব (রাঃ)-এর মৃতদেহ বা কফিন বহন করেছিলেন। যখন লাশ কবরে নামানো হয় তখন কবরের পার্শ্বে ওমর (রাঃ) সহ নেতৃস্থানীয় ছাহাবায়ে কেরাম দণ্ডায়মান ছিলেন। ওমর ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে জাহ্শ, উসামাহ, আবদুল্লাহ ইবনু আবু আহমাদ ইবনে জাহ্শ যয়নাব (রাঃ)-এর ভাগ্নে মুহাম্মাদ ইবনু ত্বালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ লাশ নামানোর জন্য কবরে নেমেছিলেন।[৫৭] এভাবে 'বাক্বীউল গারক্বাদ' নামক কবরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।[৫৮]

সমাপনীঃ

'উম্মুল মাসাকীন' ও 'মাফযাউল ইয়াতামা ওয়াল আরামিল' বা দুঃস্থদের মাতা এবং ইয়াতীম ও বিধবাদের আশ্রয়স্থল উপাধি খ্যাত উম্মুল মুমিনীন যয়নাব বিনতু জাহ্শ (রাঃ) ছিলেন পুত-পবিত্র চরিত্রের অধিকারী এক অতুলনীয়া মহিলা। জান্নাত লাভের মনোবাসনা নিয়ে তিনি অর্জিত সম্পদ অকাতরে নিঃস্ব-অসহায়দের মাঝে বিলিয়ে দিতেন বলে তিনি উক্ত উপাধি লাভ করতে পেরেছিলেন। এছাড়া দুনিয়ার প্রতি কোন আকর্ষণ এবং সম্পদের প্রতি কোন লোভ-লালসা বা মোহ তাঁর ছিল না। বরং আল্লাহ্র রেযামন্দি হাছিলের মাধ্যমে পরকালীন মুক্তি ও জান্নাত লাভই ছিল তাঁর একমাত্র ব্রত। এ জন্য অধিকাংশ সময় তিনি ইবাদত বন্দেগীতে কাটাতেন। বেশী বেশী ছিয়াম পালন এবং রাত জেগে তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করতেন। কারো প্রতি ঈর্ষাপরায়ন না হয়ে সকলের কল্যাণ কামনা করতেন। মোটকথা তিনি ছিলেন মানবতার জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। তাই তাঁর জীবনী থেকে ইবরাত হাছিল করে সে মোতাবিক চলতে পারলে আমাদের ইহ-পরকাল সুখ ও শান্তিময় হবে। আল্লাহ আমাদেরকে সে মোতাবিক চলার তাওফীক দিন- আমীন!

---

৪৬. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১৫; আত-তাবাকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৮৫।
৪৭. ঐ, পৃঃ ৮৪।
৪৮. ফাতহুল আল্লাম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৬।
৪৯. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১২।
৫০. আল-ইছাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, ৮ম জুয, পৃঃ ৯৩; তাহযীবুত তাহযীব, ১২শ' খণ্ড, পৃঃ ৩৭১, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১২।
৫১. ফাতহুল আল্লাম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৬; আল-ইছাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, ৮ম জুয, পৃঃ ৯৩।
৫২. তাহযীবুত তাহযীব, ১২শ খণ্ড, পৃঃ ৩৭১।
৫৩. আত-তাবাকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৮৮; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১২-২১৩।
৫৪. আত-তাবাকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৮৭।
৫৫. ঐ, পৃঃ ৮৬। ৫৬. ঐ, পৃঃ ৮৯।
৫৭. ঐ, পৃঃ ৯০।
৫৮. ফাতহুল আল্লাম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৬।

নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (রহঃ)

*নূরুল ইসলাম**

(২য় কিস্তি)

নওয়াবের দায়-দায়িত্ব হ'তে অবসর গ্রহণঃ

নওয়াব শাহজাহান বেগমের সাথে ছিদ্দীক্ব হাসানের দ্বিতীয় বিবাহ সভাষদবর্গ খুব একটা ভাল চোখে দেখেননি। স্বীয় আত্মজীবনীতে এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, 'কারণ এই ছিল যে, বেগম ছাহেবা রাষ্ট্রের কাজে আমার সহযোগিতা নেয়া শুরু করেছিলেন এবং আমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেছিলেন'।[৩০] শাহজাহান বেগমের সাথে নওয়াবের বিবাহের প্রথম দিকে শত্রুরা তাঁদেরকে হত্যা করার জন্য সকালের নাস্তায় বিষ প্রয়োগ করেছিল। কিন্তু মহান আল্লাহ্র অপার করুণায় সে যাত্রায় তাঁরা বেঁচে যান।[৩১] তাদের এ ষড়যন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত হ'লে দুষ্টচক্র ছিদ্দীক্ব হাসানের বিরুদ্ধে আদাজল খেয়ে মাঠে নেমে পড়ে। যেকোন মূল্যে তারা ছিদ্দীক্ব হাসানকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য বদ্ধপরিকর হয়। স্বীয় আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন, 'অধিকাংশ লোক দ্বীন ও দুনিয়ার ব্যাপারে আমার দুশমন ছিল। যখন কোন দিক দিয়েই তারা আমার উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হ'ল না, তখন চক্রান্তের মাধ্যমে কখনও আমাকে বিষ প্রয়োগের চেষ্টা করে। কখনও গোপনে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। কখনো জাদুকরের সাহায্য নিয়ে আমার উপরে জাদু করার চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের কোন কৌশল যখন সফল হ'ল না, তখন তারা আমার উপরে মাযহাবী তোহমত ও রাজ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগ এনে আমাকে পদচ্যুত করা এবং নিজেরা প্রাধান্য লাভের চেষ্টা করে। সবাই একত্রিত হয়ে 'মিথ্যা সাংবাদিকতা'র দ্বারা প্রচারণা চালায়। এরপরে আমার পারিবারিক ব্যাপারেও তারা ভিত্তিহীন আজগুবি সব প্রচারণা শুরু করে এবং প্রেস ও পত্রিকাসমূহের মাধ্যমে তা শহরে-গ্রামে সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়'।[৩২]

নওয়াব ছিদ্দীক্ব হাসানের বিরুদ্ধে বিরোধীরা যেসব মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগ এনেছিল সেগুলো ছিলঃ (১) লোকদেরকে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য অনুপ্রাণিত করা (২) 'ওয়াহ্হাবী' মতবাদের প্রচার-প্রসার ঘটানো (৩) রাণী শাহজাহান বেগম এবং ভাবী রাণী সুলতান জাহান বেগমের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করা (৪) রাজ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা (৫) ইমাম শাওকানীর তাক্বলীদ করা (৬) রাণী শাহজাহান বেগমকে অন্দর মহলে রেখে রাণীকে সহায়তার নামে রাজ্যের সমস্ত কর্তৃত্ব হস্তগত করা (৭) জায়গীর অধিগ্রহণ (৮) ভূমি পত্তনের আইনে কড়াকড়ি আরোপ প্রভৃতি।[৩৩]

মূলতঃ নওয়াবের বিরুদ্ধে আনীত এসব অভিযোগ ছিল সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তিনি এসব মিথ্যা অপবাদ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। স্বীয় আত্মজীবনীতে তিনি 'খেতাব ওয়া আলকাব কা ইনতিযা' শিরোনামে লিখেছেন, 'এসব অপবাদ আরোপের দ্বারা দুশমনদের উদ্দেশ্য স্রেফ এই ছিল যে, আমাকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া'।[৩৪]

অবশেষে দুশমনদের আশা পূরণ হ'ল। দীর্ঘ ১৫ বছর (১২৭১-১২৮৫ হিঃ) রাষ্ট্রীয় দায়-দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার সাথে পালন করে ১৪ই যুলক্বা'দা ১৩০২ হিজরী মোতাবেক ১৮৮৫ সালের ২৬ আগষ্ট তিনি নওয়াবের দায়-দায়িত্ব হ'তে অবসর গ্রহণ করেন।[৩৫]

জীবনের শেষ দিনগুলিঃ

নওয়াবের দায়-দায়িত্ব হ'তে অবসর গ্রহণের পর ছিদ্দীক্ব হাসানের জীবনে তিমির অমানিশা নেমে আসে। অত্যন্ত প্রতিকূল পরিবেশে অতিবাহিত হ'তে থাকে তাঁর দিনগুলি। তখন শহরে-নগরে যেখানেই কোন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হ'ত ছিদ্দীক হাসানের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করা হ'ত।[৩৬] শুধু তাই নয়, যখন তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগ আরোপ করা হ'ল তখন আত্মীয়-স্বজন ও অন্য কেউই তাঁর প্রতি সহানুভূতি দেখায়নি। প্রত্যেকেই তাঁর নাম এমনকি তাঁর ছায়া থেকেও দূরে সরতে থাকে এবং কেউ কখনো সৌজন্যবোধের খাতিরেও জিজ্ঞেস করেনি যে, 'তোমার কি অবস্থা'?[৩৭] এভাবে একাকী নিঃসঙ্গ অবস্থায় কাটতে থাকে তাঁর জীবনের শেষ দিককার বেদনাবিধুর দিনগুলি। স্বীয় আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন, '...এই বৎসর অর্থাৎ ১৩০৫ হিজরীতে এই শহরে (ভূপালে) আমার অবস্থানের মেয়াদ ৩৫ বছর হ'তে চলল। কিন্তু ভাল-মন্দ সকলেই যেন আমাকে এড়িয়ে চলতে চায়। কাউকেই আমি বন্ধু হিসাবে পেলাম না। যদিও আমি কারু প্রতি খারাপ ধারণা রাখি না বা বিদ্বেষ পোষণ করি না। আমি যেন এখানে কবির ভাষায়-

خلوت در أنجمن وسفر در وطن

---

* আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

৩০. ইবক্বাউল মিনান, পৃঃ ২২৫।
৩১. ঐ, পৃঃ ২৫০-৫১।
৩২. ঐ, পৃঃ ১১৫-১৬।
৩৩. ঐ, পৃঃ ২২৭, ২৪৭, ২৫৫-৫৬, ২৫৯; তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ, পৃঃ ২৪৯; আহলেহাদীছ আওর সিয়াসাত, পৃঃ ১৬৬।
৩৪. ইবক্বাউল মিনান, পৃঃ ২৪৭।
৩৫. ঐ, পৃঃ ১১৪, ২২৩, ২৪৭, ২৮২।
৩৬. ঐ, পৃঃ ২৭৮।
৩৭. ঐ, পৃঃ ২৩০।

'মজলিসের মধ্যেও একা এবং ঘরের মধ্যেও মুসাফির' অবস্থায় আছি।[৩৮] তিনি আরো লিখেছেন, 'আমি এখানকার (ভূপালের) পাষাণ হৃদয়ের লোকদের কাছ থেকে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যভাবে বড় কষ্ট পেয়েছি। কিন্তু আমার পক্ষ থেকে তারা কোন দুঃখ-কষ্ট পায়নি। যেসব অপবাদ তারা আমার উপর আরোপ করেছে প্রকৃতপক্ষে আমি তাথেকে নির্দোষ এবং এ ব্যাপারে 'মুবাহালা' করতেও প্রস্তুত আছি'।[৩৯]

জীবনের শেষ দিনগুলিতে তিনি বাদ মাগরিব থেকে এশা পর্যন্ত বড় ছেলে নূরুল হাসানকে হাদীছ, ফিক্বহুল হাদীছ ও তাফসীরের গ্রন্থাবলী পড়াতেন। এ দরসে দু'চারজন ছাত্রও অংশগ্রহণ করত। কিন্তু হিংসুকদের অপপ্রচারে সেই পাঠদানও বন্ধ হয়ে যায়।[৪০]

মৃত্যুর দুয়ারে ভূপালীঃ

নওয়াব ছিদ্দীক্ব হাসানের অন্যতম শিষ্য ও আমৃত্যু খাদেম মাওলানা যুলফিক্বার আহমাদ ভূপালী (মৃঃ ১৯২১ খৃঃ) বলেন, 'নওয়াব ছাহেবের জীবনের শেষ রচনা ছিল সাইয়িদ আব্দুল ক্বাদের জীলানী (৪৭০-৫৬১ হিঃ)-এর বিখ্যাত বই 'ফুতূহুল গায়েব'-এর অনুবাদ গ্রন্থ 'মাক্বালাতুল ইহসান'। বইটির মুদ্রণ শুরু হ'লে আমি ও তিনি উহার কপি মিলিয়ে দেখতে শুরু করি। মুদ্রণ সংশোধনীর সময় তিনি অসুস্থ ছিলেন। আমি এবং অন্য আরেকজন উহার সংশোধন তাঁর সামনে করি। তিনি 'শোথ' (দেহে পানির সঞ্চার হেতু ফোলা রোগ) রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। প্রচণ্ড কষ্ট পেয়েছেন। কিন্তু কখনো অধৈর্যসুলভ কোন কথা মুখ থেকে বের হয়নি। অসুস্থকালীন সময়ে রাতে আমি তার কাছে থাকতাম। রাতে তাঁর ঘুম আসত না। খাটের উপর কিবলামুখী হয়ে বসে থাকতেন। সামনে বালিশ রাখতেন। কখনো বালিশে মাথা দিতেন আবার কখনো মাথা উঠিয়ে নিতেন। এভাবে সারারাত কাটত। অসুস্থতার প্রচণ্ডতা হেতু লেখার শক্তি ছিল না। কিন্তু ইলমের প্রতি দুর্নিবার আগ্রহ হেতু তিনি আমাকে বললেন, 'ভাই! তুমি যেহেতু অন্য জায়গায় বসে লেখ সেহেতু আমার সামনেই লিখ। আমি সে সময় 'মিরআতুন নিসওয়ান' বইটি লিখছিলাম।

অবশেষে তাঁর সামনেই লিখতে শুরু করলাম। যোহর থেকে আছর পর্যন্ত তাঁর ঘরে লিখে বাড়ী ফিরতাম। এশার পরে পুনরায় এসে বাতি জ্বালিয়ে তাঁর সামনে লিখতাম। এতে তিনি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন। সে সময় কথাও বলতেন। বেশ কিছুদিন এভাবে থেকে এভাবে চলতে থাকে। কখনো তিনি বলতেন, 'মানুষ দু'প্রকারঃ এক প্রকার ঔষধের ন্যায়, যা অসুস্থতার সময় প্রয়োজন হয়। আর এক প্রকার খাদ্যের ন্যায়, যা সবসময় প্রয়োজন হয়। তুমি আমার নিকটে ২য় প্রকারের মানুষ'। অতঃপর যেদিন তাঁর বই ছাপা হয়ে গেল, সেদিন আমি দ্রুত এশার পরপরই এসে তাঁকে খবর দিলাম। তিনি খুবই খুশী হ'লেন। আর ঔষধ মুখে নিলেন না। হঠাৎ টুপীটা মাথা থেকে পড়ে গেল। পা দু'খানা বিছিয়ে দিলেন। এমতাবস্থায় আমার চোখের সামনেই এই ইলমী মহীরুহ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন'।[৪১] ১৩০৭ হিজরীর ২৯শে জমাদিউছ ছানী মোতাবেক ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী বুধবার দিবাগত রাত ১-৩৫ মিনিটে ৫৮ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। ১লা রজব বৃহস্পতিবার দুপুরের পূর্বে পারিবারিক গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।[৪২]

নওয়াবের মাযহাবঃ

স্বীয় আত্মজীবনীতে তিনি 'মেরা মাযহাব' (আমার মাযহাব) শিরোনামে বলেন যে, 'আমার নিকট ঐ মাযহাব পসন্দনীয় যা দলীলের দিক দিয়ে সর্বাধিক ছহীহ, শক্তিশালী ও নিরাপদ। আমি বিদ্বানদের রায়ের মুকাবিলায় কিতাব ও সুন্নাতের দলীল সমূহকে পরিত্যাগ করা কখনোই পসন্দ করি না'।[৪৩]

তিনি বলেন, 'আমি জানি যে, প্রচলিত চার মাযহাবের মধ্যে 'হক' বিদ্যমান আছে কিন্তু সীমায়িত নয়'।[৪৪] তিনি 'রাহে ই'তেদাল' (সোজা পথ) শিরোনামে বলেন, 'চার ইমামের মাযহাবের উপর পাণ্ডিত্য অর্জনের পর আমি আমার জন্য 'দলীল'-এর অনুসরণ করা পসন্দ করেছি। অর্থাৎ দলীলের দিক দিয়ে যে মাযহাব শক্তিশালী এবং ছহীহ, আমি সেটাকে গ্রহণ করি। চাই সে মাযহাব হানাফী, শাফেঈ, মালেকী বা হাম্বলী যাই হৌক'।[৪৫] তিনি 'মাযাহেবে আরবা'আ কা মুতালা'আহ' (চার মাযহাবের পর্যালোচনা) শিরোনামে বলেন, 'সুদক্ষ ওলামায়ে কেরামের কায়েদা মোতাবেক আমি প্রত্যেক মাযহাবের দলীলকে সূক্ষ্ম গবেষণার মানদণ্ডে পরিমাপ করেছি এবং যেই বক্তব্যকে দলীলের দৃষ্টিকোণ থেকে রাজেহ বা প্রাধান্যযোগ্য পেয়েছি তার সমর্থক হয়ে গেছি। অথচ এক মাযহাব ও তরীকার মুকাল্লিদরা দ্বীনের সংশ্রব ও বরকত থেকে বঞ্চিত রয়ে যায়। শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভীও স্বীয় 'আল-ইনছাফ ফী বায়ানি অসবাবিল ইখতেলাফ' গ্রন্থে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন'।[৪৬]

তিনি বলেন, 'ফক্বীহদের ফৎওয়া সমূহের মধ্যে বহু ইখতেলাফ রয়েছে। পক্ষান্তরে কিতাব ও সুন্নাতের প্রকাশ্য ও স্পষ্ট হুকুম সমূহের মধ্যে কোন ইখতেলাফ নেই, নেই

৩৮. ঐ, পৃঃ ২৩৮।
৩৯. ঐ, পৃঃ ২৭৯।
৪০. ঐ, পৃঃ ২৮৮।
৪১. ঐ, পৃঃ ৩৫০-৫২।
৪২. ঐ, পৃঃ ৩৫২; তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ, পৃঃ ২৫০; আহলেহাদীছ আওর সিয়াসাত, পৃঃ ১৬৬।
৪৩. ইবক্বাউল মিনান, পৃঃ ৮৪।
৪৪. ঐ, পৃঃ ৮৭।
৪৫. ঐ, পৃঃ ৮৮।
৪৬. ঐ, ৮৭-৮৮।

কোন সন্দেহ-সংশয়’।[৪৭]

পূর্বেকার বহু বিদ্বান সামাজিক অনুদারতা ও রাজনৈতিক সংকীর্ণতার কারণে বিভিন্ন ফিক্বহী মাযহাবের দিকে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে পরিচিত ছিলেন। একারণে আইম্মায়ে মুহাদ্দেছীনকে অনেকে ‘শাফেঈ’ বলেন। অথচ তাঁরা মুজতাহিদ ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যতীত অন্য কারু মুকাল্লিদ ছিলেন না। তাঁদের মাযহাব ছিল ‘আমল বিল হাদীছ’ (হাদীছের প্রতি আমল)। মোদ্দাকথা এই যে, দ্বীনের মধ্যে যেসব ফিৎনা এসেছে তা সবই মূর্খ মুকাল্লিদগণের পক্ষ থেকেই এসেছে’ الغرض دين ميں جو فتنه هى آيـا هـے اهى جهال مقلدين كى طرف سے آيا هـــــے-[৪৮]

তিনি বলেন, ‘গোরপূজারী ও পীরপূজারীরা তাওহীদপন্থীদের জানী দুশমন হয় এবং মুক্বাল্লিদ ব্যক্তি সুন্নাতের অনুসারীদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে থাকে’।[৪৯] তিনি ‘রাহে ই’তেদাল’ শিরোনামে স্বীয় আত্মজীবনীতে বলেন, ‘আমি বিভিন্ন রায় ও মাযহাবসমূহকে কিতাব ও সুন্নাতের মানদণ্ডে যাচাই করি। যেটা তার অনুকূলে পাই সেটা গ্রহণ করি। যেটা দূরবর্তী ‘তাবীল’ বা দুর্বল কারণ প্রদর্শনের মাধ্যমে সাব্যস্ত করা হয় সেটা পসন্দ করি না। যদিও তার সমর্থক বড় কোন আলেম বা শায়খ হৌন না কেন। কেননা হক-ই সবচাইতে বড় বিষয় এবং আমাদের তরীকা হ’ল কিতাব ও সুন্নাতের অনুসারী হওয়া’।[৫০]

তিনি বলেন, ‘আমার আক্বীদা মোতাবেক আমি কোন ব্যক্তির মু’তাক্বিদ নই। বিশেষ করে ঐসব পীর-ফকীর ও মাশায়েখের তো মোটেই নই, যারা মূর্খতার এই যুগে দোকানদারী করে চলেছে। ঐসব আহমকরা এতটুকুও খেয়াল করেনি যে, আমি তো একজন প্রসিদ্ধ **আহলেহাদীছ** (ميں تو مشهور أهل حديث هـــون) এবং ‘তাকভিয়াতুল ঈমান’ ও ‘রাসায়েলে তাওহীদ’-এর অনুসারী।[৫১] শী‘আ হুকুমতের সময়ে দুনিয়ার লোভে বহু সম্ভ্রান্ত লোক শী‘আ হয়ে যান। আল্লাহ তা‘আলা আমার বাবাকে খালেছ সুন্নী ও মুহাম্মাদী বানিয়েছেন। এই দেশে ‘আহলেহাদীছ’ খুব কম হয়েছেন। কিছু সংখ্যক আলেম ও সূক্ষ্মতত্ত্ববিদ যাঁরা সুন্নাতের পাবন্দ (عامل بالسنة) ছিলেন, তাঁরা যুগের সাথে তাল রেখে ফিকহের আড়াল হয়েছেন (وه مصلحت وقت كى پيش نظر مستتر بالفقه رهـــے)।[৫২] সঠিক ও সাচ্চা মুক্বাল্লিদ তো তারাই যারা ইমামগণের হক নির্দেশের পায়রবী করে। তারা নয় যারা এর বিরোধিতা করে’।[৫৩] তিনি বলেন, ‘আমি তাক্বলীদকে নয় বরং দলীলকে মাযহাব বলে থাকি। কিন্তু লোকেরা তাক্বলীদের দৃষ্টিকোণ থেকে আমাকে দোষারোপ করে থাকে’।[৫৪]

নওয়াব ছিদ্দীক্ব হাসান খান ভূপালী রচিত আত্মজীবনী ‘ইবক্বাউল মিনান বি-ইলক্বাইল মিহান’ হ’তে উদ্ধৃত উপরোক্ত বক্তব্যগুলি পর্যালোচনা করলে একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, তিনি প্রচলিত চার মাযহাবের কোন একটির নির্দিষ্টভাবে মুক্বাল্লিদ ছিলেন না। বরং নিরপেক্ষভাবে ছহীহ হাদীছের অনুসারী একজন খাঁটি আহলেহাদীছ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কুরআন-সুন্নাহর তুলাদণ্ডে পরিমাপ করে যে মতটি সর্বাধিক বিশুদ্ধ প্রমাণিত হ’ত, তিনি দ্বিধাহীনচিত্তে অবনতমস্তকে তা মেনে নিতেন। যা আহলেহাদীছদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যঃ

বাল্যকাল থেকেই তিনি নম্র-ভদ্র ও সহজ-সরল স্বভাবের ছিলেন। হিংসা-বিদ্বেষ, ঝগড়া-ঝাটি, অহংকার, অতিমাত্রায় লোভ প্রভৃতি বদগুণ থেকে তিনি সর্বদা নিজেকে দূরে রাখতেন। স্বীয় আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন, ‘আমার মনে নেই যে, আমি কখনো কাউকে প্রহার করেছি অথবা কাউকে গালি দিয়েছি বা কাউকে তার মুখের সামনে নরম-গরম কথা বলেছি বা শত্রুদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা করেছি’।[৫৫] তিনি লিখেছেন, ‘শৈশব থেকে অদ্যাবধি কখনো কোন সুস্বাদু খাবার, দামী পোষাক বা উত্তম বাহন ও অন্য কিছুর আগ্রহ জন্মায়নি। যা পেয়েছি খেয়ে নিয়েছি, যা হাতে এসেছে পরিধান করে নিয়েছি’।[৫৬] তিনি আরো বলেন, ‘আমার সামনে আমার দুশমন এলেও আমি তার সাথে উত্তম আচরণ করতাম এবং নম্রস্বরে কথা বলতাম। সে ওযর পেশ করলে লজ্জিত হ’তাম এবং নিজে দ্বীন ও দুনিয়ার ব্যাপারে কারো সাথে শত্রুতা পোষণ করি না’।[৫৭]

আমৃত্যু বইয়ের পোকা ছিলেন তিনি। সর্বদা অধ্যয়ন ও লেখালেখির মধ্য দিয়ে তাঁর সময় অতিবাহিত হ’ত। এমনকি ১২৮৫ হিজরীতে হজ্জের সফরেও তিনি গমনাগমন ও মক্কা-মদীনায় অবস্থানকালে অধ্যয়ন ও গ্রন্থ কপি করাতে ব্যস্ত থাকেন। স্বীয় আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন, ‘রওয়ানা হওয়ার সময় জাহাজে ‘ছারেম মুনকী’ স্বহস্তে লিখেছি। অতঃপর ‘হাদীদাহ’ (ইয়েমেনের একটি অঞ্চল) পৌঁছে সেখানে ১৮ দিন অবস্থানকালে সাইয়িদ ইসমাঈল শহীদ ও অন্যদের ২০/২৫টি রিসালা (পুস্তিকা) নিজ হাতে

৪৭. ঐ, পৃঃ ৮৪।
৪৮. ঐ, পৃঃ ৮৫।
৪৯. ঐ, পৃঃ ১৮১।
৫০. ঐ, পৃঃ ৯১।
৫১. ঐ, পৃঃ ২৮৯-৯০।
৫২. ঐ, পৃঃ ১৫২।
৫৩. ঐ, পৃঃ ১৫৩।
৫৪. ঐ, পৃঃ ৭৮।
৫৫. ঐ, পৃঃ ১০৬।
৫৬. ঐ, পৃঃ ১১০।
৫৭. ঐ, পৃঃ ১৮০।

কপি করেছি। মিনা এবং আরাফাতের ময়দানেও অবসর সময়ে লিখেছি। ফিরতি পথে জাহাজে 'সুনানে দারেমী' কপি করেছি। এই সফরে আমি হাদীদা ও হারামাইন শরীফাইন থেকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিদ্বানগণের বহু মূল্যবান গ্রন্থ ক্রয় করেছি। মক্কা মুকাররমায় 'আস-সিয়াসাতুশ শারঈয়্যাহ' কপি করেছি।[৫৮] তিনি বলেন, 'ইলমে দ্বীনের মুহাব্বত ছাড়া আর অন্য কিছুর মুহাব্বত আমার মনের উপর কর্তৃত্বশীল নেই। যেদিন কোন গ্রন্থ অধ্যয়ন বা লিপিবদ্ধ করার সুযোগ হ'ত না, সেদিন আমি যেন অসুস্থ হয়ে পড়তাম। একারণেই সমকালীন ওলামায়ে কেরামের তুলনায় আমার রচনাবলীর সংখ্যা বেশী'।[৫৯]

তিনি বলেন, 'আমার রুটিন এই ছিল যে, কাজের সময় বৈঠকখানায় বসতাম। দিবারাত্রির বাকী সময় ইলম অর্জন ও লেখনীর ব্যস্ততায় কাটাতাম'।[৬০] তিনি আরো বলেন, 'এমন কোন গ্রন্থ নেই যা রচিত হয়েছে বা প্রকাশিত হয়েছে বা আরব ও অনারবের শহরগুলিতে পাওয়া গেছে তা আমার অধ্যয়নের আওতায় আসেনি'।[৬১] মাওলানা মুহাম্মাদ জা'ফর শাহ ফলওয়ারী বলেন, 'নওয়াব ছাহেব যখন কোন এলাকায় সফর করতেন, তখন পাল্কীতে পরিভ্রমণ করতেন এবং পাল্কীতে দোয়াত-কলম, কাগজ এবং বইপত্র নিজের সাথে রাখতেন। যথাসম্ভব সময় নষ্ট হ'তে দিতেন না। সফরের সময়ও বই পড়তেন এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী নোট করে নিতেন'।[৬২]

তিনি তোষামদি মোটেও পছন্দ করতেন না। স্বীয় আত্মজীবনীতে তিনি 'খোশামদ সে নাফরাত' শিরোনামে লিখেছেন, 'আল্লাহ আমাকে লোকদের তোষামদ থেকে নিরাপদ রেখেছেন। কখনো কোন বন্ধু বা শত্রুর তোষামদ করিনি। বরং প্রত্যেকের সাথে স্বাভাবিক আচরণ করেছি। তাতে কেউ খুশী হোক বা নাখোশ হোক'।[৬৩]

তিনি অত্যন্ত সাদাসিধে জীবন যাপন করতেন। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ দায়িত্বে নিয়োজিত হয়ে বস্তুগত উন্নয়নের শীর্ষে আরোহণ করা সত্ত্বেও তিনি ভোগ-বিলাসের সমুদ্রে গা ভাসিয়ে দেননি। অনেক সময় তিনি নিজ হাতে তালি লাগিয়ে কাপড় পরিধান করতেন। এমনকি নিজ হাতে জুতাও সেলাই করতেন। নওয়াব শাহজাহান বেগম এ ব্যাপারে টিটকারি করলে তিনি দৃঢ়তার সাথে বলতেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত আদায় করার ব্যাপারে খুশী থাকা উচিত, অখুশী নয়'।[৬৪]

[চলবে]

---

৫৮. ঐ, পৃঃ ১২৬-২৭।
৫৯. ঐ, পৃঃ ১৪৬।
৬০. ঐ, পৃঃ ২৫২।
৬১. ঐ, পৃঃ ৩২১।
৬২. ঐ, পৃঃ ৩৩৮।
৬৩. ঐ, পৃঃ ১৯৮।
৬৪. ঐ, পৃঃ ৩৩৯।

লেখকদের প্রতি আরয!

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে সমাজ গড়ার লক্ষ্যে সাহিত্যাঙ্গনে সাহসী পদক্ষেপ নিয়ে মাসিক **'আত-তাহরীক'** সনৈঃ সনৈঃ অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে। বিজ্ঞ ও সংস্কারমনা ইসলামপন্থী লেখক, কবি ও সাহিত্রিক ভাইদের নিকট থেকে আমরা আন্তরিকভাবে লেখা আহ্বান করছি।

মাননীয় লেখককে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখার জন্য অনুরোধ রইল

১. পবিত্র কুরআন, ছহীহ হাদীছ, বিশ্বস্ত ইতিহাস ও জীবনী গ্রন্থ, হাদীছ ভিত্তিক ফিক্হ গ্রন্থ ও আধুনিক বিজ্ঞান ইত্যাদির ভিত্তিতে লেখা উন্নতমানের ও গবেষণাধর্মী হ'তে হবে।
২. লেখায় তথ্যসূত্র থাকতে হবে। টীকায় লেখকের নাম, বইয়ের নাম, মুদ্রণের স্থান ও তারিখ এবং অধ্যায়, খণ্ড ও পৃষ্ঠা সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে।
৩. সুন্দর হাতের লেখা, নির্ভুল বানান ও লাইনের মাঝে যথেষ্ট ফাঁকা রাখতে হবে অথবা ডাবল স্পেসে টাইপকৃত এবং সংক্ষিপ্ত হ'তে হবে।
৪. অনুবাদের সাথে মূল কপি পাঠাতে হবে।
৫. মহিলাদের ও সোনামণিদের পাতায় প্রবন্ধ, শিক্ষামূলক ছোট গল্প, ছড়া, ছোট কবিতা, সামাজিক নাটক ইত্যাদি সানন্দে গৃহীত হবে। লেখার সাথে লেখক-এর বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশা সহ বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা পাঠাতে হবে।

বিশ্বনবী (ছাঃ) কি নূরের তৈরী?

*মুহাম্মাদ গিয়াছুদ্দীন**

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দিয়ে। তিনি নিজেই বলেন,

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلاً وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ-

'তিনি তোমাদেরকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর নির্দিষ্টকাল নির্ধারণ করেছেন। আর অপর নির্দিষ্টকাল আল্লাহ্র কাছে রয়েছে। তথাপি তোমরা সন্দেহ কর' *(আন'আম ২)*।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنِّى خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ-

'আমি মাটি দিয়ে মানুষ সৃষ্টি করব' *(ছোয়াদ ৭১)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّاخَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِيْنٍ لاَزِبٍ-

'আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, তাদেরকে সৃষ্টি করা কি কঠিনতর, না আমি অন্য যা কিছু সৃষ্টি করেছি তা? আমিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এঁটেল মাটি থেকে' *(ছাফ্ফাত ১১)*।

এই মর্মে আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَاب ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوْا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُيُوْخًا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُتَوَفَّى من قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوْا أَجَلاً مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ-

'তিনিই তো তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটির দ্বারা, অতঃপর শুক্রবিন্দু দ্বারা, এরপর জমাট রক্ত দ্বারা, তারপর তোমাদেরকে বের করেন শিশুরূপে, অতঃপর তোমরা যৌবনে পদার্পণ কর, অতঃপর বার্ধক্যে উপনীত হও। তোমাদের কারো কারো এর পূর্বে মৃত্যু ঘটে এবং তোমরা নির্ধারিত কালে পৌঁছ তোমরা যাতে অনুধাবন কর' *(মুমিন, ৬৭)*।

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, মানুষ মাটির তৈরী। নবী-রাসূলগণও মাটির তৈরী। বিশ্বনবী (ছাঃ) মাটির তৈরী আমাদের মত মানুষ ছিলেন। তিনি নূরের তৈরী ছিলেন না। এ সম্পর্কে নিম্নে কুরআনের কিছু আয়াত ও হাদীছ পেশ করা হ'লঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحَى إِلَىَّ أَنَّمَاإِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَّلاَيُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا-

'আপনি বলুন! আমিও তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহই কেবল একক ইলাহ। অতএব যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরীক না করে' *(কাহ্ফ ১১০)*।

وَقَالُوْا مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلُ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِى فِى الْأَسْوَاقِ لَوْلاَ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُوْنَ مَعَهُ نَذِيْرًا، أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُوْنُ لَهُ جَنَّةٌ يَّأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُوْنَ إِنْ تَتَّبِعُوْنَ إِلاَّ رَجُلاً مَسْحُوْرًا-

'তারা বলে, এ কেমন রাসূল যে, আহার করে এবং হাট-বাজারে চলাফেরা করে? তাঁর কাছে কেন কোন ফেরেশতা নাযিল করা হ'ল না? যে তার সাথে সতর্ককারী হয়ে থাকত? অথবা তিনি ধনভাণ্ডার প্রাপ্ত হ'লেন না কেন? অথবা তাঁর একটি বাগান নেই কেন, যা থেকে তিনি আহার করতেন? যালিমরা বলে, তোমরা একজন যাদুগ্রস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করছ' *(ফুরক্বান ৭-৮)*।

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُّؤْمِنُوْا إِذْ جَاءَ هُمُ الْهُدٰى إِلاَّ أَنْ قَالُوْا أَبَعَثَ اللهُ بَشَرًا رَّسُوْلاً- قُلْ لَوْ كَانَ فِى الْأَرْضِ مَلاَئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُوْلاً-

'(আল্লাহ্র পক্ষ থেকে) হিদায়াত আসার পরও এমন একটি ধারণাই লোকজনকে ঈমানের পথ থেকে বিরত রেখেছিল যে, তারা বলত রক্ত মাংস বিশিষ্ট একজন মানুষকে কি আল্লাহ পাক তাঁর দূতরূপে প্রেরণ করেছেন? বলুন, যদি পৃথিবীর বুকে ফেরেশতারা স্বাচ্ছন্দে বিচরণ করত, তবে অবশ্যই আমি আকাশ থেকে কোন ফেরেশতাকেই তাদের নিকট রাসূলরূপে প্রেরণ করতাম' *(বনী ইসরাঈল ৯৪-৯৫)*।

قَالُوْا إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيْدُوْنَ أَنْ تَصُدُّوْنَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُوْنَا بِسُلْطَانٍ مُّبِيْنٍ- قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَّحْنُ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلٰكِنَّ اللهَ يَمُنُّ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَاكَانَ لَنَا أَنْ نَّأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ وَ عَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ-

* *আটমূল, শিবগঞ্জ, বগুড়া।*

'তারা (অবিশ্বাসীরা) বলত, তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ। তোমরা আমাদেরকে ঐ উপাস্য থেকে বিরত রাখতে চাও, যার ইবাদত আমাদের পূর্বপুরুষগণ করত। অতএব তোমরা কোন প্রকাশ্য প্রমাণ আনয়ন কর। তাদের রাসূলগণ তাদেরকে বললেন, আমরাও তোমাদের মত মানুষ, কিন্তু আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যার উপরে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। আল্লাহ্র নির্দেশ ব্যতীত তোমাদের কাছে প্রমাণ নিয়ে আসার ক্ষমতা আমাদের নেই। ঈমানদারদের আল্লাহ্র উপরই ভরসা করা চাই' *(ইবরাহীম ১০-১১)*।

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوْا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ- ذَالِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوْا أَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا فَكَفَرُوْا وَتَوَلَّوْا وَّاسْتَغْنَى اللهُ-

'তোমাদের পূর্বে যারা কাফের ছিল, তাদের বৃত্তান্ত কি তোমাদের কাছে পৌঁছেনি? তারা তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করেছে এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। এটা এ কারণে যে, তাদের রাসূলগণ প্রকাশ্য নিদর্শনাবলীসহ আগমন করলে তারা বলত, মানুষই কি আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করবে? অতঃপর তারা কাফের হয়ে গেল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল। এতে আল্লাহ্র কিছু আসে যায় না' *(তাগাবুন ৫-৬)*।

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّىْ هَلْ كُنْتُ إِلاَّ بَشَرًا رَّسُوْلاً-

আপনি বলুন! আমার পালনকর্তা পবিত্র, একজন মানুষ ও আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রেরিত একজন রাসূল বৈ আমি কে?' *(বনী ইসরাঈল ৯৩)*।

মানুষের জন্য মানুষেরই নবী হওয়া যুক্তিসঙ্গত। মানুষের জন্য মানুষকে নবী হিসাবে প্রেরণের পেছনেও আল্লাহ পাকের একটা সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্ব নিহিত রয়েছে। সমজাতি ছাড়া জাতির রাহ্বার বা পথ প্রদর্শক হওয়া যুক্তিবিরুদ্ধ। কোন ফেরেশতাকে নবী হিসাবে পাঠালে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন করত যে, এমন প্রকৃতির নবীর জীবন-যাত্রা কি আমাদের মত সাধারণ মানুষের পক্ষে অনুসরণ করা সম্ভব? যাদের ক্ষুৎ-পিপাসা নেই, কামনা বাসনা নেই, ঘর-সংসার নেই, সাংসারিক ও পারিবারিক দায়-দায়িত্ব নেই, তাদের অনুসরণ করা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। কিন্তু নিজেদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি যখন মানবীয় প্রকৃতির পূর্ণ অধিকারী হয়েও আল্লাহ্র নির্দেশাবলীর যথাযথ আনুগত্য করে চলবে তখন সকল আপত্তির ধূম্রজাল ছিন্ন হয়ে যাবে। ফলে যাকে নবী হিসাবে প্রেরণ করা হবে তাঁর এবং যে জাতির নিকট প্রেরণ করা হবে এতদুভয়ের মধ্যে অবশ্যই পারস্পরিক মিল থাকতে হবে। ফেরেশতাদের সাথে ফেরেশতাদের সম্পর্ক। মানুষের সাথে সম্পর্ক মানুষের। সুতরাং মানুষের জন্যই যখন রাসূল প্রেরণ উদ্দেশ্য তখন কোন মানুষকেই রাসূল নির্ধারণ যুক্তিসঙ্গত। এমতবস্থায় সাধারণ মানুষের প্রতি রিসালাতের উদ্দেশ্য একমাত্র মানুষের মাধ্যমেই পূর্ণ হ'তে পারে। অন্য কোন প্রজাতির মাধ্যমে নয় *(মাসিক আত-তাহরীক, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী-২০০০, পৃঃ ২৯-৩০)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একজন মানুষ ছিলেন। তিনি নূরের তৈরী ছিলেন না। কেননা তিনি নিজেই বলেন,

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِنِى الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ أَنْ يَكُوْنَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَأَقْضِى لَهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِىَ قِطْعَةٌ مِّنَ النَّارِ فَلْيَحْمِلْهَا أَوْ يَذَرْهَا-

'নিঃসন্দেহে আমি একজন মানুষ। আমার কাছে অনেকে বাদী হয় বিচার মীমাংসার উদ্দেশ্যে। হ'তে পারে তাদের কেউ কেউ তার বাকপটুতা দ্বারা আমার কাছে এমনভাবে তার দাবীকে প্রতিষ্ঠা করে যে, আমি ধারণা করি, সে তার দাবীতে সত্যবাদী। ফলে আমি কোন মুসলমানের প্রাপ্য হক্ব তাকেই দিয়ে দেই। এটা হচ্ছে এক খণ্ড অগ্নি শলাকা স্বরূপ, হয় সে আগুন বহন করবে, না হয় তাকে সে লব্ধ হক্ব অন্যায়ভাবে ছেড়ে দিতে হবে' *(মুসলিম ২/৭৪ পৃঃ)*।

কুরআনের আয়াত ও হাদীছ থাকতেও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নূরের তৈরী ছিলেন মর্মে অনেক জাল হাদীছ রচিত হয়েছে। যেমনঃ

أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ نُوْرَ نَبِيِّكَ يَا جَابِرُ-

'হে জাবের! সর্বপ্রথম তোমার নবীর নূর সৃষ্টি করা হয়েছে'। এ হাদীছটি ভিত্তিহীন ও বাতিল। এই হাদীছের উপর ভিত্তি করে অনেকে বলে যে, নূরে মুহাম্মাদীকে প্রথম সৃষ্টি করা হয়েছে। অথচ সে কথা দলীল বিহীন ও ভিত্তিহীন *(সিলসিলা ছহীহা ১/১/২৫৭, ১/২/৮২০, হা/১৩৩, ৪৫৮; মাসিক আত-তাহরীক ৭ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা পৃঃ ৪)*।

إِنَّ اللهَ قَبَضَ مِنْ نُّوْرِ وَجْهِهِ قَبْضَةً نَظَرَ إِلَيْهَا فَعَرِقَتْ وَدَلَقَتْ فَخَلَقَ مِنْ كُلِّ قَطْرَةٍ نَبِيًّا وَاَنَّ الْقَبْضَةَ كَانَتْ هِىَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ إِنَّهُ بَقِىَ كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ-

'আল্লাহ তা'আলা স্বীয় চেহারার নূর থেকে এক মুষ্টি নূর নিলেন। অতঃপর তার দিকে তাকালেন সে আল্লাহকে চিনল এবং তার থেকে আলোক রশ্মি ছড়িয়ে পড়ল। তার প্রত্যেক টুকরা থেকে একজন নবী সৃষ্টি করলেন। নূরের সেই মুষ্টিটি ছিল বস্তুত নবী করীম (ছাঃ)। তিনি উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে বিদ্যমান ছিলেন'। হাদীছ বিশারদগণের ঐক্যমতে হাদীছটি জাল *(ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ ১৮/৩৬৬, ৩৬৭; আল আহাদীছুয যঈফাহ ওয়াল বাতিলাহ, পৃঃ ৫১; মাসিক আত-তাহরীক, ৭ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা পৃঃ ৪)*।

মোটকথা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নূরের তৈরী ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন মাটির মানুষ। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে হেদায়েত দান করুন- আমীন!!

শ্বাসকষ্ট পরিমাপে স্পাইরোমিটার

বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞ হিসাবে আমরা সাধারণত যখনই বহুদিনের পুরানো শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত রোগীকে কি কি ওষুধ খাচ্ছেন জিজ্ঞেস করি, সোজা উত্তর পাই, উপশমকারী ওষুধের মধ্যে সালবিউটামল, ভেনটোলিন, সালটোলিন, সালমোলিন ইত্যাদি এবং বাধাদানকারী ওষুধের মধ্যে ওরাডেক্সোন, প্রেডনোসলিন, বেটনেলিন ইত্যাদি। এদের কেউ কেউ আসলে এ ওষুধগুলো গ্রহণ করে উপকার পাচ্ছেন। আবার অনেকেই বলেন, দীর্ঘদিন ওষুধ খেয়েও খুব একটা উপকার পাচ্ছেন না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে- ওষুধ খাচ্ছেন, খুব বেশী উপকার পাচ্ছেন না, ওষুধ কিনতে টাকা খরচ হচ্ছে এমনকি দীর্ঘদিন এ ওষুধ গ্রহণ করার ফলে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ারও ঝুঁকি থাকছে। এর সমাধান একটিই- সঠিক রোগ নির্ণয় এবং সুচিকিৎসার ব্যবস্থা। ফুসফুসে শ্বাসকষ্টের কারণ ও ধরন নির্ণয়ে দেরীতে হ'লেও ইদানীং আমাদের দেশে **স্পাইরোমিটার** নামক একটি যন্ত্র বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞগণ ব্যবহার করা শুরু করেছেন। এর সাহায্যে প্রতিবার শ্বাসক্রিয়ার বায়ুপথে যে পরিমাণ বায়ু ফুসফুসে গৃহীত হয় ও পরিত্যক্ত হয় তার পরিমাপ করা যায়। বুঝতে পারা যায় যে, ফুসফুস কি পরিমাণ বিস্তৃত হচ্ছে। একে ভাইটাল ক্যাপাসিটি বা জীবনী শক্তির মান বলা হয়।

থার্মোমিটার দিয়ে যেমন রোগীর জ্বর পরিমাপ করা যায়, হৃদরোগীদের ক্ষেত্রে যেমন বহুদিন ধরে ইসিজি পরীক্ষা ব্যবহৃত হয়ে আসছে, তেমনি হাঁপানি ও অন্যান্য ফুসফুসে শ্বাসকষ্টজনিত রোগের জন্য ইদানীং আমাদের দেশে স্পাইরোমিটারের মাধ্যমে স্পাইরোমেট্রি পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। এ পরীক্ষার পরে আমরা জানতে পারি রোগীর শ্বাসনালীর সরু হবার জন্য শ্বাসকষ্ট হচ্ছে কি-না এবং তা স্বল্পমেয়াদী হ'লে উপশমকারী ওষুধের মাধ্যমে রোগী অল্প সময়ে উপকার পাবেন। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী শ্বাসকষ্টের বেলায় অনেক সময়ে বাধাদানকারী ওষুধের কার্যকারিতা খুব বেশী হয় না এবং ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার ঝুঁকিও থাকে অনেক বেশী। তাই সঠিক রোগ নির্ণয়ের কোন বিকল্প নেই। এ পরীক্ষা করে আমরা দীর্ঘদিন ধূমপায়ীদের শ্বাসনালীর উপর ক্ষতির পরিমাপ করতে পারি। শ্বাসকষ্ট রোগী অপারেশন করার পূর্বে ফুসফুসের কর্মক্ষমতা পরিমাপ করা যায়, এমনকি ফুসফুসের রোগ ব্যতীত শরীরের অন্যান্য অংশে রোগের কারণে যে শ্বাসকষ্ট হ'তে পারে তা জানা যায়।

এ পরীক্ষার জন্য কোন বিশেষ পূর্ব প্রস্তুতির প্রয়োজন হয় না। সাত থেকে দশ মিনিটের মধ্যে এই পরীক্ষাটি বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞ তথা অন্যান্য অভিজ্ঞ চিকিৎসকরা তাদের চেম্বারেই সারতে পারেন। হাঁপানি, ক্রনিক ব্রংকাইটিস ও অন্যান্য শ্বাসকষ্টের রোগীরা যারা শ্বাসকষ্ট হ'তে উপশম পাবার জন্য সালবিউটামল জাতীয় ইনহেলার ব্যবহার করে থাকেন, তাদের স্পাইরোমেট্রি পরীক্ষা করার জন্য ন্যূনতম ৬ ঘন্টা পূর্ব থেকেই ইনহেলার ব্যবহার বন্ধ করার জন্য পরামর্শ দেয়া ভাল। সম্ভব না হ'লে কখনো রোগ নির্ণয়ের জন্য রোগী ইনহেলার ব্যবহার করে এলেও চেম্বারে পরীক্ষা করে রোগ নির্ণয় করা যেতে পারে। ফুসফুসের কোন সংক্রামক প্রধানতঃ যক্ষ্মা রোগের জন্য শ্বাসকষ্ট হ'লে অবশ্যই বুকের এক্স-রে করে এ ক্ষেত্রে স্পাইরোমেট্রি না করার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। স্বল্প খরচে প্রাপ্ত এ পরীক্ষাটি বর্তমানে বক্ষব্যাধি তথা অন্যান্য চিকিৎসকের মাঝে দিনে দিনে পরিচিত ও অধিক হারে ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলে এ পরীক্ষার মাধ্যমে চিকিৎসকরা যেমন শ্বাসকষ্টের রোগ নির্ণয় ও সঠিক পরিমাপ করে চিকিৎসা দিচ্ছেন তেমনি শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত রোগীরা সুচিকিৎসা লাভ করতে পারছেন।

** অধ্যাপক ডাঃ মোঃ আতিকুর রহমান*
অধ্যাপক, রেসপিরেটরী মেডিসিন
জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা।

আলঝ্যাইমারসঃ স্মরণশক্তি লোপ রোগ

'আলঝ্যাইমারস' একটি মারাত্মক ও ক্রনিক (দীর্ঘস্থায়ী ও অনিরাময়যোগ্য) রোগ, যা মানুষের মস্তিষ্ক আক্রমণ করে এবং ধীরে ধীরে কর্মক্ষমহীন করে ফেলে। এটি একটি প্রগ্রেসিভ (ক্রমশঃ অধিকতর খারাপের দিকে অগ্রসর হওয়া) রোগ, যার প্রক্রিয়া ৫ থেকে ২০ বছর ধরে চলতে থাকে এবং এমন একটি সময় আসে যখন এই রোগীরা তাদের প্রাত্যহিক সকল কাজের (যেমন খাওয়া, গোসল করা ও বাথরুম ব্যবহার করা) জন্য অন্যের উপর সার্বক্ষণিক নির্ভর করতে হয়। সুতরাং রোগীর পরিবার বা দেখা-শুনাকারীর উপর এই রোগের মানসিক প্রভাব অনেক বেশী। প্রতি বছর ১ (এক) লক্ষ মানুষ এ রোগে আক্রান্ত হয়। বড়দের মৃত্যুর চতুর্থ প্রধান কারণ এই রোগ।

কারণঃ আলঝ্যাইমারস রোগের নির্দিষ্ট কোন কারণ জানা যায়নি। তবে এটা কোন সংক্রামক ব্যাধি নয়। নিম্নোক্ত কিছু কারণ এই রোগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেঃ

১. **বয়সঃ** বয়সই এ রোগের সবচেয়ে সুস্পষ্ট ও প্রধান কারণ। ৬৫ বছর বয়সের উপরের শতকরা ৫ ভাগই এ রোগে আক্রান্ত হয়। যদিও ৮৫ বছরের উপরে শতকরা ৫০ জনেরই এ রোগ আছে। কখনো কখনো এই রোগ অল্প বয়সেও হ'তে পারে। সমস্ত রোগীদের মধ্যে শতকরা ১-১০ ভাগ অল্প বয়সে শুরু হয়েছে।

২. **বংশগত কারণঃ** বংশগত ফ্যাক্টরও আলঝ্যাইমারস রোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। যে রোগীদের কোন না কোন আত্মীয়ের এ রোগে আক্রান্ত, তাদের বলা হয় Familial Al (আলঝ্যামইমার'স)।

উপসর্গঃ

১. **স্মরণশক্তি লোপ পাওয়াঃ** সাধারণত এই উপসর্গ দিয়েই রোগের শুরু হয়। আলঝ্যাইমারস রোগীরা নিকট অতীতে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো মনে করতে পারে না।

২. ভুল জায়গায় জিনিসপত্র রাখা বা পরিচিত পরিবেশে নিজেকে হারিয়ে ফেলা।

৩. রোগ বাড়ার সাথে সাথে রোগীরা Confused (যে কোন কিছু নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে থাকা) ও Disoriented (পারিপার্শ্বিকতা সাপেক্ষে অসচেতন) হয়ে পড়ে।

৪. এছাড়া অন্যান্য সাধারণ উপসর্গগুলোর মধ্যে আছে ব্যক্তিত্ব ও আচরণজনিত সমস্যা। যেমন- অস্থিরতা বা বিষণ্নতায় ভোগা। ধীরে ধীরে লোপ পায় বিচারশক্তি ও সাধারণ জ্ঞান। এক পর্যায়ে রোগী একেবারে সাধারণ কাজ যেমন চুল আচড়ানো, দাঁত ব্রাশ করাও ভুলে যায়। এদের অনেকেই প্যারানয়েড ডিলিউশনে ভোগে এবং নিজের পরিবারের সদস্যদের প্রতারক মনে করে কিংবা নিজের অতি পরিচিত ঘরকেও অন্যের মনে করে। শতকরা ২০-৩০ জন রোগীর ক্ষেত্রে চলাফেরায় ধীরস্থিরতা চলে আসে।

রোগ নির্ণয়ঃ এমন কোন পরীক্ষা নেই যা দ্বারা জীবিত থাকা অবস্থায় এই রোগ সুনির্দিষ্টভাবে ডায়াগনোসিস করা যায়। একমাত্র মৃত্যুর পর ব্রেইন টিস্যু/কোষ নিয়ে পরীক্ষা করে এ রোগ সঠিকভাবে ডায়াগনোসিস করা সম্ভব। যখনই আলঝ্যাইমারস রোগ সন্দেহ করা হবে, তখনই সম্পূর্ণ মেডিকেল এবং নিউরোলজিক্যাল পরীক্ষা করা আবশ্যক।

চিকিৎসাঃ আলঝ্যাইমারস রোগের সম্পূর্ণ নিরাময় যোগ্য কোন চিকিৎসা নেই। তবে কিছু কিছু ঔষধ আছে, যা দিয়ে এ রোগের উপসর্গগুলোর চিকিৎসা দেয়া হয়। কিন্তু এতে রোগের সম্পূর্ণ নিরাময় হয় না। তবে নতুন নতুন ওষুধ আবিষ্কারের জন্য বিভিন্ন ধরনের গবেষণা চলছে।

** ডাঃ আলিম আক্তার ভূঁইয়া*
এমডি (আমেরিকা)
কনসালটেন্ট নিউরোলজিস্ট
এপোলো হসপিটাল, ঢাকা।

ক্ষেত-খামার

গোলমরিচ চাষের পদ্ধতি

গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের গোলমরিচ চাষ এক লাভজনক ব্যবসা। কম সময়ে অধিক উপার্জন পেতে গোলমরিচ এক অর্থকরী ফসল হিসাবে বিবেচিত। তাই গোলমরিচ চাষ করতে কৃষকের ক্ষেত প্রস্তুত, চারা উৎপাদন ও রোপণ প্রণালী, রোগ প্রতিরোধ, দ্রুত চারা উৎপাদন পদ্ধতি এবং ব্যবসায়িক ভিত্তিতে গোলমরিচ চাষ নিয়ে নিম্নে আলোকপাত করা হ'ল।

গোলমরিচ লতা জাতীয় উদ্ভিদ। পান গাছ, ওদাল, বেত ইত্যাদির মত গোলমরিচ এক পরাশ্রয়ী গাছ। এজন্য গোলমরিচের অন্য গাছের আশ্রয় প্রয়োজন। আম, সুপারি, কাঁঠাল, মান্দার, তেঁতুল, নারিকেল, তাল, সিলভার, ওক, টিক, খেজুর ইত্যাদি গাছ গোলমরিচের আশ্রয়ী গাছ হিসাবে ব্যবহার হয়। এছাড়া অমসৃণ ছালসমৃদ্ধ যে কোন গাছ গোলমরিচ গাছের বেড়ে ওঠার জন্য উপযোগী।

গোলমরিচের চারা উৎপাদন পদ্ধতিঃ সাধারণত গোলমরিচের চারা ডালের কলম থেকে তৈরী করা হয়। গোলমরিচের গাছের গোড়ার অংশকে 'রানার' বলা হয়। 'রানার'-এর প্রতিটি গাঁট থেকে শিকড় বের হওয়ার স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে। রানারের প্রতি ৩টি গাঁটের একটি অংশ কেটে নিয়ে আশ্রয়ী গাছের কাছে 'সরা' লাগিয়ে দেয়া যায়। মাটির সঙ্গে ৩ঃ১ অনুপাতে দাগ দিয়ে একটি পালং তৈরী করে তাতে গোলমরিচের ডাল থেকে ৩টি গাঁটযুক্ত কলম কেটে লাগাতে হবে। এক থেকে দেড় মাস পর ঐ কাটিং থেকে শিকড় বেরিয়ে আসবে। তখন পলিথিন ব্যাগে ৪ ইঞ্চি করে ৩ ভাগ দো-আঁশ মাটি ভর্তি করে ঐ শিকড়যুক্ত কাটিং পালং থেকে সাবধানে উঠিয়ে পলিথিন ব্যাগে রোপণ করতে হবে। রোপণের আগে বাঁশের কাঠি দিয়ে পলিথিন ব্যাগের মাটিতে গর্ত করে শিকড়যুক্ত কাটিং লাগাতে হয়। ৪৫-৬০ দিনের মধ্যে একটি সুন্দর চারা তৈরী হবে। সাধারণত চৈত্র-বৈশাখ মাস চারা উৎপাদনের পক্ষে উপযুক্ত সময়।

দ্রুত চারা উৎপাদন পদ্ধতিঃ
ব্যবসায়িক ভিত্তিতে গোলমরিচের চারা উৎপাদনের জন্য দ্রুত চারা উৎপাদন পদ্ধতি কার্যকর। একটি গাছ থেকে বছরে অন্তত ৩০-৩৫টি চারা উৎপাদন করা সম্ভব। এজন্য একটি ছায়াঘর তৈরী করতে হবে। প্লাষ্টিকের তৈরী বিশেষ ধরনের শেডনেট ব্যবহার করে ছাউনিও তৈরী করা যায়। ৬০-৭০ শতাংশ বৃষ্টির পানি আটকানোর ক্ষমতাবিশিষ্ট এ নেটের মধ্যে ৩০-৪০ শতাংশ রোদ প্রবেশ করতে পারে। ঘরের মাঝের খুঁটির সারির উচ্চতা হবে প্রতিটি ৩ মিটার এবং দু'পাশের খুঁটির উচ্চতা হবে ২ মিটার। ঘরের মধ্যে ১ মিটার দূরত্ব বজায় রেখে ৭৫ সেন্টিমিটার গভীর এবং ৩০ সেন্টিমিটার প্রস্থের নালা তৈরী করতে হবে। নালাগুলো বালিমাটি, কম্পোষ্ট, কাঠের গুঁড়ো এবং সারমিশ্রিত মাটি সমান ভাবে মিশিয়ে ভর্তি করতে হবে। এরপর ঐ নালার এক ফুট অন্তর অন্তর ভাল জাতের সুস্থ চারা 'মাতৃগাছ' হিসাবে রোপণ করতে হবে। দুই নালার মধ্যবর্তী জায়গার দুই মাথায় খুঁটি পুঁতে মাটির সঙ্গে আনুভূমিকভাবে একটি লম্বা বাঁশ বেঁধে দিতে হবে। এবারে একটি বেথু বাঁশের ১.২৫ মিটার লম্বা টুকরোকে দু'ভাগ করে প্রতিটি মাতৃগাছের গোড়ায় বসিয়ে মাঝের

বাঁধা আনুভূমিক বাঁশ হেলান দিয়ে রাখতে হবে, যাতে অর্ধেক বাঁশের টুকরো মাটির সঙ্গে ৪৫ ডিগ্রি কোণ তৈরী করে। এবারে অর্ধেক বাঁশের টুকরোতে বালু কাঠের গুঁড়ো কম্পোষ্ট ১:১:১ অনুপাতে ভালভাবে মিশিয়ে ভর্তি করতে হবে। গোলমরিচ গাছের প্রতিটি গাঁট মাটির সংস্পর্শে বেঁধে দিতে হবে। এর ফলে প্রতি গাঁট থেকে শিকড় বেরিয়ে আসবে। ৩-৪ মাসের মধ্যে গোলমরিচের লতা অর্ধেক বাঁশের মাথা পেরিয়ে যাবে। এসময় লতার আগা কেটে নিয়ে গাছের গোড়ার তিনটি গাঁটের উপরে থেঁতলে দিতে হবে। তখন পাতার কোলে থাকা অঙ্কুর বাড়তে আরম্ভ করবে। ১০ দিন পর থেঁতলানো পাতার উপরে লতাটি কেটে ফেলতে হবে।

এবার প্রতিটি শেকড় গাঁট থেকে আলাদা করে কেটে ফেলতে হবে। ৪ ইঞ্চি পলিথিন ব্যাগে বালিমাটি, কাঠের গুঁড়ো ও কম্পোষ্ট সমানভাবে মিশিয়ে ঐ একটি গাঁটযুক্ত কাটিং রোপণ করতে হবে। সর্বদা খেয়াল রাখতে হবে যাতে শিকড় নষ্ট না হয়। পলিথিন ব্যাগকে ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হবে এবং দু'তিন দিন পর পানি সেচ করতে হবে। ৩ সপ্তাহের মধ্যে কাটিংয়ে নতুন পাতা গাঁট থেকে ছাড়তে আরম্ভ করবে। এভাবে অতি কম সময়ে গোলমরিচের চারা উৎপাদন সম্ভব।

বংশ বিস্তারঃ গোলমরিচের বীজ থেকে বংশ বৃদ্ধি করা যায়। কিন্তু এতে উৎপাদন পেতে অনেক বেশী সময় লাগে এবং গোলমরিচের গুণাগুণ মাতৃগাছের মত নাও হ'তে পারে। সেজন্য সাধারণত অঙ্গজ প্রজননের দ্বারা গোলমরিচের বংশবৃদ্ধি করা হয়। সাধারণত এক মুকুল একপত্রী কাটিং দ্বারা বংশবৃদ্ধি করা হয়। ঐ পদ্ধতিতে অতি সহজে অনেক গোলমরিচের চারা প্রস্তুত করা যায়।

চারা রোপণ পদ্ধতিঃ গোলমরিচের চারা দুই প্রকারে রোপণ করা যায়। যদি বাগানে সুপারি, নারকেল, আম, মান্দার, কাঁঠাল ইত্যাদি আশ্রয় হিসাবে ব্যবহারের গাছ থাকে, তখন ঐ গাছ থেকে দেড় হাত দূরে, দেড় হাত দৈর্ঘ্য, দেড় হাত প্রস্থ এবং দেড় হাত গভীর গর্ত করতে হয়। গোবর, পচন সার, বালুযুক্ত মাটি দিয়ে গর্তটি পূর্ণ করে চারা রোপণ করতে হয়। গাছ ওঠার সুবিধার জন্য বাঁশের অবলম্বন দেয়া প্রয়োজন। নতুন জায়গায় গোলমরিচের চাষ করতে হ'লে প্রথমে আড়াই হাত থেকে চার হাত দূরত্বে এক হাত দৈর্ঘ্য, একহাত প্রস্থ এবং এক হাত গভীর গর্ত করে উপরোল্লিখিত মতে গর্ত পূরণ করতে হয় এবং সেখানে আশ্রয় গাছের দক্ষিণ দিক ছেড়ে চারা লাগাতে হয় ঐ একই নিয়মে। প্রয়োজনে চারাগাছে ছায়া দেওয়া উচিত।

প্রতিপালনঃ গোলমরিচের লতাগুলো দ্রুত বৃদ্ধির জন্য আশ্রয়ী গাছে বেঁধে দিতে হয়। গাছের গোড়া থেকে ৩ হাত উপর পর্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা প্রয়োজন। গোলমরিচ গাছ যাতে ৯ হাত উপরে না উঠতে পারে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

জলবায়ুঃ গোলমরিচ চাষের জন্য উষ্ণ আর্দ্রতাযুক্ত জলবায়ু এবং সমানুপাতিকভাবে সমস্ত বছর বৃষ্টি থাকা বিশেষ প্রয়োজন। উল্লেখ্য, গোলমরিচের পরাগ সংযোগ বৃষ্টির উপর নির্ভর করে। গোলমরিচ চাষের জন্য বার্ষিক ২৫০০ মিঃমিঃ বৃষ্টি এবং ১০-৪০ ডিগ্রি সেলসিয়স তাপমাত্রা আবশ্যক। দীর্ঘদিন অনাবৃষ্টি অথবা খরা পরিস্থিতি গোলমরিচ চাষের জন্য অপকারী হ'তে পারে। আমাদের দেশের জলবায়ু গোলমরিচ চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী।

মাটিঃ অব্যবহৃত বা পতিত জমিতে উচ্চ জৈবসারবিশিষ্ট পানি জমে না থাকা, পাহাড়ের লালমাটি গোলমরিচ চাষের জন্য বেশী উপযোগী। বন্যাকবলিত অঞ্চল ছাড়া বেলে দো-আঁশ মাটিতে গোলমরিচের চাষ করা যায়। আর্দ্রতাহীন মাটি গোলমরিচ চাষের জন্য অনুপযোগী।

সার প্রয়োগঃ প্রতি গাছে নিম্ন অনুমোদিত হারে সার প্রয়োগ করা উচিত। সার প্রয়োগের উপযুক্ত সময় চৈত্র-বৈশাখ মাস।

বয়স	পচন সার	ইউরিয়া	সুঃ ফসফেট	মিঃ পটাস	চুন
১ম বছর	২ কিঃগ্রাঃ	৫০ গ্রাঃ	২৫০ গ্রাম	২৫ গ্রাঃ	২৫০ গ্রাঃ
২য় বছর	৪ কিঃগ্রাঃ	১০০ গ্রাঃ	৫০০ গ্রাম	৫০ গ্রাঃ	৫০০ গ্রাঃ
৩য় বছর	৬ কিঃগ্রাঃ	১৫০ গ্রাঃ	৭৫০ গ্রাম	৭৫ গ্রাঃ	৭৫০ গ্রাঃ
৪র্থ বছর	১০ কিঃগ্রাঃ	২৫ গ্রাঃ	১ কিঃগ্রাঃ	১০০ গ্রাঃ	১ কিঃগ্রাঃ

জাতঃ পানিউর-১ (হাউব্রীড), কারিমুন্ডা, বালানকাট্টা, কল্লুভেল্লি, আরকুলাম মুন্ডা প্রভৃতি।

রোপণের সময়ঃ ভাল জাতের গোলমরিচের গাছ বা বীজ সাধারণত বৈশাখের ১০-১৫ দিন থেকে আষাঢ়ের ১০-১৫ দিন পর্যন্ত রোপণের উপযুক্ত সময়।

শস্য রক্ষাঃ ফল ছিদ্রকারী পোকাঃ গোলমরিচে এক প্রকার ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ দেখা যায়। শ্রাবণ ও কার্তিক মাসে প্রতি ৫ লিটার পানিতে এক চা চামচ 'এন্দোসালফার ৩৫ ইসি' বা 'কুইনলফস বা ডাইমিথয়েট ৩০ ইসি প্রয়োগ করে সুফল পাওয়া যায়।

ঝরে পড়া রোগঃ গোলমরিচ ধরা শুরু হওয়ার কিছুদিনের মধ্যে বীজগুলো ঝরে যায়। বর্ষাকাল আরম্ভ হওয়ার কিছুদিন পূর্বে এক শতাংশ বরডক্স মিশ্রণ গোলমরিচের গায়ে দু'হাত উচ্চতা পর্যন্ত প্রয়োগ করতে হয়। এছাড়া খরার সময়ে পানি, খুব গরমে ছায়া এবং নিয়মিত সার প্রয়োগে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

ফসল কাটা ও সংরক্ষণঃ গোলমরিচের ছড়িতে যখন দু'একটি গোলমরিচ হলুদ রঙের হয় তখন মই দিয়ে উপরে উঠে ফসল কেটে নিয়ে ছড়িগুলো মেলে রাখতে হয়। হাত বা পা দ্বারা গোলমরিচগুলো পৃথক করে ৪-৫ দিন প্রখর রোদে শুকাতে হয়। গোলমরিচ ভালভাবে শুকিয়ে গেলে কালো ও আকারে ছোট হবে। এরপর পরিষ্কার করে ছোট বড় পৃথক করে নিয়ে বাজারজাত করা যায়।

ব্যবসা-অর্থনীতিঃ গোলমরিচ রোপণের তিন বছর থেকে উৎপাদন শুরু হয়। যদিও ৭-৮ বছর পর্যন্ত উৎপাদন পাওয়া যায়। প্রতি গাছ থেকে ৫-৬ কেজি কাঁচা গোলমরিচ উৎপন্ন হয়। কাঁচা গোলমরিচ থেকে প্রায় ৩০ শতাংশ শুকনো গোলমরিচ পাওয়া যায়। অর্থাৎ একটি গাছ থেকে গড়ে দেড় থেকে দুই কেজি শুকনো গোলমরিচ পাওয়া যায়। প্রতি কেজি ৫শ' টাকা দরে একটি গোলমরিচের গাছ থেকে ৭৫০ থেকে ৮শ' টাকা উপার্জন করা যায়। হিসাব অনুযায়ী একটি গাছ প্রতি পালনে প্রায় ৩৫ টাকা খরচ হয়। সুতরাং খরচের তুলনায় লাভ যথেষ্ট। প্রতি জেলাতে কৃষি বিভাগ গোলমরিচ চারা যোগান ও কৃষি বিভাগের খামারে গোলমরিচ চারা উৎপাদন করা হয়। এ ব্যাপারে সচেতন কৃষকরা সংশ্লিষ্ট কৃষি বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

॥ সংকলিত ॥

কবিতা

আমরা গালিব

-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ
বুড়িচং, কুমিল্লা।

মিথ্যাচারের শীর্ষসীমায় উঠল যখন তারা
কলম নিয়ে লিখতে বসি কণ্ঠ আওয়াযহারা।
করল কেমন করে তারা এমন মিথ্যাচার
গল্প বানায়, নাটক সাজায় বহু লোক হত্যার।
কল্পনাবাদ বিজয়বেশী উঠল খেলা মেতে
যেন আমার বলদটাকে খাচ্ছে ধানের ক্ষেতে।
মুরগী যখন শিয়ালটাকে ধরছে কামড় দিয়ে
এমন কথা উঠলে কে-না শুনতে যায় এগিয়ে?
বৃটিশ যখন রাষ্ট্র পেল নবাব সিরাজ জেলে
হলওয়েলের মিথ্যাচারের অনেক কথাই মেলে।
দেশ-জাতিকে জানিয়ে দিল সিরাজ বেটা খুনী
খুন করেছে শত মানুষ অন্ধকূপে আনি।
দেশ ও জাতি জানল তাঁকে বদের সেরা রূপে
ইতিহাসের পাতায় পাতায় লিখল চুপে চুপে।
সময় গেল হঠাৎ দেখি সিরাজ এমন নয়
নবাব সিরাজ সোনার মানুষ এখন সবাই কয়।
আস্তে আস্তে প্রকাশ পেল সঠিক খবর যা
দেশের-দশের সবার মুখে ফুটল আসলটা।
দেখলি কিরে এই সময়ের মিথ্যাচারীর দল
বালির বাঁধের মত তোদের সকল আয়োজন।
আমরা গালিব, পড়বি তোরা আস্তাকুঁড়ে গিয়ে
ইতিহাসের সোনার পাতা সাজবে মোদের নিয়ে।

***

এসো হে তরুণ

-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াকীল
নাড়াবাড়ী হাট, বিরল, দিনাজপুর।

শিরক ও বিদ'আত চারিদিকে আজ
বাতিলের ঝংকারে কলুষিত সমাজ
ত্বাগূতের চলে জয়-জয়কার
আমরা আজি তারই মাঝে একাকার।
যুবক-তরুণ অনিশ্চিত আর হতাশায়
নব্য জাহেলিয়াতের প্রগাঢ় তমসায়
চলছে দিগ্বিদিক বাতিলের ছায়ায়
নিজেরাও জানে না এ চলার শেষ কোথায়?
হে তরুণ!
সত্যের আলো প্রবাহিত তোমার রক্তে
গর্জে ওঠ আর একবার
নগ্নতা-অশ্লীলতা করে পরিহার
এসো হে তরুণ!
বাতিল করতে উৎখাত
তোমারি পথ চেয়ে আছে মিল্লাত।
আজকের সমাজে যত জাহেলিয়াত
তোমার হুংকারে হোক তার যবনিকাপাত
এসো হে তরুণ! যুবক ও কিশোর!
ঘুমের ঘরে আর থেকো না বিভোর
নির্ভেজাল তাওহীদ করতে প্রচার
এখনো আছে সময় তোমার জেগে ওঠার।

***

সংকটময় একটি বছর

-আবু রায়হান
নওদাপাড়া মাদরাসা, সপুরা, রাজশাহী।

শত উৎপীড়ন, নিপীড়নের মাঝে
অতিবাহিত হ'ল একটি বছর
কবে হবে অবসান এই নির্যাতনের
কোটি মযলুম শুনছে প্রহর।
এত দুর্দশা, বিপদ মাঝেও
তাঁদের সংগ্রাম আছে অব্যাহত
তাঁদের দমাতে চেয়েছিল যারা
তারা আজ শংকিত।
মযলুমের রাহাজানী হাহাকারে
আকাশ বাতাস হয়েছিল প্রকম্পিত
মুক্তি, মুক্তি, মুক্তি চাই মোরা
কেঁদেছে যারা নির্যাতিত।
তাঁদের আরয তাঁদের মিনতি
শোনেনি ওরা বড়ই পাষাণ
পিশাচের মত কেড়ে নিল
হাফিযুর রহমানের প্রাণ।
চাকুরী হারিয়ে কত ভাই আজ
থাকছে খাবার বিনে
চার জোটের এই নির্যাতন
জাহেলী যুগকেও হার মানে।
নির্যাতিত, নিপীড়িত তবু
তাঁরা চলেছে সম্মুখ পানে
সত্যের জয় চির অক্ষয়
সেটা তাঁরা ভাল জানে।
এমনি করে কেটে গেল
সংকটময় একটি বছর
কবে হবে মুশকিল আসান
শত মযলুম শুনছে প্রহর।
স্বৈরাচারী শাসক ওরে
তোমাদের যত বল
সত্যের উচ্ছাসিত তরঙ্গ
সব হবে পয়মাল।
কারার লৌহ কপাট ছিন্ন করে
সত্যের সেনানীরা আসবে ফিরে
যেমনি করে মুক্ত বিহঙ্গ
বেলা শেষে ফিরে নীড়ে।

***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (বিজ্ঞান)-এর সঠিক উত্তর

১। ডাবে ২। পিঁয়াজ ৩। রসুন
৪। পানিতে ৫। তামাকে।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ক্ষুদ)-এর সঠিক উত্তর

১। কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টে, ঢাকা।
২। সারদা, রাজশাহী। ৩। ভাটিয়ারী, চট্টগ্রাম।
৪। কাপ্তাই। ৫। সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (বিজ্ঞান)

১। অনুবীক্ষণ যন্ত্র কি? ২। দূরবীক্ষণ যন্ত্র কি?
৩। কম্পাস কি? ৪। রেফ্রিজারেটর কি?
৫। স্টেথিস্কোপ কি?

** সংগ্রহেঃ আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস*
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ)

১। 'বাংলাদেশ জাতীয় শিশুপার্ক' উদ্বোধন করা হয় কখন?
২। বায়তুল মুকাররমকে 'জাতীয় মসজিদ' ঘোষণা করা হয় কখন?
৩। বাংলাদেশে প্রথম রঙিন টেলিভিশন চালু করা হয় কখন?
৪। 'জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর' চালু করা হয় কখন?
৫। শেরে বাংলা নগরে 'জাতীয় সংসদ' ভবন উদ্বোধন করা হয় কখন?

** সংগ্রহেঃ সাইফুল ইসলাম বিন সাইফুদ্দীন*
আরবী বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

সোনামণি সংবাদ

প্রশিক্ষণঃ

বাগমারা, রাজশাহী ২০ মে শনিবারঃ অদ্য সকাল ১০-টায় হাট দামনাশ হাফিযিয়া মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস। তিনি সোনামণি সংগঠনের মূলমন্ত্র ও গুণাবলী সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'সোনামণি' নওদাপাড়া মাদরাসার সূর্যমুখী উপশাখার সাংগঠনিক সম্পাদক মাহফূযুর রহমান, সোনামণি বাগমারা উপযেলার উপদেষ্টা এস.এম. সিরাজুল ইসলাম, পরিচালক মাওলানা এস.এম. সুলতান মাহমূদ ও অত্র মাদরাসার শিক্ষক হাফেয আবুল কালাম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের এম.এ শেষ বর্ষের ছাত্র মুহাম্মাদ আতাউর রহমান। কুরআন তেলাওয়াত করেন মুহাম্মাদ রূহুল আমীন এবং ইসলামী জাগরণী পেশ করেন আবু রায়হান।

মান্দা, নওগাঁ ২০ মে শনিবারঃ অদ্য চকগৌরীহাট হাফিযিয়া মাদরাসায় বাদ আছর এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি নওদাপাড়া মারকায শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক আবু রায়হান, সূর্যমুখী উপশাখার সাংগঠনিক সম্পাদক মাহফূযুর রহমান, বাগমারা উপযেলার উপদেষ্টা এস.এম. সিরাজুল ইসলাম, পরিচালক মাওলানা এস.এম. সুলতান মাহমূদ, সহ-পরিচালক মাষ্টার নিযামুল হক ও অত্র মাদরাসার শিক্ষক হাফেয আমজাদ হোসাইন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের এম.এ শেষ বর্ষের ছাত্র মুহাম্মাদ আতাউর রহমান। কুরআন তেলাওয়াত করেন ইসমাঈল হোসাইন এবং ইসলামী জাগরণী পেশ করেন মামূনুর রশীদ।

বাগমারা, রাজশাহী ২১ মে রবিবারঃ অদ্য সকাল ৬-টায় সমসপুর হাফিযিয়া মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস।

অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'সোনামণি' নওদাপাড়া মারকায শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক আবু রায়হান, সূর্যমুখী উপশাখার সাংগঠনিক সম্পাদক মাহফূযুর রহমান ও অত্র মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা ক্বারী মুহাম্মাদ মুহসিন। স্বাগত ভাষণ পেশ করেন অত্র মাদরাসার শিক্ষক হাফেয ওয়ায়েযুল্লাহ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন হাট খুজিপুর উচ্চবিদ্যালয়ের ৭ম শ্রেণীর ছাত্র আরীফুল ইসলাম। কুরআন তেলাওয়াত করেন হাফেয সুলতান মাহমূদ এবং ইসলামী জাগরণী পেশ করেন আব্দুল মালেক।

ডাংগীপাড়া, বায়া, রাজশাহী ২৫ মে বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ আছর ডাংগীপাড়া মেছবাহুল উলূম এবতেদায়ী মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক ইমামুদ্দীন। তিনি আক্বীদা ও শিষ্টাচার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অত্র শাখার সহ-পরিচালক হাশেম আলী। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অত্র শাখার পরিচালক নাজমুল হক্ব। কুরআন তেলাওয়াত করে মুহাম্মাদ মা'রূফুল ইসলাম এবং ইসলামী জাগরণী পেশ করে মুসাম্মাৎ ফারিয়া কামরুন। প্রশিক্ষণ শেষে সোনামণি বালক ও বালিকাদের পৃথক পৃথক শাখা গঠন করা হয়।

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

২০০৬-০৭ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট

গত ৮ জুন অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম, সাইফুর রহমান জাতীয় সংসদে ২০০৬-০৭ অর্থবছরের জন্য ৬৯ হাযার ৭৪০ কোটি টাকার জাতীয় বাজেট ঘোষণা করেন। কয়েকটি পণ্যের কর হ্রাস ও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সম্প্রসারণ করে আগামী নির্বাচনী বছরের এই বাজেটে থোক বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৪ হাযার ৫৪১ কোটি টাকা। প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ অভিযোগ করেছে, বাজেট প্রস্তাবনার ১২ শতাংশ রাখা হয়েছে 'থোক' হিসাবে। আওয়ামী লীগ 'থোক' বরাদ্দ রাখার প্রক্রিয়াকে সংবিধান ও গণতন্ত্র পরিপন্থী হিসাবে অভিহিত করেছে। নির্বাচনী কাজে ব্যবহারের জন্য এসব থোক বরাদ্দ রাখা হয়েছে বলে তাদের অভিযোগ। জাতীয় সংসদে পেশকৃত প্রস্তাবনায় বাজেটে সামগ্রিক ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৭ হাযার ১৯৮ কোটি টাকা। তবে অনুদানের অংক বাদ দিলে দাঁড়াবে ১৪ হাযার ৬৯০ কোটি টাকা। ঘাটতি সংস্থানের জন্য ব্যাংক, ব্যাংক বহির্ভূত, জাতীয় সঞ্চয় প্রকল্প ও অন্যান্য খাত থেকে ঋণ নেয়ার প্রাক্কলন করা হয়েছে ৮ হাযার ৮৩৪ কোটি টাকা। এর মধ্যে শুধুমাত্র ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ঋণ নেয়ার প্রাক্কলন করা হয়েছে ৫ হাযার ৪৩৪ কোটি টাকা। বৈদেশিক ঋণ নেয়ার প্রাক্কলন করা হয়েছে ৯ হাযার ৬১৮ কোটি টাকা। যার মধ্যে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের জন্য ব্যয় হবে ৩ হাযার ৭৬২ কোটি টাকা।

বাজেট প্রস্তাবনায় রাজস্ব প্রাপ্তি ও বৈদেশিক অনুদান প্রাপ্তির প্রাক্কলন করা হয়েছে ৫৫ হাযার ৫০ কোটি টাকা। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) নিয়ন্ত্রিত করের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে ৪১ হাযার ৫৫ কোটি টাকা। এনবিআর বহির্ভূত ১ হাযার ৮৬০ কোটি টাকা ও কর ব্যতীত প্রাপ্তির প্রাক্কলন হয়েছে ৯ হাযার ৬২৭ কোটি টাকা। ২ হাযার ৫০৮ কোটি টাকার প্রাক্কলন করা হয়েছে বৈদেশিক অনুদান হিসাবে। রাজস্ব ব্যয়ের প্রাক্কলন করা হয়েছে ৪২ হাযার ২৮৬ কোটি টাকা। খাদ্য হিসাবে ২০২ কোটি টাকা, ঋণ ও অগ্রিমে ১ হাযার ২১১ কোটি টাকা, এডিপিসহ উন্নয়নমূলক ব্যয়ে ২৮ হাযার ৪৬৩ কোটি টাকা।

আগামী অর্থবছরের মোট বৃত্তির সংখ্যা ১ লাখ ১ হাযারে উন্নীত করে ৫২ কোটি টাকা বরাদ্দ, শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে ৯ হাযার ৬৮৬ কোটি টাকা, স্বাস্থ্য খাতে ৪ হাযার ৭শ' ৮৪ কোটি টাকা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ৭৪৯ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ৩ হাযার ১৪৯ কোটি টাকা, পরিবেশ রক্ষায় ২৪২ কোটি টাকা, ৫০ কোটি টাকার কৃষক ও ক্ষুদ্র খামারীদের সহায়তা তহবিল গঠন, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে ৬ হাযার ৪২৭ কোটি টাকা, ১০০ কোটি টাকার নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন তহবিল গঠন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ৪ হাযার ২৮৬ কোটি টাকা, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে ৫ হাযার ৩৫৭ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করেন অর্থমন্ত্রী। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জন্য ৩ হাযার ৩৭৮ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাবও রয়েছে প্রস্তাবিত বাজেটে।

সর্বোচ্চ বরাদ্দ শিক্ষা ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তি খাতেঃ আগামী অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেটে এবারো সর্বাধিক বরাদ্দপ্রাপ্ত খাত হচ্ছে শিক্ষা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাত। এই খাতে এবার সর্বমোট ১১ হাযার ৯৩ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা খাতের মোট বরাদ্দ ৪ হাযার ৭২১ কোটি টাকা, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা খাতে মোট ৬ হাযার ১৭০ কোটি টাকা এবং বিজ্ঞান ও তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে মোট ২০২ কোটি টাকা। শিক্ষা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতে এই বরাদ্দ গতবারের তুলনায় ২০ শতাংশ বেশী। শিক্ষা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতে সামগ্রিক জাতীয় বাজেটের ১৫.৯% বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এরপরেই রয়েছে সরকারের বৈদেশিক ঋণ ও অভ্যন্তরীণ ব্যাংক ঋণের সুদ পরিশোধ বাবদ বরাদ্দ, যা মোট জাতীয় বাজেটের ১১%। এর পরেই বরাদ্দের দিক দিয়ে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে পরিবহন ও যোগাযোগ খাত। এ খাতের বরাদ্দ হচ্ছে ১০.৩%। চতুর্থ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন ৯.৭%, পঞ্চম কৃষি ৭.৫%, ষষ্ঠ স্বাস্থ্য ৬.৮%, সপ্তম প্রতিরক্ষা ৬.১% এবং জ্বালানি ও বিদ্যুৎ ৬.১%, অষ্টম স্বরাষ্ট্র ৪.৯%, নবম সমাজকল্যাণ ৪.৭% এবং দশম জনপ্রশাসন ৩.৪%।

যেসব পণ্যের দাম বাড়বেঃ এবারের বাজেটে বিভিন্ন পণ্য ও সেবার উপর আমদানির ক্ষেত্রে নতুনভাবে শুল্ক ও সম্পূরক শুল্ক আরোপ বা বিদ্যমান শুল্কহার অথবা আয়কর বাড়ানোর প্রস্তাব করায় বেশ কিছু পণ্য ও সেবার দাম বেড়ে যেতে পারে। পণ্য সমূহের মধ্যে রয়েছেঃ ম্যাঙ্গো পাল্প, টিন প্লেটেড ও অ্যালুমিনিয়াম ক্যানস, স্মার্ট কার্ড, তামাক, বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন, ছবি, নকশা ও আলোকচিত্র, স্যানিটারি পণ্য, সেফটি গ্লাস, সেবামূলক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, ক্রেডিট কার্ড ও কুরিয়ার সার্ভিস ব্যয়।

যেসব পণ্যের দাম কমবেঃ বেশ কিছু পণ্যের উপর আমদানি শুল্ক বা সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহার বা বিদ্যমান শুল্কহার কমানোর প্রস্তাব করায় যেসব পণ্যের দাম কমার সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলি হচ্ছেঃ চিনি, রসুন, হলুদ, মরিচ, আদা, পিঁয়াজ, ছোলা ডাল, মটর ডাল, সেলুলার মোবাইল ফোন, গুঁড়োদুধ, রিকণ্ডিশন গাড়ি, বিভিন্ন ধরনের মাছ, বিভিন্ন ফল, ফল ও সবজির রস, লবণ, মসলা সামগ্রী, শিশু খাদ্য, বিভিন্ন ধরনের পানি, হাঁস, মুরগি ও গবাদিপশু, স্থানীয় প্লাষ্টিক ও মেলামাইন পণ্য, সিমেন্ট ও পাথর পণ্য, সাবান, সুগন্ধি ও প্রসাধনী, প্লাষ্টিক পণ্য, বিভিন্ন ফেব্রিকস প্রভৃতি।

বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে বাজেটের ভাল-মন্দঃ প্রতিবারের মত এবারের বাজেটেও রয়েছে বেশকিছু ভাল ও মন্দ দিক। সার্বিক বাজেট পর্যালোচনা করে বাজেটের কয়েকটি ভাল ও মন্দ দিক খুঁজে বের করেছেন বিশেষজ্ঞরা।

ভাল দিকঃ ১. কয়েকটি ভোগ্য পণ্যের করভার হ্রাস ২. মধ্যমেয়াদী বাজেটে নতুন মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্তি এবং বরাদ্দ বৃদ্ধি ৩. শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ ৪. সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সম্প্রসারণ ৫. বিদ্যুৎ খাতে ১০০ কোটি টাকার বিদ্যুৎ পুনর্বাসন কর্মসূচী গ্রহণ ৬. ১ জুলাই থেকে কর ন্যায়পালের কার্যক্রম শুরু।

মন্দ দিকঃ ১. বিভিন্ন খাতে 'থোক' বরাদ্দ বৃদ্ধি ২. কৃষি ভর্তুকি বৃদ্ধি না করা ৩. 'সাফটা' সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি বাজেট প্রস্তাবনায় ৪. বিনিয়োগ ও আর্থিক সুশাসন সম্পর্কেও স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি ৫. স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও গ্রামীণ অবকাঠামো খাতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ বৃদ্ধি না করা ৬. কর ফাঁকির ক্ষেত্রে অর্থদণ্ড অতিমাত্রায় হ্রাস।

সর্বোচ্চ বাজেট পেশের রেকর্ডঃ এক ডজন বাজেট পেশ করার কৃতিত্ব অর্থমন্ত্রী এম, সাইফুর রহমানের। স্বাধীনতার পর এ পর্যন্ত ৩৬টি বাজেটের মধ্যে তিনি একাই এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ১২টি বাজেট পেশ করার রেকর্ড গড়েছেন। ১৯৮০ সালে সর্বপ্রথম বাজেট পেশ করেছিলেন জনাব সাইফুর রহমান।

কুয়েতের আমীরের বাংলাদেশ সফর

কুয়েতের আমীর শেখ সাবাহ আহমাদ আল-জাবের আস-সাবাহ দু'দিনের এক রাষ্ট্রীয় সফরে গত ১০ জুন ঢাকায় আসেন। ১৯৮০ সালের পরে এটি প্রথম কোন কুয়েতী আমীরের বাংলাদেশ সফর। বাংলাদেশ ও কুয়েত দু'দেশের মধ্যে বিদ্যমান ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক আরো জোরদার ও বিস্তৃত করার লক্ষ্যে গত ১১ জুন দু'টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। ১১ জুন বিকেলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে দু'দেশের আনুষ্ঠানিক বৈঠক শেষে পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা এবং ঢাকা ও কুয়েত সিটিতে চ্যাঞ্চরি প্লট বিনিময় বিষয়ে সমঝোতা স্মারক দু'টি স্বাক্ষরিত হয়।

কুয়েত সরকার বাংলাদেশকে ৬ মাসের বাকীতে জ্বালানী তেল সরবরাহ করবে। এজন্য তারা ৭৫০ মিলিয়ন ডলার বাকীতে বাংলাদেশের কাছে তেল বিক্রি করবে। তৃতীয় কর্ণফুলী সেতু নির্মাণে ৪শ' কোটি টাকা এবং তিস্তা সেতু নির্মাণে প্রায় ২শ কোটি টাকার ফাণ্ড দেবে কুয়েত। এছাড়া চট্টগ্রামের শিকলবাহায় সাড়ে ৪শ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে সহায়তা দেবে কুয়েত সরকার। বাংলাদেশ ও কুয়েতের শীর্ষ দুই নেতার অনুষ্ঠানিক বৈঠকে ১১ জুন এ আশ্বাস দেওয়া হয়।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী এম মোশেদ খান বলেন, গ্যাস ও জ্বালানী খাতে কুয়েত বিনিয়োগ করতে চেয়েছে। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন পেশার আরো বিপুলসংখ্যক জনশক্তি নেয়ার অনুরোধ জানানো হ'লে কুয়েত তাতে ইতিবাচক সাড়া দেয়। কুয়েতে বাংলাদেশের প্রায় আড়াই লাখ মানুষ কর্মরত আছে বলে চট্টগ্রাম থেকে কুয়েত এয়ারওয়েজের সপ্তাহে দু'টি সরাসরি ফ্লাইট চালু করতে রাযী হয়েছে কুয়েত। এছাড়া ঢাকা থেকে ফ্লাইট সংখ্যা সপ্তাহে ছয়টি থেকে বাড়িয়ে সাতটি করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরো জানান, কুয়েতের আমীর বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হাসপাতাল তৈরীর জন্য অর্থ দেয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। বাংলাদেশের উপকূলে একটি তেল সংরক্ষণাগার ও বিশেষ জেটি নির্মাণ সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। দুই পক্ষই এটি নিয়ে আগ্রহী। তবে আগামীতে দুই দেশের জ্বালানীমন্ত্রীদের বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা অগ্রসর হবে।

প্রতি মিনিট ৩ পয়সায় ছাত্র-ছাত্রীরা ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা পাবে

বিটিটিবি দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ইন্টারনেট ব্যবহার চার্জ প্রতি মিনিটে ৩ পয়সা ধার্য করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অন্যদিকে বিটিটিবির দেশব্যাপী কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে সাবমেরিন ক্যাবল নেটওয়ার্কের আওতায় আনার কাজও এগিয়ে চলছে। সাবমেরিন ক্যাবলের সুবিধা ঢাকাসহ সারাদেশে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কক্সবাজার ক্যাবল ল্যাণ্ডিং স্টেশনকে রাজধানী ঢাকা ও সারাদেশের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। সারা দেশে টিএণ্ডটি বোর্ড কর্তৃক বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল এবং উচ্চক্ষমতার এসডিএফ মাইক্রোওয়েভ লিংক স্থাপিত হচ্ছে, এর মাধ্যমে সকল যেলা সদর সাবমেরিন ক্যাবলের সাথে যুক্ত হবে। গত ৩১ মে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভায় এ তথ্য প্রকাশ করা হয়।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষায় সশস্ত্র বাহিনী

বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ৫০ পদক

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে নিয়োজিত থাকাকালে নিহত বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সর্বোচ্চ ৫০ জন সদস্যকে জাতিসংঘের 'দাগ হ্যামারশোল্ড' পদকে ভূষিত করা হয়েছে। ২০০৪ সালে ৩৫ জন ও ২০০৫ সালে ১৫ জনকে এ পদক দেয় জাতিসংঘ। ২০০২ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে দায়িত্ব পালনে শহীদ ৩৫ জনকে পদক দেয়া হয়েছে। গত বছরের বাকী ১৫ জনকে পদক দেয়া হয়েছে ৩১ মে। অন্যান্য দেশের সশস্ত্র বাহিনীর তুলনায় বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা পেয়েছেন সর্বোচ্চ সাংখ্যক পদক।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা দিবস উপলক্ষে নিউইয়র্কের জাতিসংঘ সদর দফতরে ৩১ মে বেলা ১১-টায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সেখানকার শান্তিরক্ষা কার্যক্রম বিভাগে পদকগুলো

হস্তান্তর করা হয়। জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ডঃ ইফতেখার আহমাদ চৌধুরী পদক গ্রহণ করেন।

গার্মেন্টস শ্রমিকরা সাপ্তাহিক ছুটি ও নিয়োগপত্র পাবে

এখন থেকে গার্মেন্টস শিল্পের আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত কোন শ্রমিককে চাকরিচ্যুত করা হবে না। তাছাড়া মহিলা শ্রমিকরা সবেতন মাতৃত্বকালীন ছুটি পাবেন। সবাইকে দেয়া হবে নিয়োগপত্র। এ রকমই চুক্তি হয়েছে সরকার, গার্মেন্টস মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে। গত ১২ জুন এই তিন পক্ষ শ্রমিকদের ৯ দফা দাবী আগামী এক মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন করার ব্যাপারে চুক্তিতে সই করেছেন। চুক্তিতে আগামী তিন মাসের মধ্যে মজুরি বোর্ড গঠন এবং রোয়েদাদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করা হয়েছে। শ্রম মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে তিন পক্ষের এই বৈঠক হয়।

বৈঠকে উপস্থিত একটি সূত্র জানায়, চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে সম্প্রতি গার্মেন্টস শিল্পের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গাযীপুর, টঙ্গী, সাভার ও আশুলিয়া থানায় শ্রমিকদের বিরুদ্ধে দায়ের করা সব মামলা তুলে নেয়া হবে এবং গ্রেফতারকৃতদের ছেড়ে দেয়া হবে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার স্বার্থে শিগগির সব বন্ধ কারখানা চালু করা হবে। অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন ও যৌথ দরকষাকষি করার ক্ষেত্রে বাধা দেয়া হবে না। প্রচলিত শ্রম আইন অনুযায়ী সাপ্তাহিক ছুটি একদিন। অন্য সকল ছুটি দেয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে। নিয়মিত বেতনভোগী শ্রমিকদের দিয়ে আট ঘণ্টার বেশী কাজ করালে শ্রম আইন অনুসারে ওভারটাইম ভাতা দেওয়া হবে।

১ বোঁটায় ১০০ লাউ!

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপযেলার এক কৃষকের বাড়ীতে লাউ গাছের একটি বোঁটায় প্রায় একশ' লাউ ধরেছে। উল্লাপাড়া উপযেলার রাণীনগর গ্রামের কৃষক সোহরাব আলীর বাড়ীতে ঘরের চালে একটি লাউ গাছের বোঁটায় প্রায় একশ' লাউ ধরেছে। অদ্ভুত এ লাউ গাছ সম্পর্কে গাছের মালিক কৃষক সোহরাব আলী জানান, কিছুদিন আগে গাছটির এক বোঁটায় প্রথমে ছোট ছোট গোটা দেখা যায়। আমি তখনো কিছু বুঝতে পারিনি। পরে ধীরে ধীরে এগুলো বড় হয়ে এখন প্রায় পূর্ণ লাউয়ে রূপান্তরিত হয়েছে। তিনি জানান, প্রথমে আরো অনেক লাউ ছিল। কিন্তু সেগুলো নষ্ট হয়ে গেছে।

এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার ফল প্রকাশ

গত ২২ জুন দেশের সাতটি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি, দাখিল ও এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। গ্রেডিং পদ্ধতিতে ফল প্রকাশের ষষ্ঠ বছরে এবার দেশের সাতটি শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা আগের রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। সাত বোর্ডে এবার ২৪ হাযার ৩৮৪ জন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে। এর মধ্যে ৯ হাযার ৮২২ জন ছাত্রী। গড় পাসের হার ৫৯.৪৭%। দাখিল পরীক্ষায় পাসের হার ৭৫.৮১% এবং এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষায় পাসের হার ৬১.৩৭%। এই দু'টিসহ নয় বোর্ড মিলে এবার পাসের হার ৬২.২২%। জিপিএ-৫ পেয়েছে মোট ৩০ হাযার ৪৯০ জন। গত বছর পাসের হার ছিল ৫৪.১০% এবং জিপিএ-৫ প্রাপ্ত সংখ্যা ছিল ১৭ হাযার ২৭৬।

এসএসসিঃ

এ বছর সাতটি বোর্ডে মোট ৭ লাখ ৮৪ হাযার ৮১৫ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেয়। মোট উত্তীর্ণ হয়েছে ৪ লাখ ৬৬ হাযার ৭৩২ জন। গড় পাসের হার শতকরা ৫৯ দশমিক ৪৭ ভাগ। গত বছর গড় পাসের হার ছিল ৫২ দশমিক ৫৭ শতাংশ। এ বছর মোট অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর প্রায় সোয়া পাঁচ শতাংশ জিপিএ-৫ পেয়েছে, যা গত বছর ছিল ২ শতাংশের মতো (১৫ হাযার ৬৩১ জন)। ২০০১ সালে গ্রেডিং পদ্ধতি প্রবর্তনের প্রথম বছর জিপিএ-৫ পেয়েছিল মাত্র ৭৬ জন। ২০০২ সালে পায় ৩২৭ জন। ২০০৩ সালে ১ হাযার ৩৮৯ জন এবং ২০০৪ সালে পায় ৮ হাযার ৫৯৭ জন শিক্ষার্থী। উল্লেখ্য, ২০০৪ সাল থেকে শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত মোট নম্বরের সঙ্গে চতুর্থ বিষয়ের নম্বর যুক্ত হওয়ায় পাসের হার এবং জিপিএ-৫ পাওয়ার সংখ্যা বেড়েছে। তারপরও গত দুই বছরে সর্বমোট যতজন শিক্ষার্থী (২৪ হাযার ২২৮ জন) জিপিএ-৫ পেয়েছে এ বছর পেয়েছে তার চেয়েও বেশী।

এ বছর চট্টগ্রাম বোর্ডে পাসের হার সবচেয়ে বেশী, ৬৩ দশমিক ৮৭ শতাংশ। গত বছর ছিল ৬০ দশমিক ৯২ শতাংশ। এ বছর চট্টগ্রাম বোর্ডে পরীক্ষায় অংশ নেয় ৬০ হাযার ৯৭৪ জন শিক্ষার্থী। উত্তীর্ণ হয়েছে ৩৮ হাযার ৯৪২ জন। এর মধ্যে মেয়ে ১৮ হাযার ২২২ জন। এ বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩ হাযার ৭২৫ জন। এর মধ্যে ১ হাযার ৬৫১ জন মেয়ে।

পাসের হারের দিক দিয়ে এ বছর সর্বনিম্ন অবস্থান যশোর বোর্ডের, ৪৮ দশমিক ১০ শতাংশ। অথচ গত বছর যশোর বোর্ডে পাসের হার ছিল সর্বোচ্চ, ৬৯ দশমিক ১৯ শতাংশ। এ বছর এ বোর্ডে পরীক্ষায় অংশ নেয় ১ লাখ ৬ হাযার ৭৩২ জন শিক্ষার্থী। উত্তীর্ণ হয়েছে ৫১ হাযার ৩৩৬ জন। এর মধ্যে মেয়ে ২১ হাযার ৮১৫ জন। যশোর বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে ২ হাযার ১৩ জন, যার মধ্যে ৬৯৪ জন মেয়ে।

ঢাকা বোর্ডে এ বছর পরীক্ষায় অংশ নেয় ২ লাখ ২৩ হাযার ৫১ জন। উত্তীর্ণ হয়েছে ১ লাখ ৩৭ হাযার ১১৯ জন। এর মধ্যে ৬২ হাযার ৮০৭ জন মেয়ে। পাসের হার ৬১ দশমিক ৩৫ শতাংশ। গত বছর এ বোর্ডে পাসের হার ছিল ৫২ দশমিক ৮৫ শতাংশ। এ বছর ঢাকা বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৮ হাযার ৩৪৮ জন। এর মধ্যে ৩ হাযার ৭৪৯ জন মেয়ে।

রাজশাহী বোর্ডে এ বছর পরীক্ষায় অংশ নেয় ২ লাখ ১৫ হাযার ৭২৭ জন। উত্তীর্ণ হয়েছে ১ লাখ ৩০ হাযার ৯৬৭

জন। এর মধ্যে ৫৮ হাযার ৪৮৭ জন মেয়ে। পাসের হার ৫৮ দশমিক ৯০ শতাংশ। গত বছর এ বোর্ডে পাসের হার ছিল ৪৩ দশমিক ১৩ শতাংশ। এ বছর রাজশাহী বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৬ হাযার ৫৭১ জন। এর মধ্যে ২ হাযার ৩৯৭ জন মেয়ে।

কুমিল্লা বোর্ডে এ বছর পরীক্ষায় অংশ নেয় ৯০ হাযার ৪৪৮ জন। উত্তীর্ণ হয়েছে ৫৭ হাযার ৩৯০ জন। এর মধ্যে ২৫ হাযার ৭০৫ জন মেয়ে। পাসের হার ৬৩ দশমিক ৪৫ শতাংশ। গত বছর এই বোর্ডে পাসের হার ছিল ৫৫ দশমিক ৮৯ শতাংশ। এ বছর কুমিল্লা বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে ২ হাযার ৬২১ জন। এর মধ্যে ৯৫১ জন মেয়ে।

বরিশাল বোর্ডে এ বছর পরীক্ষায় অংশ নেয় ৫৬ হাযার ৩৩৯ জন। উত্তীর্ণ হয়েছে ৩৩ হাযার ৪১০ জন। এর মধ্যে ১৫ হাযার ৬৮ জন মেয়ে। পাসের হার ৫৯ দশমিক ৩০ শতাংশ। গত বছর এ বোর্ডে পাসের হার ছিল ৪৩ দশমিক ৪১ শতাংশ। এ বছর বরিশাল বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৭২১ জন। এর মধ্যে ২৩৩ জন মেয়ে।

সিলেট বোর্ডে এ বছর পরীক্ষায় অংশ নেয় ৩১ হাযার ৮৪ জন। উত্তীর্ণ হয়েছে ১৭ হাযার ৫৬৮ জন। এর মধ্যে ৮ হাযার ৮০৫ জন মেয়ে। পাসের হার ৫৬ দশমিক ৫২ শতাংশ। গত বছর এ বোর্ডে পাসের হার ছিল ৪৮ দশমিক ৪৭ শতাংশ। এ বছর সিলেট বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩৮৫ জন। এর মধ্যে ১৪৭ জন মেয়ে।

দাখিলঃ

মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এবারের দাখিল পরীক্ষায় পাসের হার ৭৫ দশমিক ৮১ শতাংশ। গতবারের চেয়ে এবার পাসের হার বেড়েছে ১৩ দশমিক ৭৬ শতাংশ। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৬ হাযার ৮৬ জন। দাখিল পরীক্ষায় চারটি বিভাগে মোট পরীক্ষার্থী ছিল ১ লাখ ৬৩ হাযার ৯৯৭ জন। পরীক্ষায় অংশ নেয় ১ লাখ ৬১ হাযার ৯৯৯ জন। এর মধ্যে ৯৩ হাযার ৩৪২ জন ছাত্র এবং ৬৮ হাযার ৬৫৭ জন ছাত্রী। পাস করেছে মোট ১ লাখ ২২ হাযার ৮০৮ জন। এর মধ্যে ৭৩ হাযার ১২৯ জন ছাত্র এবং ৪৯ হাযার ৬৭৯ জন ছাত্রী। ছাত্রদের মধ্যে পাশের হার ৭৮ দশমিক ৩৫ ভাগ এবং ছাত্রীদের মধ্যে পাসের হার ৭২ দশমিক ৩৬ ভাগ।

এসএসসি (ভোকেশনাল)ঃ

এবার কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এসএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষায় পাসের হার ৬১ দশমিক ৩৭ শতাংশ। জিপিএ-৫ পেয়েছে মাত্র ২০ জন। এর মধ্যে ১২ জন ছাত্র এবং ৮ জন ছাত্রী। গতবারের তুলনায় এবার পাসের হার বেড়েছে ৯ দশমিক ৯৩ শতাংশ। ২০০৫ সালে পাসের হার ছিল ৫১ দশমিক ৪৪ শতাংশ। কারিগরি বোর্ডের অধীনে এবারের পরীক্ষায় মোট ৪৮ হাযার ৩শ' ৯ জন পরীক্ষায় অংশ নেয়। এর মধ্যে ২৯ হাযার ৬শ' ৪৬ জন বিভিন্ন গ্রেডে পাস করেছে।

বিদেশ

বিশ্ববাজারে আধিপত্য হারাচ্ছে মার্কিন ডলার

বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক শক্তির কাছে মার খাওয়া অনেক দেশ বিশেষ করে ল্যাটিন আমেরিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের তেলসমৃদ্ধ বেশ কয়েকটি দেশ যুক্তরাষ্ট্রের আরেক মারণাস্ত্র ডলারের একচেটিয়া আধিপত্য থেকে নিজেদের রক্ষা করতে তাদের তেল ইউরোর মাধ্যমে বিক্রির এক সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে এগুচ্ছে। আর এটা বাস্তবায়িত হ'লে এর মারাত্মক বিরূপ প্রভাব পড়বে মার্কিন ডলারের উপর। এদিকে খোদ যুক্তরাষ্ট্রেই অর্থ বাজারে যাচ্ছে মন্দাবস্থা। সেখানে মুদ্রাস্ফীতি বাড়ছে, বাড়ছে বেকারত্ব। এই মন্দার কারণে 'ফেডারাল রিজার্ভ' এর জন্য নতুন করে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এদিকে অনেক বিশ্লেষকের মতে সাদ্দাম হোসেন ডলার থেকে ইউরোর মাধ্যমে তেল বিক্রি শুরু করাটাই ২০০৩ সালে ইরাকে মার্কিন নেতৃত্বাধীন হামলার অনেকগুলি কারণের একটি। বর্তমানে তেল রফতানীকারক দেশসমূহের সংস্থা 'ওপেকে'র দ্বিতীয় বৃহত্তম তেল উৎপাদনকারী দেশ ইরানও নতুন তেলের বাজার চালু করার প্রস্তুতি নিচ্ছে, যেখানে ইউরোর মাধ্যমে তেল বিক্রি হবে। ভেনিজুয়েলাও একই ধরনের উদ্যোগ নেয়ার বিষয়ে সক্রিয়ভাবে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে।

একটি অনলাইন জার্নালের এক সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে, বিশ্বের তেল রফতানী বাজারের ২৫ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করছে ইরান, ভেনিজুয়েলা ও রাশিয়া। তারা ডলারের বিনিময়ে তাদের তেল রফতানী বন্ধ করে দিলে তাতে মার্কিন মুদ্রা ডলারের উপর মারাত্মক বিরূপ প্রভাব পড়বে। সূদের হার বেড়ে যাবে, যুক্তরাষ্ট্রে আমদানী ব্যয় বেড়ে যাবে এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিক মন্দা ও মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেবে। স্বল্প সময়ের মধ্যে অর্থনৈতিক মন্দাভাব সবসময়ে উদ্বেগের কারণ হয় না এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এটা শেষ পর্যন্ত মার্কিন ডলারের উপর আস্থা নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি করবে। এতে ব্যবসায়ীরা ডলার বাদ দিয়ে ইউরো নেবে।

মাটির তলে শত বোমা!

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার প্রায় ১ শত বোমা আবিষ্কৃত হয়েছে ফিলিপাইনের মধ্যাঞ্চলে। এই বোমাগুলো বিয়ারের বোতলাকৃতির। এই বোতলাকৃতির বোমাগুলো দীর্ঘকাল একটি মাটির গর্তে ছিল খোলা জায়গায়। অবিরাম বৃষ্টিতে মাটির উপরের অংশ ক্ষয়ে যাওয়ার কারণে সেগুলো মাটি থেকে আলগা হ'লে তা দৃষ্টিগোচর হয়। এই তাজা বোমাগুলো পাওয়া গেছে ফিলিপাইনের মধ্যাঞ্চলে নেগরোচ দ্বীপের তালিসে সিটির একটি মাটির গুহায়।

মার্কিন সিনেটে ইমিগ্রেশন বিল পাস

এক লাখ বাংলাদেশী সহ ১ কোটি ১৫ লাখ অভিবাসী যুক্তরাষ্ট্রে বৈধতা পাবে

মার্কিন সিনেটে অবৈধ অভিবাসী (ইমিগ্র্যান্ট)দের বৈধতাদানের বিলটি ৬২-৩৬ ভোটে পাস হয়েছে। সিনেটের এই বিলটি কমন্স সভায় অনুমোদিত হ'লে যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে কর্মরত মোট ১ কোটি ১৫ লাখ অবৈধ অভিবাসী বৈধতা পাবে। এর মধ্যে অন্তত ১ লাখ রয়েছে বাংলাদেশী।

বিলে অবৈধ ইমিগ্র্যান্টদের ৩ ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ক্যাটাগরিতে ৫ বছরের বেশীদিন যাবৎ অবৈধভাবে রয়েছেন প্রায় ৭০ লাখ ইমিগ্র্যান্ট, দ্বিতীয় ক্যাটাগরিতে ২ বছর থেকে ৫ বছর যাবৎ অবৈধভাবে রয়েছেন প্রায় ৩০ লাখ ইমিগ্র্যান্ট। এদেরকে হোমল্যাণ্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক নির্দিষ্ট করে দেয়া সীমান্ত ফাঁড়িতে গিয়ে গেষ্ট ওয়ার্কার হিসাবে ফরম পূরণ করে আমেরিকায় প্রবেশ করতে হবে। তারাও একই শর্ত পূরণ সাপেক্ষে গেষ্ট ওয়ার্কার হিসাবে ৫ বছর কাজের পর গ্রীনকার্ডের জন্য আবেদন করবেন। তৃতীয় ক্যাটাগরিতে প্রায় ১০ লাখ ইমিগ্র্যান্ট অবৈধভাবে রয়েছেন দু'বছরেরও কম সময় যাবৎ। তাদেরকে অবশ্যই স্বদেশে ফিরতে হবে। তারাও নিজ নিজ দেশে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাসের মাধ্যমে গেষ্ট ওয়ার্কার্স প্রোগ্রামে আবেদন করতে পারবেন, তবে সে আবেদন মঞ্জুরের ব্যাপারে কোন গ্যারান্টি নেই। বিলে আরো বলা হয়েছে, বিদেশ থেকে প্রতি বছর ২ লাখ শ্রমিক আনা হবে গেষ্ট ওয়ার্কার্স প্রোগ্রামে। পুরনো প্রথায় এ হার ছিল ৩,২০,০০০।

এছাড়া ক্রিমিনাল হিসাবে দণ্ডপ্রাপ্তরা ইমিগ্রেশনের কোন সুবিধা পাবে না এবং ইতিমধ্যেই যাদের বিরুদ্ধে ইমিগ্রেশন জজ কর্তৃক ডিপোর্টেশনের নির্দেশ জারি হয়েছে তারাও কোন ধরনের সুযোগ পাবে না। এই দুই ক্যাটাগরিতে সর্বোচ্চ ১০ লাখ অবৈধ ইমিগ্র্যান্ট রয়েছে আমেরিকায়।

চীনের অস্ত্র উন্নয়নশীল দেশে সংঘাত বাড়াচ্ছে

চীনের অস্ত্র রফতানীর কঠোর সমালোচনা করে একটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার গ্রুপ বলেছে, তাদের অস্ত্র রফতানী উন্নয়নশীল দেশগুলোকে অরাজকতার মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। মানবাধিকার সংস্থা 'অ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল' ১২ জুন একটি রিপোর্টে চীনকে বিশ্বের সবচেয়ে দায়িত্বহীন অস্ত্র রফতানীকারক দেশ হিসাবে চিহ্নিত করেছে। সংস্থাটি জানিয়েছে চীন অস্ত্র রফতানীর মাধ্যমে সূদান, নেপাল, মিয়ানমার এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশগুলোকে মারাত্মক রাজনৈতিক অরাজকতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তারা অস্ত্র সাহায্য করে এসব দেশের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বগুলোকে উসকে দিচ্ছে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, চীন প্রতি বছর একশ' কোটি ডলার মূল্যের অস্ত্র রফতানী করে। তারা দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের জন্য প্রায়ই এ অস্ত্র দিয়ে থাকে।

রিপোর্টের লেখক হেলেন হাগস বলেছেন, চীন হচ্ছে সবচেয়ে বড় অস্ত্র রফতানীকারক দেশ, যারা অস্ত্র বাণিজ্যের নিয়মনীতি সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি। রিপোর্টে বলা হয়, যুদ্ধ বিধ্বস্ত সূদানে সেনাবাহিনীর ২০০টি ট্রাকের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র চীন দিয়েছে। এছাড়া নেপালে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন দমনের সময় দেশটির নিরাপত্তা বাহিনীর কাছে রাইফেল এবং গ্রেনেড বিক্রির জন্যও অভিযুক্ত করা হয় চীনকে। রিপোর্টে এটাও উল্লেখ করা হয় অষ্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যাণ্ড এবং বিশেষত দক্ষিণ আমেরিকায় চীনের তৈরী পিস্তলের প্রতিযোগিতামূলক বাজার গড়ে উঠেছে।

২০২০ সাল নাগাদ বিশ্বের ১৪০ কোটি মানুষ বস্তিবাসী হয়ে যাবে

জাতিসংঘ মানবিক গৃহায়ন প্রকল্প জানিয়েছে, আগামী ২০২০ সাল নাগাদ বিশ্বের ১৪০ কোটি মানুষ বসত করবে অতি নোংরা বস্তিতে। এই সংস্থা সাবধান করে দিয়েছে, যদি দরিদ্র ও গৃহহীনদের জন্য দেশে দেশে কোন প্রকল্প না নেয়া হয়, তাহ'লে বর্তমান চীনের জনসংখ্যার সমান নর-নারী বাস করবে জরাজীর্ণ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে। আর তাতে আমাদের বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ হবে আরো মানবেতর জীবন ব্যবস্থার শিকার। জাতিসংঘের মানবিক প্রকল্পের রিপোর্টে বলা হয়েছে, বিশ্বের বিভিন্ন বড় বড় শহরে প্রতিদিন স্রোতের মতো মানুষ এগিয়ে যাচ্ছে ছিন্নমূল হয়ে। সেখানে তাদের একটিই স্বপ্ন থাকে, খেয়ে-পরে বেঁচে থাকা। আর মাথা গোঁজার জন্য একটি আশ্রয়। তখন তারা যেকোন উপায়ে শহরের কোথাও না কোথাও বস্তি গেড়ে থেকে যায়। কিন্তু সেই দেশের সরকার কিংবা তাঁর স্থানীয় প্রশাসন তাদের প্রতি কোন দৃষ্টি না দেয়ায় তারা সেখানে থেকে যায় এবং পরিবর্তিত সমস্যার ইন্ধন যোগায়।

ফ্রান্সের ৭০ লাখ মুসলামনকে বিতাড়িত করতে বিতর্কিত অভিবাসন বিল পাস

ফ্রান্সের ৭০ লাখ মুসলমান নাগরিককে বৈধতা না দেয়ার লক্ষ্যে আরেকটি বৈষম্যমূলক অভিবাসন বিল পাস করেছে ফরাসী পার্লামেন্ট। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিকোলাস সারকোজি প্রণীত খসড়া বিলটি কয়েক সপ্তাহ আগে ফরাসী পার্লামেন্টের

নিম্নকক্ষ পাস করে। গত ১৬ জুন উচ্চকক্ষে বিলটি পাস হয়। ফ্রান্সের ৭০ লাখ মুসলমানসহ সকল বৈধ অভিবাসীকে দুর্বৃত্ত হিসাবে চিহ্নিত করার জন্য বিলটি প্রণীত বলে অভিবাসী সংগঠনগুলোর অভিযোগ। অভিবাসীদের পূর্ণ নাগরিকত্ব পাওয়া থেকে বঞ্চিত করা এবং তাদের অধিকাংশকেই দেশ থেকে বিতাড়নের জন্য জ্যাক শিরাকের ক্ষমতাসীন জোট বিল পাস করেছে বলে তারা মনে করে। তারা আইনটি অবিলম্বে বাতিল করতে বলেছে। অন্যথায় শিগগির রাজপথে নেমে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ দেখাবে। বৈষম্যমূলক আইনটি বাতিল না করলে গত বছরের ন্যায় প্রচণ্ড আন্দোলন গড়ে তুলবে বলে ফরাসী অভিবাসী সংগঠনগুলো হুঁশিয়ার করে দিয়েছে। বিরোধীরাও আইনকে বর্ণবাদী ও মুসলিমবিদ্বেষী হিসাবে আখ্যায়িত করে তা ব্যাপক সংশোধন ও পরিবর্তনের দাবী জানিয়েছেন।

মন্টেনেগ্রোর স্বাধীনতা ঘোষণা

মন্টেনেগ্রো স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। গত ৩ জুন রাজধানী পোডগোরিকার পার্লামেন্ট ভবনের বাইরে জনগণ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল স্পীকারের মুখ থেকে চূড়ান্ত ঘোষণাটি শোনার জন্য। প্রবল বৃষ্টি ও তীব্র ঝড়ো হাওয়া উপেক্ষা করে অনেকে মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে শহরের বাইরে থেকে পোডগোরিকার কেন্দ্রস্থলে আসে ঘোষণা শুনতে। পার্লামেন্ট ভবনের বাইরে মূল সিঁড়ি বরাবর প্রধান ফটকের উপরে একটি বৃহৎ টেলিভিশনের পর্দা শোভা পাচ্ছিল। ঐ টিভি পর্দায় স্বাধীনতার অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার করা হয় বাইরে অপেক্ষমান মন্টেনেগ্রোবাসীর দেখার সুবিধার্থে। ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে হাযার হাযার উৎসুক দর্শক ভবনের সিঁড়ির নীচে এবং বাইরে বিশাল লনে ও রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে অনুষ্ঠান উপভোগ করতে থাকে। ভবনের বাইরে স্থাপিত কয়েকটি বিরাট লাউড স্পীকারে স্পীকার বাঙ্কো ক্রিভোকাপিকের কণ্ঠে ঘোষণা শুনে উৎফুল্ল দর্শক মুহুর্মুহু করতালি দিতে থাকে। এর মাধ্যমে সার্বিয়ার সঙ্গে ৭ লাখ অধিবাসী অধ্যুষিত মন্টেনেগ্রোর গত ১৫ বছরের ইউনিয়ন ভেঙ্গে বলকান অঞ্চলে আরেকটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হয় এবং সাবেক যুগোশ্লাভিয়ার সর্বশেষ অংশটি সার্বিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। স্পীকারের ঘোষণার পর টিভি পর্দায় হর্ষোৎফুল্ল প্রধানমন্ত্রী মাইলো ডিউকানোভিচকে দেখালে দর্শক আনন্দে আবার ভিভা মন্টেনেগ্রো, ভিভা ডিউকানোভিচ উচ্চারণ করে।

ধর্ম, সাহিত্য, সাধারণ জ্ঞান ও ভাষা শিক্ষা বিষয়ক 'সোনামণি' পত্রিকা মাসিক 'জাগ্রত প্রতিভা' পড়ুন।

মুসলিম জাহান

চেচনিয়ায় বন্দী শিবিরে বর্বর নির্যাতন

চেচনিয়ায় রুশ বাহিনীর হাতে আটক সাধারণ বন্দী এবং মুজাহিদদের উপর বর্বর ও অমানবিক নির্যাতন চালানো হয়েছে এবং এই নির্যাতন ইরাকের মার্কিন বাহিনীর নির্যাতনের কথাই মনে করিয়ে দেয়। রুশ বাহিনীর হাতে আটক কয়েকজন বন্দীর কাছ থেকে এই অমানুষিক নির্যাতনের বিবরণ জানা যায়। তারা জানান, রুশ নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা আটক অসহায় চেচনীয় বন্দীদের পেছনে জার্মান শেফার্ড কুকুর লেলিয়ে দেয় এবং পরে মুজাহিদদের কান কেটে নেয়ার ঘটনাও ঘটে। গ্রোজনীতে রুশ বাহিনী নিয়ন্ত্রিত ওকটিবারিস্কি বন্দী শিবিরে আটক চেচনীয় বন্দী আলাভদি সাদিকভ জানান, এই পৈশাচিক নির্যাতন চালিয়ে রুশ বাহিনীর সদস্যরা আনন্দিত হ'ত।

নাইজেরিয়া-ক্যামেরুন সীমান্ত বিরোধের অবসান

নাইজেরিয়া তার তেল সমৃদ্ধ বাকাসি উপদ্বীপ ক্যামেরুনের কাছে হস্তান্তর করতে সম্মত হয়েছে। নাইজেরিয়া ও ক্যামেরুনের মধ্যে সীমান্ত নিয়ে বিদ্যমান তিক্ততার অবসান ঘটাতে জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনানের নেতৃত্বে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে নাইজেরিয়া এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নাইজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট ওলুসেগান ওবাসানজো ও ক্যামেরুনের প্রেসিডেন্ট পল বিয়ার মধ্যে অনুষ্ঠিত এ বৈঠক ২০০২ সালের পর থেকে প্রতিবেশী দেশ দু'টির মধ্যে তৃতীয় বারের মত উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক।

৫ মাসে সহিংসতায় শুধু বাগদাদে নিহত ৬ হাযার

বাগদাদে এ বছরের জানুয়ারী থেকে মে পর্যন্ত সহিংসতায় নিহত হয়েছে বহু লোক। শুধুমাত্র বাগদাদের মৃতদেহ রাখার প্রধান শবঘরটিতে এ কয় মাসে প্রায় ৬ হাযার মৃতদেহ গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারের তালিকাকে উদ্ধৃত করে বিবিসি লণ্ডনে এ কথা জানানো হয়। তবে সংস্থাটি আরো জানিয়েছে, এ সংখ্যা আরও বেশী হ'তে পারে। কেননা অনেক মৃতদেহ সেখানে নেয়া হয় না বা অনেকগুলি পাওয়া যায় না। ইরাকের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তালিকা অনুসারে রাজধানীর প্রধান শবঘরে যে সব মৃতদেহ এসেছে তা হচ্ছে জানুয়ারী মাসে এক হাযার ৬৮, ফেব্রুয়ারীতে ১১ শ' দশ, মার্চে ২১ শ' ৯৪, এপ্রিলে ১৯ শ' ১৫ এবং মে মাসে ১৩ শ' ৯৮ জন।

গাযায় প্রবেশের একমাত্র পথ বন্ধ নিদারুণ দুঃখ-কষ্টে ফিলিস্তীনীরা

ইসরাঈলী সৈন্যরা গত ২৫ জুন গাযা সীমান্তে তিনজন ফিলিস্তীনীকে গুলী করে হত্যা করেছে। ইসরাঈল বহির্বিশ্বের সঙ্গে গাযা উপত্যকার সড়ক যোগাযোগের একমাত্র পথ বন্ধ করে দেয়ায় সীমান্তের ওপারে আটকে পড়ে হাযার হাযার ফিলিস্তীনী নারী ও শিশুর দুঃখ-দুর্দশা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। ইসরাঈলের নিরাপত্তা রক্ষার অজুহাতে ইহুদী রাষ্ট্রটি রাফাহ চুক্তি ভঙ্গ করে গাযার কেরেম শালোমে মহাসড়কের উপর স্থাপিত একমাত্র চেকপয়েন্টটি গত ২২ জুন বন্ধ করে দেয়। ঐ চেকপয়েন্ট দিয়ে রাফাহ'র টার্মিনালে প্রবেশ করে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) পর্যবেক্ষকরা আন্তঃসীমান্তে লোক চলাচল পর্যবেক্ষণ করতেন। 'হামাস'কে বিপদে ফেলার জন্য (ইইউ) পর্যবেক্ষকদের

যোগসাজশে ইসরাঈল এই পথ বন্ধ করেছে বলে স্বাধীনতাকামী দলটির অভিযোগ। এটা বন্ধ থাকায় ফিলিস্তীনী কর্মকর্তারা আরব জাহানের সাহায্য হিসাবে দেয়া বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ে গাযায় প্রবেশ করতে পারছে না। ফিলিস্তীনে সহায়তা কর্মসূচীর অধীনে প্রতি সপ্তাহে ভ্রাতৃপ্রতীম আরব রাষ্ট্রগুলির দেয়া কোটি কোটি ডলার সংগ্রহ করে হামাস সরকারের কর্মকর্তারা কেরেম শালোমোর মধ্য দিয়ে গাযায় প্রবেশ করতেন।

আরব বিশ্বের দেয়া সাহায্য ফিলিস্তীনে পৌঁছতে না পারায় নিদারুণ অর্থ সংকটে পড়েছে হামাস সরকার। গত সাত মাস ধরে যুক্তরাষ্ট্র এবং তার পশ্চিমা মিত্ররা ফিলিস্তীনীদের প্রতিশ্রুত অর্থ ও অন্যান্য সাহায্য দেয়া সম্পূর্ণ বন্ধ রেখেছে। এতে ফিলিস্তীনী প্রশাসন এমনিতেই অনেক সংকটে পড়েছে। এত সমস্যায় পড়েছে যে, হামাস নিয়ন্ত্রণাধীন প্রশাসন সরকারী কর্মচারীদের তিন মাসের পাওনা মাসিক বেতনও পরিশোধ করতে পারছে না। এ পরিস্থিতিতে গাযার সীমান্ত বন্ধ করে ফিলিস্তীনী নিয়ন্ত্রণাধীন ভূখণ্ডগুলিকে জেলখানায় পরিণত করেছে। এর পাশাপাশি ইসরাঈল ফিলিস্তীনে বিমান হামলা বৃদ্ধি করেছে। বিমান হামলার পাশাপাশি ফিলিস্তীনীদের লক্ষ্য করে সীমান্তের ওপার থেকে ইসরাঈলী সেনাদের গুলীবর্ষণের ঘটনাও সম্প্রতি বৃদ্ধি পেয়েছে। ইসরাঈলের এই বাড়াবাড়ির প্রেক্ষিতে হামাস 'রাফাহ' চুক্তি বাতিলের ফের হুমকি দিয়েছে। গাযায় প্রবেশের সড়কপথ বন্ধ করে দেয়ায় ফিলিস্তীনের স্বাধীনতাকামী গ্রুপগুলি ইহুদী রাষ্ট্রটির উপর ফের হামলা শুরুর অঙ্গীকার করেছে। মুজাহিদ গ্রুপগুলি বলেছে যে, তারা 'ইন্তেফাদা'র ন্যায় আবারও ইসরাঈলীদের উপর হামলা শুরু করবে।

গুয়ান্তামো বে থেকে ১৪ সঊদী নাগরিকের মুক্তি

বন্দীদের বিনা অভিযোগে দীর্ঘ দিন আটকে রেখে অকথ্য নির্যাতনের জন্য বিশ্বব্যাপী তীব্র নিন্দার মুখে যুক্তরাষ্ট্র গুয়ান্তামো বে কারাগার থেকে ১৪ জন নিরপরাধ বন্দীকে মুক্তি দিয়েছে। ঐ ১৪ জনের সকলেই সঊদী আরবের নাগরিক। তাদের মধ্যে ১ জনকে ২৪ জুন মুক্তি দেয়া হয়। অবশিষ্ট ১৩ জনকে মুক্তি দেয়ার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এবং সম্প্রতি তাদের ছেড়ে দেয়া হবে বলে কারাকর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন। আল-কায়েদা নেটওয়ার্কের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে কয়েক বছর আগে তাদের গ্রেফতার করে যুক্তরাষ্ট্র পরিচালিত কিউবার ঐ কারাগারে বন্দী রাখা হয়। কুখ্যাত ঐ বন্দী শিবিরে আরো প্রায় ৬০০ মুসলমান বন্দী রয়েছে। তাদের অধিকাংশই ইরাক, আফগানিস্তান, সঊদী আরব এবং ইয়েমেনের নাগরিক। অবশিষ্টদের পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে গ্রেফতার করে দীর্ঘদিন ধরে এখানে বন্দী করে রাখা হয়েছে। তাদের কারুর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ নেই। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত রয়েছে বলে মিথ্যা অভিযোগে অথবা স্রেফ সন্দেহের বশে মার্কিন সেনারা তাদের গ্রেফতার করেছে।

গুয়ান্তামো বে কারাগারে আটক কোন বন্দীর বিরুদ্ধেই সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ নেই। তাদের বিরুদ্ধে মাঝেমধ্যে মিথ্যা অভিযোগ তৈরী করে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন কারাগারে বিচারের জন্য নিয়ে আসা হয়। কিন্তু আদালতে বিচারকদের সামনে তাদের এসব ঠুনকো অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ায় তাদের মুক্তি না দিয়ে ফের কারাবন্দী করে রাখা হয়। এভাবে বিনা কারণে বছরের পর বছর আটকে রেখে কুকুর লেলিয়ে দিয়ে বর্বরোচিত নির্যাতন করা হয় বন্দীদের উপর।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

সুমেরু সাগরতলে বিপুল তেল ও গ্যাস

সুমেরু সাগরের তলানির উপর সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় এক চাঞ্চল্যকর তথ্য উদঘাটিত হয়েছে। লাখ লাখ বছর ধরে মেরু অঞ্চলে উষ্ণায়ন ও হিমায়নের নাটকীয় কাহিনীর পাশাপাশি সেখানে বিপুল তেল সম্পদ থাকারও চমকপ্রদ তথ্য প্রকাশিত হয়েছে 'নেচার'-এর সাম্প্রতিক সংখ্যায়। এ গবেষণায় নিয়োজিত কিছু বিজ্ঞানীরা বলেছেন, সুমেরু সাগরের মধ্যস্থলে প্রচুর জৈব পদার্থ সুপ্রাচীন তলানিতে সঞ্চিত থাকায় সেখানে বিপুল তেল সম্পদ থাকাও স্বাভাবিক।

তবে বিজ্ঞানীদের কয়েকজন এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানাতে উৎসাহবোধ করেন না এ কারণে যে, তাতে করে ঐ অঞ্চলে তেল অনুসন্ধানের জন্য হৈ-হুল্লোড় পড়ে যাবে। আর তাতে গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরিত হয়ে আবহাওয়া আরো উত্তপ্ত হয়ে পড়বে। এতে মূল গবেষণার উদ্দেশ্যই মার খাবে। কারণ পরিবেশ সংরক্ষণকে লক্ষ্য রেখে এ গবেষণা অনুসন্ধান চালিয়েছেন তারা। 'নেচার' সাময়িকীর এ তথ্য প্রকাশ করেছে 'ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিভিউনে'র ২ জুন সংখ্যায়।

নেদারল্যাণ্ডের ইউট্রেষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের হেন্ক ব্রিংকহুইস নামে এক বিজ্ঞানী বলেছেন, ওখানে তেল পাওয়া যাবে- এটাই বাস্তবতা। কিন্তু পরিবেশ বান্ধব সমাজে এ সত্য প্রকাশ প্রায় অসম্ভব। তথ্যে ইউএস জিওলজিক্যাল সার্ভের বরাতে বলা হয়, সুমেরু সাগরের তলে বিশ্বের অনাবিস্কৃত মোট তেল সম্পদের সিকিভাগ তেল ও গ্যাস রয়েছে।

হার্ট প্রতিস্থাপনে নতুন দিগন্ত

এই প্রথম সফলভাবে হৃৎকম্পনসহ হার্ট প্রতিস্থাপনে সফল হয়েছেন বৃটেনের সার্জনরা। ক্যামব্রিজশায়ারের প্যাপওয়ার্থ হাসপাতালের সার্জনরা এ গৌরবের অধিকারী হ'লেন। চিকিৎসকরা দাতার শরীর থেকে হৃৎপিণ্ডটি বের করার পর পাঁচ ঘণ্টা পর্যন্ত এতে রক্ত সঞ্চালন অব্যাহত রাখেন। তারপর হৃৎপিণ্ডটিকে মৃত্যু পথযাত্রী ৫৮ বছর বয়সী একজনের শরীরে স্থাপন করা হয়। হৃৎপিণ্ড গ্রহীতা দ্রুত সেরে উঠছেন বলে জানালেন সার্জারি দলের প্রধান প্রফেসর ক্রস রোসেনগার্ড। ইউরোপের যে চারটি হাসপাতালে হার্ট ট্র্যান্সপ্লান্টের পরীক্ষা চালানো হয় প্যাপওয়ার্থ তাদের একটি।

কফি লিভার সিরোসিসের প্রতিষেধক

প্রতিদিন এক কাপ কফি লিভার সিরোসিস থেকে রক্ষা করতে পারে। আমেরিকায় একটি গবেষণায় এ তথ্য প্রকাশ করা হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, এ্যালকোহল জাতীয় পানীয় যা লিভারকে ধ্বংস করে তার হাত থেকে অনেকাংশে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে এক কাপ কফি পানের ফলে। ১ লাখ ২৫ হাযার লোকের উপর পরিচালিত এ গবেষণায় দেখা যায়, প্রতিদিন এক কাপ কফি পানের মাধ্যমে লিভারের এ্যালকোহল পানের ফলে সৃষ্ট রোগের ঝুঁকি ২২ শতাংশ কমানো সম্ভব।

আমেরিকার 'কাইসার পার্মানেন্ট ডিভিসন অব রিসার্চ' পরিচালিত এই জরিপের প্রধান গবেষক ড. আর্থার ক্লাটস্কী জানান, কফি পানের ফলে এ্যালকোহল জাতীয় রোগের বিরুদ্ধে কিছু প্রতিরোধমূলক সুবিধা পাওয়া সম্ভব এবং বেশী কফি পান একজন লোককে এ্যালকোহলের ফলে মৃত্যু অথবা হাসপাতালে প্রেরণের ঝুঁকি কমাতে পারে।

গবেষণায় দেখা যায়, যারা প্রতিদিন এক কাপ কফি পান করে তারা ২০ শতাংশ ও যারা দুই অথবা তিন কাপ কফি পান করে তারা ৪০ শতাংশ এবং যারা এর চেয়ে বেশী পান করে তারা ৮০ শতাংশ এ্যালকোহলজনিত রোগের হাত থেকে রক্ষা পায়। এই গবেষণার তথ্যগুলো আমেরিকার মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের 'আরকাইভ অব ইন্ট্যারন্যাশনাল মেডিসিন' জার্নালে প্রকাশিত হয়।

ফ্রিজের প্লাষ্টিক বোতলের পানি হ'তে পারে ক্যান্সারের কারণ

ফ্রিজের প্লাষ্টিক বোতল ভর্তি পানি পান করার ফলে যে কেউ আক্রান্ত হ'তে পারেন প্রাণঘাতী ক্যান্সারে। এছাড়া মাইক্রোওয়েভ ওভেনে প্লাষ্টিকের পাত্র কিংবা প্লাষ্টিকজাতীয় জিনিস দিয়ে মোড়ানো খাবার গরম করার ফলেও হ'তে পারে ক্যান্সার। প্লাষ্টিক থেকে নির্গত বিষাক্ত ডাইওক্সিন নামক পদার্থ মানবদেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। সুতরাং শরীরের কোষকলার জন্য ক্ষতিকর ডাইওক্সিন এর ছোবল থেকে রক্ষা পেতে হ'লে ফ্রজে প্লাষ্টিক পাত্রে পানি রাখা যাবে না। সতর্কবাণীটি উচ্চারিত হয়েছে জন হপকিন্স মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যান্সার বিষয়ক সাম্প্রতিক নিউজ লেটারে।

ক্যাসল হসপিটালের প্রোগ্রাম ম্যানেজার ডাঃ এডওয়ার্ড ফুজি মোটো সম্প্রতি এক টিভি অনুষ্ঠানে বলেন, মাইক্রোওয়েভ ওভেনে প্লাষ্টিক পাত্রে কখনোই খাবার গরম করা উচিত নয়। এতে করে গরম করা খাবারে চর্বিজাতীয় মিশ্রণ ঘটে এবং ঐ চর্বি, মাইক্রোওয়েভের তীব্র তাপ ও ডাইওক্সিন মিলে খাবারটি শরীরের জন্য দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতিকর হয়ে উঠে। এ ব্যাপারে বড় ক্ষতি এড়াতে ডাঃ ফুজি মোটো বরং ওভেনে কাচ সিরামিক ও পাইরেক্স সামগ্রীর পাত্র গরম করার প্রয়োজনে ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন। উপযুক্ত কাগজের ব্যবহারেও তার আপত্তি নেই। তবে তা নিরাপদ হওয়া উচিত। এটা ক্ষেত্র বিশেষে সরু কোণার কাচপাত্রের চেয়ে ভাল। পাশাপাশি তিনি প্লাষ্টিক সামগ্রীতে মোড়ানো খাবারের ব্যাপারে সাবধান করেছেন। এটাও বিপজ্জনক। ক্ষতিকর টক্সিন এর ফলে তৈরী খাবারে মিশে যেতে পারে। তার চেয়ে কাগজের আবরণ ব্যবহার উত্তম।

পাঠকের মতামত

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

আহলেহাদীছের ঘরে জন্মগ্রহণই কি আহলেহাদীছ হওয়ার জন্য যথেষ্ট?

'আহলেহাদীছ' অর্থ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী। কেননা কুরআনুল কারীমকে মহান আল্লাহ কুরআনের বিভিন্ন স্থানে হাদীছ বলে উল্লেখ করেছেন। আর এই নামের স্বপক্ষে হাদীছ শরীফেও প্রমাণ রয়েছে। বিদ'আতের উত্থানের পর সালাফে ছালেহীন 'আহলেহাদীছ' হিসাবে তাঁদের পরিচয় দিতেন। আর বাতিল আক্বীদাহ সম্পন্ন লোকদের 'আহলেহাদীছ' তথা আহলুস-সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মধ্যে গণ্য করা হ'ত না। নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং শিরক-বিদ'আতের বিরুদ্ধে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করার জন্য এই পরিচিতি ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হ'তে আন্দোলনে রূপ নেয়। তাই 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হ'তে চলে আসা একটি নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলন। বিধায় আহলেহাদীছের ঘরে জন্মগ্রহণ করাই আহলেহাদীছ হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। এই বক্তব্যকে সামনে রেখে ১৯৭৮ইং সন হ'তে এ দেশের যুবক ও তরুণদের নিয়ে বাংলাদেশের মাটিতে 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র সূচনা হয়। এই আন্দোলনকে স্বার্থক করতেই ১৯৯৪ইং সনে **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'** প্রতিষ্ঠিত হয়। শিরক-বিদ'আতের বিরুদ্ধে তাদের আপোষহীন বক্তব্যের জন্য প্রচলিত ইসলামী দলগুলি তো বটেই এ দেশের কথিত আহলেহাদীছ সংগঠনটিও সূচনালগ্ন হ'তে এখনো পর্যন্ত এর চরম বিরোধিতা করে আসছে। তারা আহলেহাদীছদের যে অবস্থায় এনেছিলেন যদি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠিত না হ'ত তাহ'লে লক্ষ লক্ষ আহলেহাদীছকে হয়ত আজ অন্ধকারেই থেকে যেতে হ'ত। সবকিছুই মহান আল্লাহ্‌র অশেষ মেহেরবানী।

কিন্তু ডাহা মিথ্যা অপবাদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সহ 'আন্দোলন'-এর সম্মানিত নেতৃবৃন্দকে জেল-যুলুম ও নির্যাতনের শিকার হ'তে হচ্ছে। কারণ তাঁরা আহলেহাদীছদের জাগাতে চেয়েছেন এবং সঠিক আক্বীদাহ্‌র দাওয়াত দিয়েছেন। যাঁরা সদা-সর্বদা জঙ্গীবাদের বিরোধিতা করেছেন তাঁদেরকেই আজ মিথ্যা অভিযোগে বন্দী করে রাখা হয়েছে। কারণ তাঁরা এ কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছিলেন যে, আহলেহাদীছের ঘরে জন্মগ্রহণ করলেই আহলেহাদীছ হওয়া যায় না। আহলেহাদীছ হ'তে হ'লে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের

নিঃশর্ত অনুসারী হ'তে হয়। দুঃখের বিষয় হ'ল কথিত ঐ আহলেহাদীছ সংগঠনটি মনে করেন আহলেহাদীছের ঘরে জন্মগ্রহণ করলেই আহলেহাদীছ হওয়া যায়। যার ফলে তাদের তৃণমূল হ'তে কেন্দ্র পর্যন্ত কেউ যদি প্রচলিত রাজনীতির সাথে জড়িতও হয় তাতে কোনই অসুবিধা নেই। এমনকি ক্লিন শেভ করে, নেতার মাযারে পুষ্পমাল্য দিলেও এই দলের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি বা ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য পদে আসীন থাকা যায়। সরকারী পদমর্যাদার অধিকারী বড় ব্যবসায়ী হ'লে সবকিছুই মাফ। যারা এই আদর্শ নিয়ে আহলেহাদীছ সংগঠন পরিচালনা করেন তাদের উপর তো আর বিপদ আসতে পারে না। উল্টো তারাই আবার বলেন, এগুলি তোমাদের বাড়াবাড়ির ফল। সঠিক আক্বীদাহ্র কথা বলা যদি বাড়াবাড়ি হয় তাহ'লে বলুন কোন কথা বলব? এখন কি তবে বলতে হবে যে, এটাও ঠিক ওটাও ঠিক?

হে জাগ্রত বিবেক! কাউকে খুশী বা অখুশী করার জন্য নয় বরং মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টিই হোক আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। মহানবী (ছাঃ)-এর সুন্নাহ্র যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমেই আমরা হ'তে পারব প্রকৃত আহলেহাদীছ। অতএব আসুন! পবিত্র কুরআনুল কারীম ও ছহীহ সুন্নাহ্র সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমরা একসাথে কাজ করি। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন- আমীন!!

মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াকীল
নাড়াবাড়ী হাট, বিরল, দিনাজপুর।

অপব্যয় ও অপচয়

অপব্যয় ও অপচয়ের মধ্যে আভিধানিক কিছুটা প্রভেদ থাকলেও আমরা একই অর্থে তা ব্যবহার করে থাকি। অপব্যয় ও অপচয়ের স্রোতে ব্যক্তি, সমাজ ও দেশ গা ভাসিয়ে দিয়েছে। উক্ত কর্ম দু'টি যে অত্যন্ত দূষণীয়। আমাদের কার্যকলাপে তা আদৌ উপলব্ধি হয় না। অথচ এ ব্যাপারে আল্লাহপাক বলেছেন, 'যারা অপব্যয় করে, তারা শয়তানের ভাই; আর শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ' *(বনী ইসরাঈল ২৭)*। আল্লাহ পাকের একথা আমাদের অজানা নয়। কিন্তু আমরা আল্লাহ পাকের অন্যান্য আদেশ-নিষেধের মত এটিকেও গায়ে মাখি না। বিশ্বের অন্যান্য জাতি অপব্যয় ও অপচয় করতে পারে কিন্তু মুসলিম জাতি হিসাবে আমাদেরকে অবশ্যই এ দুষ্কর্ম থেকে দূরে থাকা কর্তব্য। যদি না থাকি তাহ'লে অবশ্যই এর ফল ভোগ করতে হবে।

আমরা ব্যক্তিগতভাবে যে অপচয় করে থাকি, তার নযীর প্রচুর। শুধু একটি মাত্র উদাহরণ এ ব্যাপারে তুলে ধরতে চাই। 'ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর' একথা আমরা সকলেই জানি। আর শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্র জানেন, যে বস্তু খেলে বা পান করলে শরীরের উপকারের পরিবর্তে ক্ষতি হয়, তা খাদ্য নয়। আমাদের দেশের ৯০% মানুষ ধূমপানের মত একটি চরম অপচয়ের শিকার। আবার দেখি, আলেম সমাজের মধ্যে অনেকে ধূমপান না করে, পানের সাথে জর্দা, আলাপাতা খেয়ে থাকেন। তাদের মতে জর্দা বা আলাপাতা খাওয়া ধর্মীয় দিক থেকে দূষণীয় নয়। জর্দা কি বস্তু হ'তে তৈরী, তা তাদের জানা না থাকতে পারে। তবে একজন বিশিষ্ট ডাক্তারের মুখে শুনেছি, স্বাস্থ্যের জন্য তামাকের মত ক্ষতিকর বস্তু নেই। বিড়ি, সিগারেট, জর্দা, আলাপাতা সবই তামাকের অন্তর্ভুক্ত। মাসিক **আত-তাহরীক**-এর কোন এক সংখ্যায় ধূমপান জনিত প্রশ্নোত্তরে বেশ যুক্তি ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয়েছে, ধূমপান করা এবং জর্দা ও গুল খাওয়া ও ব্যবহার হারাম। হারাম বস্তু খেয়ে ইবাদত করলে অবশ্যই তা আল্লাহ্র দরবারে কবুল হবে না। কেননা আল্লাহ পবিত্র এবং তিনি পবিত্রতা ভালবাসেন। অতএব ধূমপায়ী ও জর্দা সেবী সকল মুসলিমের প্রতি বিশেষ অনুরোধ, তওবা করে সত্বর এগুলি পরিহার করুন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত পৃথিবীর অন্য কোন দেশ এত বেশী অপচয় করে না। এ দেশের একটি চরম অপচয়ের কথা বলছি। এরা আকাশ জয়ের জন্য যে অর্থ ব্যয় করে, বোধকরি সারা পৃথিবী মিলে ঐ খাতে এত অর্থ ব্যয় করে না। বেশ কিছুদিন আগে এরা মহাশূন্যে একটি নভোযান উৎক্ষেপণ করেছিল।' সে যানটি মহাশূন্যে যেতে যেতে কোথায় যে হারিয়ে গেছে, বিজ্ঞানীরা তার হদীছ করতে পারেনি। অথচ এ যানটির পিছনে ব্যয় হয়েছে ৯৮ কোটি মার্কিন ডলার। আমাদের মুদ্রামানে তার পরিমাণ দাঁড়াবে ৯৮,০০০০০০০×৬০=৬৮,৬০,০০০০০০০ টাকা হ'তেও অধিক। মহাশূন্যে এরূপ শত শত অভিযান একেবারে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তবুও এ অভিযান থেমে থাকেনি এবং থেমে থাকার কোন সম্ভাবনাও নেই। এরা যুদ্ধখাতেও বিপুল অর্থ অপচয় করে চলেছে। এদের এরূপ অপচয় খাতে ব্যয়িত অর্থ দেশ ও দশের কল্যাণে ব্যয়িত হ'লে কতই না ভাল হ'ত।

আমাদের দেশও অপচয়ের ক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। দেশের অতি নগণ্য সংখ্যক মানুষের স্বার্থে খেলাধূলার মত একটি অপ্রয়োজনীয় খাতে প্রতি বছর বাজেটে ২০-৩০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়। তাছাড়া বিভিন্ন নেতা-নেত্রীর প্রতিমূর্তি বা ভাস্কর্য নির্মাণের মত শিরকী কাজে ব্যয় হয় কোটি কোটি টাকা। আমাদের দেশ গরীব, এটা আর বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বার বার বলতে শুনেছি, আমাদের কাজ করার মত আন্তরিকতা রয়েছে, কিন্তু সম্পদের সীমাবদ্ধতা হেতু পেরে উঠি না। সরকারকে একথাও বলতে শুনি, আমাদের দেশ কৃষি নির্ভর, কৃষির উন্নতি তথা দেশের উন্নতি। দেশকে খাদ্যে

স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে না পারলেও খাদ্যঘাটতি হ্রাসের জন্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ সরকারের একটি সঠিক কার্যক্রম। মানুষের মৌলিক চাহিদার মধ্যে সর্বাগ্রে আসে খাদ্য। তাই খাদ্য সমস্যার সমাধানে দেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধগুলি মযবূত করা অত্যাবশ্যক। খেলাধূলা ও মূর্তি তৈরীর প্রতি তেমন গুরুত্ব না দিয়ে উক্ত বরাদ্দ দেশের কল্যাণে ব্যয় করা উচিত।

সরকার ও জনগণের প্রতি আন্তরিক নিবেদন, আল্লাহ পাকের শাশ্বত বাণীর প্রতি সজাগ-সচেতন থেকে আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় খাতে ব্যয় করি। যাতে আমরা কেউ শয়তানের ভাইয়ে পরিণত না হই। আল্লাহ আমাদের সকলকে সেই মন-মানসিকতা দান করুন- আমীন!!

মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

পরিবেশ ও শব্দ দূষণ

পরিবেশ দূষণ বিষয়টির সঙ্গে আমরা সকলেই কমবেশী পরিচিত। নানাভাবে প্রতিনিয়ত পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। যথা- পানিদূষণ, বায়ুদূষণ, শব্দদূষণ ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে শব্দদূষণ সম্পর্কে অনেক মানুষের কোন ধারণাই নেই। পানিদূষণ, বায়ুদূষণ মানব সমাজে এবং প্রাণী জগতে নানা রোগজীবাণু ছড়ায়। ফলে নানা রোগে আক্রান্ত হয় প্রাণী জগৎ।

শব্দদূষণ কি? কি কি ভাবে শব্দ দূষিত হয়? শব্দ দূষণের ফলে কি কি রোগ হ'তে পারে এবং এর প্রতিকারের উপায় কি? ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনার পূর্বে শব্দ কি তা আলোচনা করা দরকার। শব্দ এক প্রকার শক্তি। সাধারণত কোন কিছু কম্পনের ফলে শব্দের সৃষ্টি হয়। আবার অন্যভাবে বলা যায় আমরা কানে যা কিছু শুনি তার সমষ্টিই শব্দ। শব্দ দৃশ্যমান নয়। রেডিও সেট যারা ব্যবহার করেন তারা অনেকেই যখন টিউনিং পরিবর্তন করেন তখন অনেক অপরিচিত ভাষার বা শব্দের আওয়ায শুনতে পান। প্রশ্ন হচ্ছে এই আওয়ায কিসের? বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কেন্দ্রের প্রচারিত অনুষ্ঠান মালার বাইরেও কিছু কিছু শব্দ শুনা যায়। প্রতিনিয়ত পৃথিবীতে যে শব্দ হয় তা একেবারে বিলীন হয়ে যায় না। এই শব্দগুলো বাতাসে ভেসে বেড়ায়, রেডিওতে আমরা যে অপরিচিত আওয়ায শুনি এগুলো বাতাসে ভেসে বেড়ানো ঐ শব্দ। শিল্প বিপ্লবের ফলে সারা পৃথিবীতে শিল্পায়ণ ও শহরায়ন সৃষ্টি হয়েছে। শব্দদূষণ শিল্প বিপ্লবেরই ফসল। যুগের প্রয়োজনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রতিনিয়ত গড়ে উঠছে বিভিন্ন কলকারখানা, মিল-ফ্যাক্টরী ও হাযারো রকমের যন্ত্রচালিত যানবাহন। যান্ত্রিক সভ্যতায় ভৌগলিক দূরত্ব হ্রাস পেলেও সামাজিক দূরত্ব অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। কেবলমাত্র ঢাকা শহরে ২০১০ সালের মধ্যে শব্দদূষণের কারণে শতকরা দশভাগ মানুষ বধির হয়ে যাবে। এটি একটি বড় সামাজিক সমস্যা। শব্দের মাধ্যমে যখন মানুষের স্বাভাবিক চলাফেরা, বসবাস ও জীবন যাপনে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয় তখন তাকে শব্দদূষণ বলে। সাধারণত মিল, কলকারখানা-ফ্যাক্টরী, ইণ্ডাস্ট্রী এবং বিভিন্ন ধরনের যানবাহনের উচ্চ শব্দ ও হাইড্রোলিক হর্ণ, মাইকের আওয়ায, রেডিও, টিভি, এয়ারপোর্ট, গোলাগুলি ও বোমবিং ইত্যাদি নানা কারণে শব্দদূষণ হয়। শব্দদূষণের কারণে বধির, উচ্চ রক্ত চাপ, মনোযোগ বিনষ্ট, হার্টবিট বেড়ে যাওয়া, মানসিক যন্ত্রণা সহ নানা প্রকার রোগ হয়ে থাকে। শব্দ দূষণ প্রতিকার সুস্থ সামাজিক জীবনের জন্য একান্ত প্রয়োজন। শব্দ সৃষ্টি হয় এমন যন্ত্রপাতি বিশেষ করে হর্ণ, টেপরেকর্ডার, রেডিও, টিভি ইত্যাদি প্রস্তুতকারক কোম্পানীগুলোর প্রতি বিধি নিষেধ আরোপ করা উচিত। এগুলো প্রস্তুতের সময় একটি নির্দিষ্ট শব্দ মাত্রা দিয়ে তৈরী করা যাতে করে কেউ যেন ইচ্ছা করেও মাত্রাতিরিক্ত শব্দের সৃষ্টি করতে না পারে। সর্বোপরি সামাজিক সচেতনতার মাধ্যমেও শব্দদূষণ রোধ ও প্রতিকার করা সম্ভব। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। ইঞ্জিন চালিত নৌকা বা সাধারণ ভ্যানে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকলে পরে স্বাভাবিকের চেয়ে কম শুনা যায়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে কিছুক্ষণ একেবারেই শুনতে পাওয়া যায় না। তাছাড়া যে সব সেনা সদস্য দীর্ঘ দিন যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবস্থান করেন তারা অনেক সময় বধিরতাসহ উচ্চ রক্তচাপ, মানসিক যন্ত্রণা ইত্যাদিতে ভোগেন।

পানিদূষণ, বায়ুদূষণের মত শব্দদূষণও পরিবেশের জন্য হুমকি স্বরূপ। কিন্তু শব্দদূষণের সাথে আমাদের সমাজের মানুষের পরিচিতি খুব সামান্য। রেডিও, টিভি এবং মোবাইল ফোনে শব্দ তরঙ্গের মাধ্যমে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে বিভিন্ন অনুষ্ঠান মালা প্রচার এবং অডিও, ভিডিও মেসেজ পাঠানো হয়। বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হচ্ছে মোবাইল ফোন। এই ফোন মানুষ তার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় রাখে। যখন কোন মেসেজ আসে তখন শরীরে এক ধরনের কম্পনের সৃষ্টি হয় অর্থাৎ রিং হওয়ার আগেই বুঝা যায় কোন কল আসবে বা আসতেছে। এটাও শব্দের প্রভাব। এর দ্বারা পরিবেশ দূষণ না হ'লেও মানব শরীরের ক্ষতি হয় তাতে কোন সন্দেহ নেই। আসুন সহনীয় মাত্রায় শব্দ ব্যবহার করি পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখি।

মুহাম্মাদ বাবলুর রহমান
আত্রাই অগ্রণী ডিগ্রী কলেজ
মোহনপুর, রাজশাহী।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবীতে ঢাকার মুক্তাঙ্গনে আহলেহাদীছ জাতীয় মহাসম্মেলন সফলভাবে অনুষ্ঠিত

অবশেষে পূর্ব ঘোষিত পল্টন ময়দানের পরিবর্তে মুক্তাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হ'ল আহলেহাদীছ জাতীয় মহাসম্মেলন। গত ২রা জুন শুক্রবার সকাল ১০-টা থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় লাখো জনতার এই ঐতিহাসিক মহাসম্মেলন। দেশব্যাপী সন্ত্রাস, নৈরাজ্য ও জঙ্গী তৎপরতার বিরুদ্ধে এবং মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সহ কারাবন্দী মযলূম নেতৃবৃন্দের নিঃশর্ত মুক্তির দাবীতে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ তাবলীগে ইসলাম'-এর সেক্রেটারী জেনারেল ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর প্রতিষ্ঠাতা যুগ্ম আহ্বায়ক মাওলানা শামসুদ্দীন সিলেটী, মসজিদ কাউন্সিল ফর কমিউনিটি এডভান্সমেন্ট -এর চেয়ারম্যান ও এনটিভির ইসলামিক অনুষ্ঠান বিভাগের পরিচালক মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, 'ইসলামী ঐক্য আন্দোলন'-এর সভাপতি হাফেয হাবীবুর রহমান, 'খেলাফত আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা জাফরুল্লাহ খান, বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ -এর ইউরোলজি বিভাগের প্রধান ডাঃ মুহাম্মাদ ফখরুল ইসলাম প্রমুখ।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মাওলানা গোলাম আযম, দফতর সম্পাদক বাহারুল ইসলাম, মাসিক **'আত-তাহরীক'** সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ, 'আন্দোলন'-এর শূরা সদস্য ও 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম ও মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, 'আন্দোলন'-এর শূরা সদস্য ও কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন' -এর সভাপতি মাওলানা. ছফিউল্লাহ, সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার ইলিয়াস হোসাইন, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ ইসমাঈল হোসাইন, প্রচার সম্পাদক মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলাম, গাযীপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা কফীলুদ্দীন বিন আমীন, ঢাকা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা'ছূম, বগুড়া যেলা 'আন্দোলন' -এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুর রহীম, খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা মুনীরুদ্দীন, 'আহলেহাদীছ আইনজীবী পরিষদ'-এর সদস্য এ্যাডভোকেট জার্জিস আহমাদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

সভাপতির ভাষণে ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন আহলেহাদীছের পরিচয় তুলে ধরে বলেন, আহলেহাদীছগণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ইমাম মেনে কেবল তাঁর অনুসরণ করে এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আদেশ-নিষেধকে অবনত মস্তকে মেনে নেয়। তারা অন্য কোন ইমাম, মুজতাহিদ বা কোন আলেমের অন্ধ অনুসরণ করে না এবং মানব রচিত কোন মতাদর্শকেও তারা মেনে নেয় না। তবে চার ইমামকে তারা শ্রদ্ধা করে।

তিনি বলেন, যুগ-যুগান্তর ধরে চলে আসা হক্বপন্থী এই জামা'আতকে ধ্বংস করার জন্য মিথ্যা স্বীকারোক্তির নাটক সাজিয়ে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব সহ শীর্ষ চার কেন্দ্রীয় নেতাকে গ্রেফতার করে আজ ১৫ মাস যাবত চরমভাবে নির্যাতন করা হচ্ছে। তিনি বলেন, যারা ইউসুফ (আঃ)-এর উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল, মহানবী (ছাঃ)-এর উপর যাদুকরের অপবাদ দিয়েছিল, ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-কে মিথ্যা অভিযোগে গ্রেফতার করেছিল, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল ও ইমাম ইবনু তায়মিয়াকে গ্রেফতার করেছিল তাদের উত্তরসূরীরাই আজ ডঃ গালিবসহ নিরপরাধ আহলেহাদীছ আলেম-ওলামাকে মিথ্যা অভিযোগে গ্রেফতার করে হয়রানি করছে। তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' মানুষের আক্বীদা ও আমল সংশোধনের মাধ্যমে সমাজ সংস্কারে বিশ্বাস করে, যা ছিল নবী-রাসূলগণের অনুসৃত পথ। এ 'আন্দোলন' কোন চরমপন্থী নীতি বা কর্মকাণ্ডে বিশ্বাসী নয়। তিনি অবিলম্বে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সহ সকল আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের মুক্তির জোর দাবী জানান।

নেতৃবৃন্দের প্রতি আরোপিত মামলা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, হাইকোর্টে জামিনের আবেদনের প্রেক্ষিতে রায় দেওয়া হয়েছে যে, 'যেহেতু কোথাও প্রমাণ হচ্ছে না যে ডঃ গালিব আহলেহাদীছ নন। সুতরাং তাঁকে জামিন দেয়া যাবে না'। তিনি বলেন, আহলেহাদীছ হওয়া যদি অপরাধ হয় তাহ'লে বিএনপির বিরুদ্ধে মামলা করুন, কারণ বিএনপি'র সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমান আহলেহাদীছ ঘরের সন্তান। সাবেক প্রেসিডেন্ট যিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধে মরণোত্তর মামলা দায়ের করুন, কারণ তিনি আহলেহাদীছ সমাজের মানুষ। মামলা দায়ের করুন আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে, কেননা আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মেয়র হানিফ আহলেহাদীছ। জাতীয় চার নেতার একজন মুহাম্মাদ কামরুজ্জামানও আহলেহাদীছ। সুতরাং তাঁর বিরুদ্ধেও মরণোত্তর মামলা দায়ের করুন।

তিনি বলেন, জেএমবি'র সৃষ্টি যারা করেছে তাদের বিভিন্ন উদ্দেশ্যের মধ্যে ইসলামের প্রকৃত ধারক আহলেহাদীছদের ধ্বংস করারও নীলনকশা ছিল। তা না হ'লে জেএমবি'র নাম ধরে আহলেহাদীছদের উপর এই চরম নির্যাতনের ধারা নেমে আসার কারণ কি? তিনি দেশী-বিদেশী কুচক্রীদের মুখোশ উন্মোচন করে এ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য নেতাকর্মীদের প্রতি উদাত্ত আহবান জানান।

'আহলেহাদীছ তাবলীগে ইসলাম'-এর সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা শামসুদ্দীন সিলেটী বলেন, আমরা সরকারকে আগেই হুঁশিয়ার করেছিলাম যে, নিরপরাধ মানুষের উপর যুলুম করবেন না। কারণ আল্লাহ যালেমদেরকে ভালবাসেন না। আজ আমাদের কাছে এটা স্পষ্ট যে, বর্তমান সরকার যুলুম করছে। কেননা তারা মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে ডঃ গালিবের মত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন ইসলামী চিন্তাবিদকে অন্যায়ভাবে বন্দী করে রেখেছে। অথচ আজ দেশের প্রতিটি নাগরিকই জানেন যে, ডঃ গালিব ও তাঁর সহকর্মীরা জঙ্গীবাদের ঘোর বিরোধী। তাঁরা নির্ভেজাল ইসলামী আদর্শের ধারক ও প্রচারক। সম্প্রতি গ্রেফতারকৃত জঙ্গী নেতা আব্দুর রহমানও স্বীকার করেছে যে, 'আমাদের সাথে ডঃ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের কোন সম্পর্ক নেই'। তারপরও সরকার তাঁদেরকে কেন বন্দী করে রাখবে? এ যুলুমের কারণেই সারা দেশে আজ সরকার বিরোধী জোর আওয়ায উঠেছে। সারা দেশে আজ অশান্তির আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। দেশে বিরাজ করছে অস্থিতিশীল পরিবেশ। কানসাট ট্র্যাজেডী, শনির আখড়ার ঘটনা ও ঢাকা ইপিজেডে শ্রমিক বিদ্রোহ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এসব ঘটনা প্রমাণ করে বর্তমান সরকার ব্যর্থ। তাই আমরা বলছি, যুলুম থেকে বেরিয়ে আসুন, দেশে শান্তি আসবে। আর যদি যুলুম বন্ধ না করেন, তাহ'লে আসমানী গযবের জন্য তৈরী হোন। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত মানুষগুলি তাদের নেতৃবৃন্দের মুক্তির জন্য আজ সমবেত হয়েছে। তাদের প্রতি তাকিয়ে দেখে তাদের মানসিকতা মূল্যায়ন করুন। ইসলামের প্রকৃত ধারক ও বাহকদের উপর আরোপিত দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রকে জনসম্মুখে পরিষ্কার করে কুচক্রীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করুন।

এনটিভির ইসলামিক অনুষ্ঠান বিভাগের পরিচালক মাওলানা আবুল কালাম আযাদ বলেন, মুসলমান মাত্রই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করে। আর আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জিত হয় আল্লাহ নির্দেশিত ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রদর্শিত পন্থায়। কুরআন ও সুন্নাহ্র ভিত্তিতে একটি কল্যাণমুখী সমাজ গঠনের কাজ যারা করেন, যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি চান তাদেরকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে জীবন-যাপন করা উচিত। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-কে আমি ছহীহ হাদীছপন্থী জামা'আত মনে করি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে বলেছেন। আল্লাহ তা'আলাও বলেন, 'ইসলামে কোন বাড়াবাড়ি বা জোর-জবরদস্তি নেই' *(বাক্বারাহ ২৫৬)*। সুতরাং বোমা মেরে ইসলাম কায়েমের প্রচেষ্টা সঠিক নয়, এটা নবী-রাসূলদের দেখানো দাওয়াতী পদ্ধতিও নয়। সুতরাং কিছু মানুষের কিছু কাজের দ্বারা গোটা আহলেহাদীছ জনগোষ্ঠীকে দায়ী করা মোটেই সঠিক হবে না। বোমা মেরে যারা ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার পন্থা অবলম্বন করেছিল তারা আজ হোক কাল হোক তাদের ভুল বুঝতে পারবে। দুনিয়ার কোন হক্বপন্থী মানুষ তাদের এ পন্থাকে ইসলামী পন্থা বলে মেনে নিতে পারে না। এজন্য আমরা লক্ষ্য করেছি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর ভাইয়েরা কোন দিন চরমপন্থা অনুসরণের পক্ষে ছিলেন না এবং আজো নেই, বরং তারা এর বিরোধিতা করে এসেছেন।

ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে চিনি। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর সাথে এক সঙ্গে হজ্জ করার। তাঁর সাথে আমি বেশ কিছুদিন ছিলাম। সন্ত্রাসী তৎপরতার পক্ষে কোন কথা আমি তাঁর কাছ থেকে শুনিনি। আমি **'আত-তাহরীক'** পত্রিকা পড়ি। আমি তাঁর লেখা পড়েছি, বক্তব্য শুনেছি। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড কিংবা ইসলাম কায়েমে সন্ত্রাসী পন্থা অবলম্বনের বিরুদ্ধে তাঁর দৃঢ় অবস্থান আমি দেখতে পেয়েছি। কোন ভুল বোঝাবুঝি অথবা ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে তিনি আজকে আমাদের মাঝে নেই। আমি বিশ্বাস করি যে, তাঁর ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সরকার তাঁকে মুক্তি দিবেন।

'খেলাফত আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা জাফরুল্লাহ খান বলেন, এ সরকার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে কি কারণে আজ দেড় বছর যাবৎ বন্দী রেখেছে তা আমাদের বোধগম্য নয়। বাংলাদেশের রাজনীতিকরা গণতন্ত্রের কথা বলেন, নাগরিক অধিকারের কথা বলেন। অথচ এদেশের একজন সম্মানিত নাগরিককে যামিন দেওয়া হয় না এটা কোন ধরনের গণতন্ত্র, এটা কোন ধরনের নাগরিক অধিকার? তিনি বলেন, দেশের চোর-ডাকাত, মদখোর, ঘুষখোর, সুদখোরদের সহজেই যামিন হ'তে পারে। কিন্তু ডঃ গালিবের মত খ্যাতিমান প্রফেসর, আলেমে দ্বীনের যামিন হয় না এটা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ও লজ্জাজনক ব্যাপার। জাতির জন্য এটা অপমানজনকও বটে।

তিনি আরো বলেন, ডঃ গালিব এদেশের গৌরব, জাতির সেবক। তাঁকে যামিন না দেওয়া সরকারের অন্যায়। তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আজ পর্যন্ত প্রমাণিত হয়নি, হবেও না ইনশাআল্লাহ। আমি এ সরকারকে বলে দিতে চাই, আগামী নির্বাচনে যদি আবার ক্ষমতায় আসতে চান তাহ'লে নিজেদের ভুল স্বীকার করে ডঃ গালিবকে মুক্তি দিন। তাঁর পরিবারের কাছে ক্ষমা চান। তা না হ'লে এ ভুলের মাশুল আগামী নির্বাচনে আপনাদেরকে দিতেই হবে।

'ইসলামী ঐক্য আন্দোলন'-এর আমীর মাওলানা হাবীবুর

রহমান বলেন, এ দেশের একজন সুপরিচিত পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব জনাব ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের সাথে আমার ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ হয়নি, কিন্তু তাঁর লিখিত বইপত্র আমার পড়ার সুযোগ হয়েছে। তাঁর লেখনী পড়ে আমি মুগ্ধ হয়েছি এবং আশ্চর্যও হয়েছি এই কারণে যে, যে ব্যক্তির কলম থেকে এইরূপ উচুমানের চিন্তামূলক লেখা আমাদের হাতে পৌঁছেছে, যিনি দীর্ঘদিন যাবৎ ইসলামের বিশুদ্ধ রূপ কায়েমের জন্য একটি আন্দোলন পরিচালনা করে আসছেন তাঁর বিরুদ্ধে এত নিকৃষ্ট অভিযোগ আরোপ করেছে ইসলামের বন্ধু হিসাবে দাবীদার এই সরকার। এই কাজ যারা করেছেন তারা চরম ধিক্কার পাওয়ার যোগ্য। কোন ভদ্রলোক, কোন সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি, মানবকল্যাণকামী কোন ব্যক্তি বা সরকার এ ধরনের অন্যায় করতে পারে না। মিথ্যাচার চালিয়ে যারা মাসের পর মাস, বছরের পর বছর নিরীহ-নির্দোষ মানুষকে জেলে আটক রাখতে পারে তাদেরকে আমি কোন মনুষ্যত্বের বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন সরকার বলতে পারি না। আমি শুধু বলতে চাই ডঃ গালিবকে আজও কেন অবরুদ্ধ রাখা হয়েছে দেশবাসীকে তা জানতে দিন। আমরা অবশ্য ধারণা করতে পারি এ সরকারের মধ্যে অবস্থানরত কোন দল বা ব্যক্তি তাদের মর্যাদা রক্ষার জন্যও তো এ অন্যায় করতে পারে। এই অপচেষ্টা যারা চালিয়েছে এবং এখনো চালিয়ে যাচ্ছে জাতির কাছে তাদের একদিন জবাবদিহী করতেই হবে। তিনি অবিলম্বে তাঁর মুক্তির দাবী করেন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজের ইউরোলজী বিভাগের প্রধান ডাঃ মুহাম্মাদ ফখরুল ইসলাম বলেন, আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে প্রকৃত মুমিন হওয়া। আর প্রকৃত মুসলিম হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে গেলে তথা আল্লাহ্র দ্বীনের দিকে খালেছভাবে ডাকতে গেলে বিগত যুগের আলেম-ওলামা ও মুজতাহিদগণের মত জেল-যুলুম, অত্যাচার-নির্যাতন, নিপীড়নের শিকার হ'তে হবে এটাই স্বাভাবিক। এ অবস্থায় আমাদের ধৈর্যধারণ করতে হবে এবং আল্লাহ্র কাছে তাঁর দ্বীনের বিজয়ের জন্য দো'আ করতে হবে। তিনি বলেন, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর মুহতারাম আমীর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** মিথ্যা মামলার শিকার হয়েছেন। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্যই জঙ্গীরা তাঁকে আক্রমণ করতে চেয়েছিল, অথচ সেই জঙ্গীবাদের মিথ্যা অপবাদে আজ তিনি কারা অভ্যন্তরে বন্দী জীবন-যাপন করছেন। সুতরাং সঠিক বিষয় অনুধাবন করে ডঃ গালিবকে অবিলম্বে মুক্তি দানের জন্য আমরা এ সম্মেলন থেকে সরকারের কাছে জোর দাবী জানাচ্ছি।

উল্লেখ্য, সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভের প্রেক্ষিতে 'আহলেহাদীছ জাতীয় মহাসম্মেলন'-এর স্থান নির্ধারিত হয় ঐতিহাসিক পল্টন ময়দান। কিন্তু সরকারের শরীক তথাকথিত একটি ইসলামী দলের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের কারণে সম্মেলন পল্টনে অনুষ্ঠিত হ'তে পারেনি। এর ফলে রাজধানীর মুক্তাঙ্গনে পূর্ব নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব নির্ধারিত সময় সকাল ১০-টায় সম্মেলন শুরু হওয়ার কথা থাকলেও সকাল ৮-টা থেকেই অনানুষ্ঠানিকভাবে সম্মেলন শুরু হয়। এ সময় মুষলধারে বৃষ্টি হ'লেও শ্রোতারা ত্রিপলের নীচে দাঁড়িয়ে বক্তব্য শ্রবণ করেন এবং বৃষ্টি বন্ধের দো'আ পাঠ করতে থাকেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার মেহেরবাণীতে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায় এবং যথারীতি সকাল ১০-টায় হাফেয মুহাম্মাদ লুৎফর রহমানের কুরআন তেলাওয়াত এবং সম্মেলনের আহ্বায়ক ও 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলামের স্বাগত ভাষণের মাধ্যমে সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। জুম'আর ছালাতের বিরতি সহ বিকাল ৪-টা পর্যন্ত সম্মেলন চলে। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীনের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে জাগরণী পরিবেশন করেন 'আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী'র প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম। সম্মেলনে মুক্তাঙ্গণ সহ গুলিস্তান, বায়তুল মোকাররম, দৈনিক বাংলা, প্রেসক্লাব, মহানগর নাট্যমঞ্চ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রায় শতাধিক হর্ণ দেওয়া হয়। ফলে দিনব্যাপী এই সম্মেলনের আওয়ায মুক্তাঙ্গন ছাড়িয়ে রাজধানীর প্রাণকেন্দ্র জুড়ে প্রকম্পিত করে তুলে।

সম্মেলন শেষে দু'কিলোমিটার দীর্ঘ একটি বিশাল মিছিল মুক্তাঙ্গন থেকে শুরু করে জিরোপয়েন্ট, মহানগর নাট্যমঞ্চ, দৈনিক বাংলা মোড় ঘুরে বায়তুল মুকাররমের উত্তর গেইট দিয়ে পুনরায় মুক্তাঙ্গন হয়ে নর্থসাউথ রোড ধরে বংশাল গিয়ে শেষ হয়। এ সময়ে 'সকল বিধান বাতিল কর অহি-র বিধান কায়েম কর', 'ডঃ গালিব বন্দী কেন, জোট সরকার জবাব চাই', 'ডঃ গালিবের মুক্তি সারা দেশের উক্তি', 'চার নেতার মুক্তি সারা দেশের উক্তি', 'চার নেতার মুক্তি চাই, দিতে হবে দিয়ে দাও', 'আহলেহাদীছ আন্দোলন জিন্দাবাদ', 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ জিন্দাবাদ' ইত্যাদি শ্লোগানে মুখরিত হচ্ছিল রাজধানীর আকাশ-বাতাস।

দেশের বিভিন্ন যেলা থেকে কর্মী ও সুধীগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রায় দুই শতাধিক রিজার্ভ বাস, ট্রেন ও অন্যান্য যান-বাহন যোগে সম্মেলনে যোগদান করেন। ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার কর্মীগণ পায়ে হেঁটে ও বিভিন্ন যানবাহনে চড়ে সম্মেলনে যোগদান করেন। সম্মেলনে জনতার বিপুল উপস্থিতি এবং যুলম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে উচ্চারিত মুহুর্মুহু শ্লোগান সকলকে আবেগাপ্লুত করে ফেলে। এ নিঃস্বার্থ আবেগ-অনুভূতি মূল্যায়ন করার ক্ষমতা হয়ত আমাদের স্বার্থান্ধ রাষ্ট্রনেতাদের নেই। তবে আহকামুল হাকেমীন মহান আল্লাহ্র দরবারে যেন হকের এই বুলন্দ আওয়াজ কবুল হয় আমরা সেই প্রার্থনা করছি। সর্বোপরি রাজধানী ঢাকার বুকে আহলেহাদীছদের এই বিশাল জনসমাবেশ নিঃসন্দেহে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা।

যুবসংঘ

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৬ জুন শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর নওদাপাড়া বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' শাহমখদুম থানার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। নওদাপাড়া এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ ডাঃ ইয়াকূব আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাসিক **'আত-তাহরীক'** সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক নূরুল ইসলাম, মহানগর 'আন্দোলন'-এর দফতর সম্পাদক ডাঃ সিরাজুল হক প্রমুখ।

বক্তাগণ বলেন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কোন ধরনের সন্ত্রাসী ও হিংসাত্মক কর্মকাণ্ডে বিশ্বাস করে না; বরং এ সংগঠন কর্মীদেরকে সুশৃংখল, আদর্শবান ও সুনাগরিক হিসাবে গড়ে ওঠার শিক্ষা দেয়। দেশের সম্পদ ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষার শিক্ষার পাশাপাশি দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আত্মনিয়োগ করার দীক্ষা দেয়। দেশে প্রচলিত নামসর্বস্ব তথাকথিত ইসলামী সংগঠনের মত ইসলামের কথা বলে ইসলাম ধ্বংসের পাঁয়তারা করে না। ইসলামের নাম বলে জনগণকে ভুল বুঝিয়ে তাদের সাথে প্রতারণা করে না। এ সংগঠন মুখে এক আর অন্তরে অন্যটা পোষণের মত মোনাফেকী করে না। বরং এ সংগঠন কথা-কাজে মিল রেখে কর্মীদেরকে প্রকৃত মুমিন হওয়ার শিক্ষা দেয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মহানগর 'যুবসংঘ'-এর অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক।

মারকায সংবাদ

দাখিল পরীক্ষায় নওদাপাড়া মাদরাসার ছাত্রদের কৃতিত্ব

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০০৬ সালে অনুষ্ঠিত দাখিল পরীক্ষায় **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'** পরিচালিত কেন্দ্রীয় মাদরাসা আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ছাত্ররা কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। ৩০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২৮ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। এদের মধ্যে ৮ জন A+ অর্থাৎ জিপিএ-৫, ১৫ জন A এবং ৫ জন A- গ্রেড পেয়েছে।

A + প্রাপ্ত ছাত্রবৃন্দঃ

১. হাফয হাসিবুল ইসলাম (রাজশাহী, গোল্ডেন A+), ২. আব্দুল গনী (ঝিনাইদহ), ৩. ওবাইদুল্লাহ (বাঘা, রাজশাহী), ৪. আব্দুল্লাহ আল-লুবাব (গাইবান্ধা), ৫. আমীর হামযাহ (নওগাঁ), ৬. আব্দুল হাদী (নওগাঁ), ৭. কাওছার আল-মামূন (রাজশাহী), ৮. মাহমূদুল হাসান (বগুড়া)।

A প্রাপ্ত ছাত্রবৃন্দঃ

১. রায়হানুল ইসলাম (দিনাজপুর, ৪.৯২), ২. মাযহারুল ইসলাম (দিনাজপুর, ৪.৯২), ৩. ওবাইদুল্লাহ (রাজশাহী, ৪.৯২), ৪. আব্দুর রাকীব (মেহেরপুর, ৪.৯২), ৫. ইউসুফ ছাদেক (বগুড়া, ৪.৮৩), ৬. আহসান হাবীব (নওগাঁ, ৪.৭৫), ৭. আব্দুল্লাহ আল-মামূন (নওগাঁ, ৪.৬৭), ৮. শাফীউল্লাহ (বগুড়া, ৪.৬৭), ৯. শিহাবুদ্দীন (নাটোর, ৪.৫৮), ১০. আরীফুল ইসলাম (রাজশাহী, ৪.৫০), ১১. ওমর ফারূক (চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ৪.৪২), ১২. আবু বকর (চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ৪.২৫), ১৩. ওবাইদুল্লাহ (চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ৪.২৫), ১৪. জামিরুল ইসলাম (রাজশাহী, ৪.২৫), ১৫. ফয়ছাল আহমাদ (চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ৪.০৮)।

A- প্রাপ্ত ছাত্রবৃন্দঃ

১. জাহাঙ্গীর আলম (রাজশাহী, ৩.৯২), ২. শাহাদাত হুসাইন (রাজশাহী, ৩.৯২), ৩. হাবীবুর রহমান (গাইবান্ধা, ৩.৬৭), ৪. আসাদুল্লাহ আল-গালিব (চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ৩.৫৮), ৫. আনোয়ার হুসাইন (রাজশাহী, ৩.৫০)।

বাঁকাল সংবাদ

দাখিল পরীক্ষায় বাঁকাল মাদরাসার ছাত্রদের কৃতিত্ব

'বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডে'র অধীনে ২০০৬ সালে অনুষ্ঠিত দাখিল পরীক্ষায় **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'** পরিচালিত দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়্যা আলিম মাদরাসার ছাত্ররা শতভাগ পাশের কৃতিত্ব অর্জন করেছে। মোট ১০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৭ জন A, ২ জন A- এবং ১ জন C গ্রেডে উত্তীর্ণ হয়েছে।

A প্রাপ্ত ছাত্রবৃন্দঃ

১. মু'তাছিম বিল্লাহ (সাতক্ষীরা, ৪.৭৫), ২. ছাকিব হুসাইন (ঐ), ৩. মোশাররফ হুসাইন (ঐ), ৪. আবূ মূসা (ঐ), ৫. দেলোয়ার হুসাইন (ঐ), ৬. আইয়ূব আলী (৪.৬৭), ৭. রেযাউল করীম (৪.৫০)।

A প্রাপ্ত ছাত্রবৃন্দঃ ১. মুনীরুল ইসলাম (৩.৯২), ২. আল-আমীন (৩.৫৮)।

C প্রাপ্ত ছাত্রঃ ১. কামারুল ইসলাম (২.৪২)।

৫ম শ্রেণী বৃত্তি লাভঃ

'বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডে'র অধীনে ২০০৬ সালের বৃত্তি পরীক্ষায় দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়্যা আলিম মাদরাসার ছাত্ররা কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। এবার এ মাদরাসা থেকে ৫ম শ্রেণীতে ট্যালেন্টফুলে বৃত্তি পেয়ে উপযেলার মধ্যে প্রথম হয়েছে মু'আয্যায বিল্লাহ এবং দ্বিতীয় হয়েছে একই মাদরাসার ছাত্র আখতারুযযামান।

পাঠকের দৃষ্টিআকর্ষণ

মাসিক 'আত-তাহরীক' এপ্রিল ২০০৬ সংখ্যার ২৬ পৃষ্ঠায় অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ রচিত প্রবন্ধে মরহূম প্রফেসর ডঃ আব্দুল বারী সম্পর্কে তিনি যে অতিরঞ্জিত বিশেষণ ব্যবহার করেছেন সেগুলি মূলতঃ বাস্তব সম্মত নয়। -সম্পাদক।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/৩২১)ঃ জিন জাতির আবাসস্থল কোথায়? তারা কি মানুষের ন্যায় বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত? তাদের বয়সসীমা কত? তারা কি মানুষের ন্যায় জান্নাত ও জাহান্নামে যাবে? ছহীহ দলীলের ভিত্তিতে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুসাম্মাৎ নূরুন্নাহার
সাতক্ষীরা সরকারী কলেজ, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ জিনেরা সাধারণতঃ উপদ্বীপ এবং পাহাড়-পর্বতে বসবাস করে *(তাফসীর ইবনে কাছীর ১/৭৪ পৃঃ, সূরা বাক্বারাহ ৩০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা)*। তবে এরা বিভিন্ন সময়ে পায়খানা, পেশাবখানা, গোসলখানা প্রভৃতি অপবিত্র স্থানেও অবস্থান করে। -এজন্যই তাদের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য পেশাব ও পায়খানায় প্রবেশের সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দো'আ পড়তে বলেছেন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৫৮ 'পেশাব-পায়খানার শিষ্টাচার' অনুচ্ছেদ; সনদ ছহীহ, ইরওয়াউল গালীল হা/৫০)*। এছাড়া কিছু কিছু জিন সাপের আকৃতি ধারণ করে মানুষের গৃহেও বসবাস করে। এ সকল জিনকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তিন দিনের মধ্যে চলে যাওয়ার অনুমতি প্রদান ব্যতীত হত্যা করতে নিষেধ করেছেন *(মুসলিম ২/২৩৪-৩৫ পৃঃ, 'সাপ ও অন্যান্য জীব-জন্তু হত্যা করা' অনুচ্ছেদ)*। মানুষ যেমন বিভিন্ন গোত্রে ও বংশে বিভক্ত, তেমনি জিনেরাও বিভিন্ন গোত্র ও বংশে বিভক্ত। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, পৃথিবীতে সর্বপ্রথম জিনেরা বসবাস করত। অতঃপর তারা সেখানে বিপর্যয় সৃষ্টি করা, রক্তপাত ঘটানো এবং পরস্পরকে হত্যা করা শুরু করলে আল্লাহ তা'আলা তাদের কাছে ইবলীসকে প্রেরণ করেন। ইবলীস ও তার সৈন্যবাহিনী তাদেরকে হত্যা করে এবং সমুদ্রের উপদ্বীপ ও পাহাড়-পর্বতের পাদদেশে বিতাড়িত করে *(তাফসীর ইবনে কাছীর ১/৭৪ পৃঃ, সূরা বাক্বারাহ ৩০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। জিনেরা দীর্ঘ হায়াতের অধিকারী। কুরআন মাজীদের আয়াত 'আমাকে ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন' *(ছোয়াদ ৭৯)* থেকে বুঝা যায় যে, জিনেরা দীর্ঘ জীবন লাভ করে থাকে। এ প্রসঙ্গে সাহ্ল ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে একটি বর্ণনা পাওয়া যায় যে, তিনি এক জায়গায় জনৈক বৃদ্ধ জিনকে বায়তুল্লাহ্র দিকে মুখ করে ছালাত আদায় করতে দেখেন। সে পশমের জুব্বা পরিহিত ছিল। সাহ্ল (রাঃ) বলেন, ছালাত সমাপনান্তে আমি তাকে সালাম দিলে সে জওয়াব দিয়ে বলল, 'তুমি এই জুব্বার চাকচিক্য দেখে বিস্মিত হচ্ছ? অথচ জুব্বাটি সাতশ' বছর ধরে আমার নিকটে আছে। এটা পরিধান করেই আমি ঈসা (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাত করেছি। অতঃপর এই জুব্বা গায়ে দিয়েই মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর দর্শন লাভ করেছি। যেসব জিন সম্পর্কে সূরা জিন অবতীর্ণ হয়েছে, আমি তাদেরই একজন' *(মা'আরিফুল কুরআন (সংক্ষিপ্ত), পৃঃ ১৪০৯)*। তবে বর্ণনাটির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে পরিষ্কার কিছু জানা যায় না। মুমিন জিনেরা জান্নাতে যাবে এবং কাফের জিনেরা জাহান্নামে যাবে, এটাই বিশুদ্ধ মত *(আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১/১৩৩-৩৪ পৃঃ; ফাৎহুল বারী ৬/৪২৫ পৃঃ, হা/৩২৯৬ -এর ব্যাখ্যা দ্রঃ)*।

প্রশ্নঃ (২/৩২২)ঃ ব্যবসায় অধিক লাভের উদ্দেশ্যে দোকানে টেলিভিশন চালু রেখে ব্যবসা করা কি বৈধ?

-যাকির
ধামতী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ ব্যবসা লাভজনক করার উদ্দেশ্যে কোন প্রকার অসদুপায় অবলম্বন শরী'আত সম্মত নয়। সেকারণ অশ্লীলতা দ্বারা মানুষকে একত্রিত করে উপার্জন করা জায়েয নয় *(সূরা লোকমান ৬; আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৭৮০)*।

প্রশ্নঃ (৩/৩২৩)ঃ জনৈক বক্তা এই মর্মে ফৎওয়া দিয়েছেন যে, চাকুরীজীবী মহিলা মাত্রই যেনাকারিণী। এই ফৎওয়া কি সঠিক হয়েছে?

-এস.এম. মুনীরুযযামান
কামাল নগর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। মহিলারা পূর্ণ পর্দা বজায় রেখে পৃথক প্রতিষ্ঠানে স্বতন্ত্রভাবে চাকুরী করলে তাতে শারঈ কোন বাধা নেই। তবে বেপর্দা অবস্থায় অপর পুরুষের সাথে মিশে চাকুরী করলে তা সাধারণ যেনার পর্যায়ভুক্ত। কারণ নারী-পুরুষ পরস্পরকে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা চোখের যেনা, হাত দিয়ে স্পর্শ করা হাতের যেনা, কান দিয়ে শ্রবণ করা কানের যেনা এবং পা দিয়ে হেঁটে যাওয়া পায়ের যেনা বলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উল্লেখ করেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৮৬ 'ঈমান' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৪/৩২৪)ঃ যদি শিক্ষকের বেত্রাঘাতে ছাত্রের মৃত্যু হয়, তাহ'লে শিক্ষকের বিচার কি হবে? ছাত্রদের ছোট-বড় দোষের বিচার সমানভাবে করা সম্ভব না হ'লে করণীয় কি?

-সৈয়দ ফায়েয
ধামতী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ অবাধ্য ছাত্রকে আদব শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে শিক্ষক সাধারণভাবে শাসন করতে পারেন। তবে তার যেন ক্ষতি না হয় সেদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে *(আল-মুগনি ২৫/৩৫৯)*। শিক্ষকের প্রহারে ছাত্রের কোন অঙ্গহানি হ'লে অথবা মৃত্যু হ'লে শারঈ বিধান অনুযায়ী শিক্ষকের উপর কিছাছ

প্রযোজ্য হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি তাদের উপর ফরয করে দিয়েছি, প্রাণের বদলে প্রাণ, চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাত এবং যখমের বদলে সমান যখম। অতঃপর যে ক্ষমা করে, সে গুনাহ থেকে পাক হয়ে যায়। আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী যেসব লোক ফায়ছালা করে না তারাই যালেম' (মায়েদাহ ৪৫)। উল্লেখ্য যে, অভিভাবক কিছাছের পরিবর্তে 'দিয়াত' বা রক্তপণ গ্রহণ করতে পারেন অথবা ক্ষমাও করে দিতে পারেন। আর এক্ষেত্রে ক্ষমা করা শ্রেয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মানুষের ত্রুটিকে ক্ষমা করে দিতে বলেছেন (ছহীহ আবূদাঊদ হা/৪৩৭৫)। আর এই শারঈ 'হদ' দেশের মুসলিম সরকার কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে। শারঈ 'হদ' এতদ্ব্যতীত সাধারণ ছোট-বড় ভুলের জন্য শাসনে কমবেশী করা শরী'আত বহির্ভূত নয়।

প্রশ্নঃ (৫/৩২৫)ঃ ধর্ষণের হাত হ'তে রেহাই পাওয়ার আশায় কোন মহিলা যদি আত্মহত্যা করে তাহ'লে তার পরিণতি কী হবে।

-তাহমিনা খাতুন
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, কোন কারণে কেউ আত্মহত্যা করলে তাকে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। ছাবিত বিন যাহ্হাক বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি যে বস্তু দ্বারা আত্মহত্যা করবে, ক্বিয়ামত দিবসে তাকে সে বস্তু দ্বারা শাস্তি দেওয়া হবে (বুখারী হা/১২৭৬)। অতএব উক্ত কারণে কোন মহিলার আত্মহত্যা করা শরী'আত সম্মত নয়।

প্রশ্নঃ (৬/৩২৬)ঃ যে সমস্ত বিবাহের অনুষ্ঠানে শরী'আত বিরোধী কার্যকলাপ হয় সে সমস্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়া কি জায়েয?

-নযরুল ইসলাম
আসানপুর, গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ যেসব অনুষ্ঠানে শরী'আত বিরোধী কার্যকলাপ হয় যেমন- গান-বাজনা, নারীদের অবাধ মেলা-মেশা ইত্যাদি সেসব অনুষ্ঠান নিঃসন্দেহে বর্জনযোগ্য (ফাতাওয়া আল-মারআত, পৃঃ ১০৪)। তবে শরী'আত বিরোধী কার্যকলাপ হ'তে মুক্ত এমন অনুষ্ঠানে যোগদান করা জায়েয। আল্লাহ বলেন, 'তাদেরকে পরিত্যাগ করুন যারা নিজেদের ধর্মকে ক্রীড়া ও কৌতুকরূপে গ্রহণ করেছে এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে' (আন'আম ৭০)।

প্রশ্নঃ (৭/৩২৭)ঃ আল্লাহ পাক প্রতিটি মানুষকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু যে ব্যক্তি অবিবাহিত অবস্থায় মারা যায় তার জোড়া কিভাবে সে পাবে?

-আমানুল্লাহ
ইসলামপুর, জামালপুর।

উত্তরঃ জান্নাত এমন একটি সুখময় স্থান যেখানে কোন কিছুর অভাব নেই। বান্দা যা চাইবে সেখানে তাই পাবে। সুতরাং তার সাথী বা জোড়ার প্রয়োজন হ'লে আল্লাহ তা'আলা তা পূরণ করে দিবেন। আল্লাহ বলেন, 'ইহকালে ও পরকালে আমরা তোমাদের বন্ধু। সেখানে তোমাদের জন্য তাই আছে যা তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য তা-ই আছে যা তোমরা দাবী কর' (হা-মীম সাজদা ৩১)।

প্রশ্নঃ (৮/৩২৮)ঃ কোন ব্যক্তি একাধিক বিবাহ করলে কার সাথে তার হাশর-নাশর হবে? এক্ষেত্রে প্রথম স্ত্রী যদি তালাক প্রাপ্তা হয়, তাহ'লে কী হবে?

-আমানুল্লাহ
ইসলামপুর, জামালপুর।

উত্তরঃ স্বামী এবং স্ত্রীরা সবাই জান্নাতী হ'লে তারা একই সঙ্গে জান্নাতে বসবাস করবে। আর প্রথম স্ত্রী যদি তালাক প্রাপ্তা হয়, তাহ'লে পরের স্ত্রীর সাথে সে জান্নাতে বসবাস করবে যদি স্ত্রী জান্নাতী হয় (ত্বাবারাণী, বায়হাক্বী, সিলসিলা ছহীহা হা/১২৮১ দ্রঃ প্রশ্নোত্তর ৩২/১১২, ডিসেম্বর ২০০৩)।

প্রশ্নঃ (৯/৩২৯)ঃ বিবাহের সময় সাতজন যুবতী মেয়ে কনের মাথায় হাত রেখে কনেকে গোসল করায়, মুখে খির দেয়, কনের মা ১টি ছিয়াম রাখে, ফুলের মালা ও ঘুনসি ব্যবহার করে থাকে। এরূপ করা কি শরী'আত সম্মত?

-আমীন
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ বিবাহ করা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত। তাই এই আনন্দমূলক অনুষ্ঠান শরী'আত সম্মত পদ্ধতিতেই করতে হবে। কিন্তু উল্লিখিত বিষয়গুলি সবই কুসংস্কার। এগুলি পরিত্যাজ্য। তবে বিবাহের সময় মেয়েকে অপ্রাপ্ত বয়সের বালিকারা হলুদ মাখাতে পারে এবং তারা ইসলামী গযল গাইতে পারে (নাসাঈ, মিশকাত হা/৩১৫৯)।

প্রশ্নঃ (১০/৩৩০)ঃ অবিবাহিত পুরুষ ও মহিলা টেলিফোনে বাক্যালাপ করতে পারে কি?

-আফযাল
পিয়ারপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ বিবাহিতা হোক আর অবিবাহিতাই হোক পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন হ'লে মহিলারা পর্দার অন্তরাল থেকে কথা বলতে পারে। তবে বাক্যালাপের সময় কৃত্রিমভাবে নারী কণ্ঠের কোমলতা পরিহার করতে হবে। যাতে শ্রোতার মনে অবাঞ্ছিত কামনার সঞ্চার না হয়। টেলিফোনের ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে কথা বলতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে নবী পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও। যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে পরপুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বল না। কারণ সে ব্যক্তি কু-বাসনা করে, যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। বরং তোমরা সঙ্গত কথাবার্তা বলবে' (আহযাব ৩২)।

প্রশ্নঃ (১১/৩৩১)ঃ পেশাব করার সময় কাপড়ে বা শরীরের কোথাও পেশাব ছিটকে পড়লে এবং আশেপাশে কোথাও পানি না পেলে করণীয় কি?

-হাফীয আহমাদ
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ শরীরের কোথাও বা কাপড়ে পেশাব লাগলে পানি দ্বারা ধৌত করে পবিত্রতা অর্জন করাই শরী'আতের নির্দেশ। তবে যথাসম্ভব চেষ্টার পরও পানি পাওয়া না গেলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করতে হবে' *(মায়েদাহ ৬)*। পবিত্রতা অর্জনের নিয়তে 'বিসমিল্লাহ' বলে মাটির উপরে একবার দু'হাত মেরে তাতে ফুঁক দিয়ে মুখমণ্ডল ও দু'হাতের কব্জি পর্যন্ত একবার মাসাহ করতে হবে *(মুস্তফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫২৮; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৩৬)*।

প্রশ্নঃ (১২/৩৩২)ঃ পাগড়ী পরিধানের জন্য টুপি পরিধান করা কি শর্ত? পাগড়ীর দৈর্ঘ সম্পর্কে কোন নির্দেশনা আছে কি?

-আব্দুল মজীদ ড্রাইভার
তুলাগাঁও, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ টুপির উপর পাগড়ী পরিধান করতে হবে এটা শর্ত নয়। টুপি ছাড়াও পাগড়ী পরা যায়। আবার টুপির উপরেও পাগড়ী পরা যায়। উভয়টিই জায়েয *(যাদুল মা'আদ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩০ 'পোশাক' অনুচ্ছেদ)*। উল্লেখ্য, টুপির উপর পাগড়ী পরা আর টুপি ছাড়া পাগড়ি পরা মুশরিক ও মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য মর্মে যে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে তা নিতান্তই যঈফ *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৩৪০ 'পোশাক' অধ্যায়)*। উল্লেখ্য যে, পাগড়ীর দৈর্ঘ সম্পর্কে স্পষ্ট কোন দলীল নেই। সুবিধামত দৈর্ঘের পাগড়ী পরিধান করবে।

প্রশ্নঃ (১৩/৩৩৩)ঃ যাদের নেকী এবং গুনাহ সমান হবে তারা জান্নাতে যাবে না জাহান্নামে যাবে?

-আব্দুল আলীম
পাজরভাঙ্গা, নওগাঁ।

উত্তরঃ যাদের নেকী ও পাপ সমান হবে তারা জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে একটি উঁচু স্থানে অবস্থান করবে। তারাই হবে আ'রাফবাসী। অর্থাৎ যাদের নেকী এত বেশী হবে না যার ফলে তারা জান্নাত যাবে। আবার পাপও এত বেশী নয় যার কারণে জাহান্নামে যাবে। তাই তারা একটি সীমান্ত এলাকায় বসবাস করবে *(তাফসীর ইবনে কাছীর, ১ম খণ্ড, ২২৫ পৃঃ; সূরা আ'রাফ ৪৬, ৪৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৪/৩৩৪)ঃ আমাদের গ্রামে একটি পুরাতন মসজিদ ছিল। পরবর্তীতে তার পার্শ্বে একটি ইসলামী এনজিও কর্তৃক নতুন মসজিদ নির্মিত হয়েছে। বর্তমানে এই মসজিদেই ছালাত আদায় করা হচ্ছে। আর পুরাতন মসজিদটি পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে। এমতাবস্থায় ঐ পুরাতন মসজিদে অথবা মসজিদ ভেঙ্গে ঐ স্থানে ইমাম ছাহেবের জন্য স্বপরিবারে থাকার ব্যবস্থা করা যাবে কি?

-মুনীরুযযামান
হাতুরাপাড়া, মহজমপুর
সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ মসজিদ কমিটি যদি উক্ত মসজিদকে আবাসস্থলে রূপান্তরিত করে ইমাম ছাহেবের থাকার ব্যবস্থা করে দেন তাতে শরী'আতে কোন বাধা নেই *(বুখারী ফাৎহ সহ হা/৪৪০ 'ছালাত' অধ্যায়, 'পুরুষদের মসজিদে ঘুমানো' অনুচ্ছেদ)*। তাছাড়া প্রয়োজনে মসজিদ স্থানান্তরও করা যায়। ওমর (রাঃ)-এর খিলাফত কালে কূফার মসজিদকে স্থানান্তরিত করে সেখানে খেজুরের বাজার করা হয়েছিল *(ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ ৩১/২১৭ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৫/৩৩৫)ঃ আমি ছালাত আদায়ের জন্য মসজিদে গিয়ে দেখি আমি ছাড়া আর অন্যকোন মহিলা নেই। এমতাবস্থায় আমি একাই পুরুষদের পিছনে ছালাত আদায় করেছি। আমার ছালাত আদায় হয়েছে?

-রওশন আরা
প্রযত্নেঃ আলহাজ্জ ছিয়ামুদ্দীন
উত্তর নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত অবস্থায় ছালাত সঠিক হয়েছে। কেননা পুরুষদের সাথে মহিলাদের ছালাত আদায় করার নিয়ম হচ্ছে- পুরুষেরা সামনের কাতারে থাকবে, আর মহিলারা শেষের কাতারে থাকবে। এমনকি দু'জন বয়স্ক পুরুষ, একটি বালক ও একজন মহিলা মুছল্লী হ'লে একজন ঈমাম হবেন। তাঁর পিছনে উক্ত পুরুষ ও বালকটি এবং সকলের পিছনে মহিলা একাকী দাঁড়াবে। আর যদি দু'জন পুরুষ ও একজন মহিলা হন, তবুও ইমামের ডাইনে পুরুষ মুক্তাদী দাঁড়াবে এবং পিছনে মহিলা একাকী দাঁড়াবে। এমনকি একজন পুরুষ অন্যজন মহিলা হ'লেও মহিলা পিছনে দাঁড়াবে আর পুরুষ ইমামতি করবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১০৮, ১১০৯ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৮৮)*।

প্রশ্নঃ (১৬/৩৩৬)ঃ জনৈক ব্যক্তি ছয়জন ছেলে-মেয়ে ও স্ত্রী থাকাবস্থায় দ্বিতীয় বিবাহ করে। অতঃপর কাউকে না জানিয়ে ভিটা-বাড়ী সহ সমস্ত সম্পদ দ্বিতীয় স্ত্রীর নামে লিখে দেয়। এর পরিণাম কি?

-আবু সাঈদ
হাটমাধনগর, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ কারো সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রী বিদ্যমান থাকার পরও সামর্থ্য থাকলে দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারে। তবে পূর্বের সন্তান ও স্ত্রীকে বঞ্চিত করে সমস্ত সম্পদ দ্বিতীয় স্ত্রীর নামে লিখে দেয়া চরম অন্যায় হয়েছে। আর এই অন্যায় বন্টনের শাস্তিও হবে কঠিন। কেননা আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী বন্টন না করে সীমালংঘন করলে চিরকাল জাহান্নামে অপমানজনক শাস্তি ভোগ করতে হবে *(নিসা ১৩)*। এ ধরনের গুনাহ বান্দার হক্ব নষ্ট করার শামিল। এমন গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করেন না *(বুখারী, মিশকাত হা/৫১২৬)*। এক ব্যক্তি তার কোন একজন ছেলেকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, আমার এই ছেলেকে একজন গোলাম প্রদান করতে চাই এবং আপনাকে সাক্ষী রাখতে চাই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)

বললেন, তুমি কি তোমার সকল ছেলেকে অনুরূপ দিয়েছ? সে বলল, না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আল্লাহকে ভয় কর, 'তোমাদের ছেলেদের মাঝে ইনছাফ কর' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০১৮)*।

প্রশ্নঃ (১৭/৩৩৭)ঃ জনৈক অমুসলিম ব্যক্তির নিকট হ'তে ১০০ টাকা কর্য নিয়েছিলাম। যে জায়গায় এবং যে সময় তাকে টাকা দেওয়ার অঙ্গীকার করেছিলাম সে সময় এবং সে জায়গায় সারা দিন অপেক্ষা করেও তাকে পাইনি। তার ঠিকানাও আমার জানা নেই। এক্ষণে করণীয় কি?

-মুহাম্মাদ হাসীবুল ইসলাম
শ্যামপুর নতুন পাড়া,
মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ প্রথমতঃ উক্ত বন্ধুকে অথবা তার আত্মীয়-স্বজনকে খুঁজে বের করার যথাযথ চেষ্টা করতে হবে। অতঃপর চেষ্টার পরও যদি পাওয়া না যায় তাহ'লে আল্লাহ্র নিকটে তার হেদায়াত কামনায় উক্ত টাকা ফক্বীর-মিসকীনকে দান করে দিতে হবে।

প্রশ্নঃ (১৮/৩৩৮)ঃ জনৈক শিক্ষক মুসলিম চিত্রকলা সম্পর্কে পড়াতে গিয়ে এক ঐতিহাসিক ঘটনা তুলে ধরে বলেন, মক্কা বিজয়ের পরে কা'বা ঘরে রক্ষিত মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেলার সময় নবী করীম (ছাঃ) কা'বার দেওয়ালে অংকিত মারইয়াম (আঃ)-এর ছবিটি না ভেঙ্গে রেখে দেন। আর এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, জীবের ছবি অংকন করা বৈধ। এর সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আমীনুল ইসলাম
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ উক্ত ঘটনা সঠিক নয়। এর দ্বারা আল্লাহ্র রাসূলের নামে মিথ্যাচার করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি আমার উপর মিথ্যারোপ করল সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে নির্ধারণ করে নেয়' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৯৮ 'ইলম' অধ্যায়)*। তবে শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজনে সাময়িকভাবে জীবের ছবি অংকন করা যাবে। এছাড়া সাধারণভাবে ছবি অংকন করা, ছবি তোলা হারাম।

প্রশ্নঃ (১৯/৩৩৯)ঃ আমি স্কুলের ছাত্র। দৈনিক ৫ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করি। কিন্তু রাত জেগে পড়ার কারণে ফজরের ছালাত প্রায়ই ক্বাযা হয়ে যায়। স্কুলে গিয়েও সুষ্ঠু পরিবেশ না থাকায় যোহরের ছালাত ক্বাযা হয়। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি?

-মুহাম্মাদ মাহফুযুর রহমান
তেগাড়ী, নওগাঁ।

উত্তরঃ ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার ছালাতের হিসাব নেওয়া হবে...*(সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৩৫৮)*। পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ঠিকমত ও সময়মত আদায় করতে অভ্যস্ত হ'তে হবে। লেখা-পড়ার সময় নিয়ন্ত্রণ করে যথাসময়ে ঘুমানো ও ঘুম থেকে উঠে ওয়াক্তমত ছালাত আদায় করায় অভ্যস্ত হ'তে হবে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'মুমিনদের উপরে ছালাত নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ফরয করা হয়েছে' *(নিসা ১০৩)*। কোন কারণবশতঃ কোনদিন ঘুম থেকে উঠতে না পারলে যখন জাগ্রত হবে তখনই আদায় করে নিবে *(ছহীহ আবূদাঊদ হা/৩৭০৩)*। আর ছালাত আদায়ের জন্য সুষ্ঠু পরিবেশের প্রয়োজন নেই। আল্লাহ্র পুরো যমীনই মসজিদ। সুতরাং ছালাত আদায়ের মত জায়গা পেলেই সেখানে ছালাত আদায় করে নিতে হবে। তবে কোন অবস্থাতেই বিনা ওযরে ছালাত ক্বাযা করা যাবে না।

প্রশ্নঃ (২০/৩৪০)ঃ ঈদগাহের জমি মাদরাসার নামে হস্তান্তর বা তার সম্পদ মাদরাসার কাজে ব্যবহার করা যাবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আক্বাস
বায়া বাজার, রাজশাহী।

উত্তরঃ ঈদগাহের জন্য ওয়াক্বফকৃত জমি মাদরাসার নামে হস্তান্তর করা যাবে। তবে সেই মাঠে ঈদের ছালাত নিয়মিত অনুষ্ঠিত হওয়ায় যেন কোন প্রকার বাধা-বিপত্তি না আসে এবং ঈদগাহের সংস্কার ও উন্নতির দায়-দায়িত্ব মাদরাসার কমিটিকে নিতে হবে। আর মাদরাসাটি যদি ইসলামিয়া হয় এবং সেটি যদি সরকারী অনুদানে পরিচালিত না হয় তাহ'লে ঈদগাহের সম্পদ মাদরাসার কাজেও লাগানো যাবে। উল্লেখ্য যে, মসজিদ স্থানান্তর করা যেমন শরী'আত সম্মত তেমনি প্রয়োজন সাপেক্ষে ঈদগাহের জমিও হস্তান্তর করা জায়েয *(ফাতাওয়া ইবনু তায়মিয়াহ ৩১/২১৭ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২১/৩৪১)ঃ আব্দুল ক্বাদের জীলানী (রহঃ) আল্লাহ্র অলী ছিলেন নাকি আলেম ছিলেন? বহু বক্তার মুখে শুনেছি যে, তিনি ১৮ পারা কুরআন মজীদ মায়ের গর্ভে থাকাকালীন সময় মুখস্থ করেছিলেন। এর সত্যতা জানতে চাই।

-রফীকুল ইসলাম
সুজাপুর, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর।

উত্তরঃ আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) একজন বিজ্ঞ আলেম ছিলেন। তবে তিনি অলী ছিলেন কি-না তা আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন। তিনি মায়ের গর্ভ হ'তে আঠার পারা কুরআন মুখস্থ করেছিলেন মর্মে যে কথা সমাজে প্রচলিত আছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কেননা আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়েদের গর্ভ হ'তে বের করেছেন, এমন অবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতে না' *(নাহল ৭৮)*। উল্লিখিত আয়াতটি প্রমাণ করে উক্ত বক্তব্য মিথ্যা, বানাওয়াট ও ভিত্তিহীন। উল্লেখ্য যে, আব্দুল ক্বাদের জিলানী (রহঃ)-এর নামে এ ধরনের অসংখ্য মিথ্যা কথা সমাজে চালু আছে, যা একশ্রেণীর বক্তা ও লেখকরা প্রচার করে থাকে। এগুলি থেকে সাবধান থাকা যরূরী।

প্রশ্নঃ (২২/৩৪২)ঃ কিছুদিন পূর্বে আমার কয়েকজন আত্মীয় পানিতে ডুবে মারা গেলে সবাইকে এক সাথে একই কবরে দাফন করা হয়েছে। এক্ষণে মৃতের ছেলে তার পিতার লাশ উত্তোলন করে পৃথকভাবে দাফন করতে চান। এটি করা যাবে কি?

-আব্দুর রশীদ
চণ্ডিপুর, মণিরামপুর, যশোর।

উত্তরঃ এক সাথে একাধিক লাশ দাফন করাতে শরী'আতে কোন বাধা নেই *(নায়ল ৪/১১২ পৃঃ)*। তবে কেউ যদি আলাদাভাবে দাফন করতে চায় তাও করতে পারবে। এক্ষেত্রে দাফনকৃত লাশকে সম্মান ও মর্যাদা সহকারে অন্যত্র স্থানান্তরিত করতে হবে। জাবির (রাঃ) বলেন যে, আমার পিতার সাথে অন্য লোককে (একই কবরে) দাফন করা হ'লে আমি এতে সন্তুষ্ট হ'তে পারলাম না। পরে আমার পিতাকে আমি সেই কবর থেকে উঠিয়ে পৃথকভাবে অন্য জায়গায় দাফন করি। অন্য হাদীছে রয়েছে যে, তিনি এটি দাফনের ছয় মাস পরে করেছিলেন *(বুখারী, ১ম খণ্ড, ১৮০ পৃঃ)*। কাজেই ছেলে যদি তার পিতার লাশ অন্যত্র দাফন করতে চায় তাহ'লে করতে পারবে।

প্রশ্নঃ (২৩/৩৪৩)ঃ কোন ব্যক্তি হারাম উপায়ে উপার্জন করলে তার দেওয়া অর্থ-সম্পদ ভোগ করা যাবে কি?

-আতীকুল ইসলাম
হাজীরপাড়া, হারাগাছ, রংপুর।

উত্তরঃ হারাম উপায়ে উপার্জিত অর্থ গ্রহণ করা জায়েয নয়। কারণ হারাম উপার্জন বৈধ নয়। হারাম উপার্জন খেলে আল্লাহ ইবাদত কবুল করেন না। আল্লাহ বলেন, 'হে মানব সম্প্রদায়! তোমরা যমীন হ'তে উৎপাদিত বস্তু যা হালাল ও বৈধ তা ভক্ষণ কর' *(বাক্বারাহ ১৬৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের জন্য সবচেয়ে উত্তম খাদ্য তোমাদের বৈধ উপার্জন' *(আবূদাউদ, মিশকাত হা/২৭৭০)*। আল্লাহ অবৈধ উপার্জন কবুল করেন না *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০)*।

প্রশ্নঃ (২৪/৩৪৪)ঃ জামা'আতে ছালাত আদায়ের সময় ইমাম যা বলেন, মুক্তাদীকেও কি তা বলতে হবে?

-আব্দুর রহমান
শাহজাহানপুর, বগুড়া।

উত্তরঃ জামা'আতে ছালাত আদায়ের সময় ইমাম যা বলেন, মুক্তাদীকেও তাই বলতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাঁর অনুসরণ করার জন্য' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১৩৬)*। উল্লেখ্য, ইমামের পিছনে শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পড়তে হবে, অন্য কোন ক্বিরাআত পড়তে হবে না' *(আবূদাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৮৫৪)*।

প্রশ্নঃ (২৫/৩৪৫)ঃ একটি ছাগলকে 'বিসমিল্লাহ' বলে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে। উক্ত ছাগলের গোশত খাওয়ার হুকুম কি?

-মুহাম্মাদ জোহাক
ডিমলা, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ 'বিসমিল্লাহ' বলে শ্বাসরুদ্ধ করে কোন প্রাণীকে হত্যা করা হ'লে তার গোশত খাওয়া যাবে না। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জীব, রক্ত, শুকরের গোশত, যেসব বস্তু আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবেহ করা হয়, যা শ্বাসরুদ্ধ করে মারা হয়, যা আঘাত লেগে মারা যায়, যা শিং-এর আঘাতে মারা যায় এবং যাকে হিংস্র প্রাণী ভক্ষণ করে। কিন্তু তোমরা যাকে যবেহ করেছ তা খেতে পার' *(মায়েদাহ ৪)*। অতএব মারা যাওয়ার পূর্বে যবেহ করা সম্ভব হ'লে তার গোশত খাওয়া যাবে, নচেৎ নয়।

প্রশ্নঃ (২৬/৩৪৬)ঃ বাসর রাতে স্বামী-স্ত্রী এক সাথে ছালাত আদায় করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কনে বিভিন্ন ধরনের কসমেটিকস ব্যবহার করে। এমতাবস্থায় ছালাত জায়েয হবে কি?

-খাদীজা
সাহারবাটি, গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ নারীরা নিজেকে সুসজ্জিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের কসমেটিকস ব্যবহার করতে পারে *(আবূদাউদ, মিশকাত হা/৪৪৪৩)*। তবে পবিত্রতা ও শালীনতার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। আয়েশা (রাঃ)-কেও বাসর রাতের জন্য সাজানো হয়েছিল *(ইবনু মাজাহ, হা/১৮৭৬; আহমাদ, আদাবুয যিফাফ, পৃঃ১৯)*। অতএব এ অবস্থায় ছালাত আদায় করা যাবে। তবে নেইল পালিশ বা মোটা প্রলেপজাতীয় কিছু ব্যবহার করা যাবে না, যা ভেদ করে অযূর পানি প্রবেশ করে না।

প্রশ্নঃ (২৭/৩৪৭)ঃ পাঁচ বছরের শিশু কন্যাকে ৮ বছর বয়সের বালকের সাথে উভয় পক্ষের অভিভাবকের সম্মতিতে বিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু কন্যা প্রাপ্তবয়স্কা হওয়ার পর স্বামীর নিকট যেতে অসম্মতি জানায়। এমতাবস্থায় করণীয় কি?

-আব্দুল খালেক
মোলামগাড়ী হাট, কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ শিশুকন্যাকে অভিভাবক বিবাহ দিলে প্রাপ্তবয়স্কা হওয়ার পর তার এখতিয়ার রয়েছে। সে স্বামীর সংসার করতেও পারে, নাও করতে পারে। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত জনৈকা প্রাপ্তবয়স্কা কুমারী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে অবহিত করল যে, তার পিতা তার বিনা অনুমতিতে তাকে বিবাহ দিয়েছিলেন। বর্তমানে সে ঐ স্বামীর ঘর করতে চায় না। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে স্বামীর সাথে থাকা না থাকার এখতিয়ার দিলেন *(ছহীহ আবূদাউদ হা/২০৯৬; মিশকাত হা/৩১৩৬ 'বিবাহে অভিভাবক ও নারীর অনুমতি গ্রহণ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৮/৩৪৮)ঃ আমার আব্বা ছোট থেকেই পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত মসজিদে গিয়ে আদায় করতেন। কিছুদিন থেকে তিনি বিভিন্ন অসুখে ভুগছেন। এমতাবস্থায় তিনি বিরক্ত হয়ে বলছেন যে, আমি আর ছালাত আদায় করব না, আল্লাহ আমাকে এত অসুখ দিয়েছেন কেন? এক্ষণে করণীয় কি?

-নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তরঃ এমতাবস্থায় ছালাত পরিত্যাগকারীর ভয়াবহতা সম্পর্কে তাকে সুন্দরভাবে অবহিত করতে হবে। তাছাড়া এটাও বুঝাতে হবে যে, যারা সত্যিকার অর্থে মুমিন তারা

সর্বদা বিপদের মধ্যে থাকবে। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, 'মুমিন নর-নারীর নিজ জীবন, সন্তানাদি ও মাল-সম্পদে সর্বদা বালা-মুছীবত লেগে থাকবে। অতঃপর সে আল্লাহ্র সাথে মিলিত হবে এমন অবস্থায় যে, তার উপরে কোন গোনাহ থাকবে না' *(তিরমিযী হা/২৩৯৯; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৪৯)*। অন্য হাদীছে আছে, কোন মুমিন যদি ক্লান্ত, রোগ, দুশ্চিন্তা, দুঃখ, কষ্ট ভোগ করে বা কাঁটা দ্বারাও আঘাত পান তাহ'লে সেগুলির বিনিময়ে কাফফারা হিসাবে আল্লাহ তার গোনাহ মাফ করে দিবেন *(বুখারী, মুসলিম, রিয়ায হা/৩৭ পৃঃ ৫৯-৬০)*। সুতরাং অসুখ-বিসুখের কারণে ছালাত পরিত্যাগ করলে তার সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে যাবে এবং জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। এমতাবস্থায় ধৈর্যধারণ করে আল্লাহ্র ইবাদতে মশগূল থাকলে এই অসুখের কারণে তার গোনাহ মাফ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্নঃ (২৯/৩৪৯)ঃ আমার এক সহপাঠী বলেছেন, হিসাব বিষয়ে অধ্যয়ন করা জায়েয নয়। কারণ এতে সূদের হিসাব করতে হয়?

-আযীযুর রহমান
শাহজাহানপুর, বগুড়া।

উত্তরঃ উক্ত সহপাঠীর কথা ঠিক নয়। কারণ হিসাব একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্লাহ্র যমীনে সমস্ত কার্যক্রম হিসাব-নিকাশের মাধ্যমে চলে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'চন্দ্র-সূর্য উভয়ের চলার জন্য আল্লাহ বিশেষ সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যাতে করে তোমরা জানতে পার বছর সমূহের সংখ্যা ও হিসাব' *(ইউনুস ৫, ইসরা ১২)*। অত্র আয়াত দ্বারা আল্লাহ চন্দ্রের ক্ষয় ও পূরণ এবং সূর্যের পরিভ্রমণকে হিসাব করে বছর, মাস, সপ্তাহ ও দিন গণনা করার আদেশ দিয়েছেন। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, হিসাব সংক্রান্ত বিষয়ে অধ্যয়ন করা যরূরী। আল্লাহ বলেছেন, 'তোমাদের কর্য, লেন-দেন লিখে রাখ' *(বাক্বারাহ ২৮২)*। উল্লেখ্য, এর অর্থ এই নয় যে, এই বিদ্যা শিখে কেবল সূদের হিসাব করতে হবে। কারণ সূদ যেমন হারাম এর হিসাব-নিকাশও হারাম *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮০)*।

প্রশ্নঃ (৩০/৩৫০)ঃ শ্বেত রোগ, কুষ্ঠ রোগ ও পাগলামী হ'তে পরিত্রাণ চাওয়ার জন্য নিম্নে উল্লিখিত দো'আটি কি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত?

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُزَامِ وَالْجُنُوْنِ وَمِنْ سَيِّئِ الْأَسْقَامِ-

-আলহাজ্জ আবুল হাসান
তাহের বস্ত্রালয়
কেশরহাট, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত দো'আর প্রমাণে বর্ণিত হাদীছটি ছহীহ *(আবূদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/২৪৭০)*। এর অর্থ হচ্ছে 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট পরিত্রাণ প্রার্থনা করছি শ্বেতরোগ, কুষ্ঠরোগ, বাতুলতা এবং অন্যান্য খারাপ রোগ সমূহ হ'তে'।

প্রশ্নঃ (৩১/৩৫১)ঃ ৭০ হাযার মানুষ বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে এ সংক্রান্ত হাদীছটি জানতে চাই।

-আব্দুল হাফীয
চাঁদপাড়া, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, এক সময় আমার সামনে অতীতের সকল নবী ও উম্মতকে পেশ করা হ'ল। অতঃপর আমি একজন নবী এবং তাঁর সাথে একদল লোককে দেখলাম। তারপর আর একজন নবীকে দেখলাম তাঁর সাথে একজন বা দু'জন লোক রয়েছে। তারপর আর একজন নবীকে দেখলাম তাঁর সাথে একজনও নেই। ইতিমধ্যে আমার সামনে একটি বড় দলকে পেশ করা হ'ল। আমি মনে করলাম তারা যদি আমার উম্মত হ'ত! আমাকে বলা হ'ল, তিনি মূসা (আঃ) এবং এগুলো তাঁর উম্মত। তারপর আমাকে বলা হ'ল আপনি লক্ষ্য করুন একটি খুব বড় দল দেখলাম, আমাকে বলা হ'ল এই হচ্ছে আপনার উম্মত। তাদের সাথে সত্তর হাযার লোক রয়েছে যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে এবং তাদের কোন শাস্তি হবে না। তারা এমন লোক যারা কোন দিন ঝাড়ফুঁক গ্রহণ করেনি, শরীরে উলকী লাগায়নি, কোন ব্যাপারে অশুভ ফল গ্রহণ করেনি। বরং তারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি পূর্ণ ভরসা রাখত। উকাশা ইবনু মেহছান দাঁড়িয়ে বলল, আপনি আল্লাহ্র নিকট দো'আ করুন আমাকে যেন আল্লাহ তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর একজন লোক দাঁড়িয়ে বলল, আপনি আল্লাহ্র নিকট দো'আ করুন, আমাকে যেন আল্লাহ তাদের মধ্যে শামিল করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, উকাশা তোমার অগ্রগামী হয়েছে' *(বুখারী ২/৮৫০ পৃঃ; মিশকাত হা/৫২৯৬)*।

প্রশ্নঃ (৩২/৩৫২)ঃ তায়াম্মুম করার সময় মুখ আগে মাসাহ করতে হবে, না হাত আগে মাসাহ করতে হবে?

-আব্দুল্লাহ
ধুলাউড়ি, দেবীনগর, নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ তায়াম্মুম করার সময় আগে মুখমণ্ডল অতঃপর হাত মাসাহ করার প্রমাণেই অধিক ছহীহ হাদীছ রয়েছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৮; ফাৎহুল বারী ১/৫৫৪ পৃঃ 'তায়াম্মুমের সময় হাত একবার মারা' অনুচ্ছেদ; নায়ল ১/২৮৮ পৃঃ 'তায়াম্মুমের বিবরণ' অনুচ্ছেদ; আবূদাঊদ, ইরওয়া হা/১৬১/১৮৬ পৃঃ)*। তবে আগে হাত কব্জি পর্যন্ত মাসাহ করা, তারপর মুখ মাসাহ করার প্রমাণে হাদীছ রয়েছে' *(বুখারী, মুসলিম, ইরওয়া হা/১৫৮)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/৩৫৩)ঃ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়ে বিবাহ করা কি জায়েয?

-মুহাম্মাদ আবু ইউসুফ
যোগীপাড়া, বাগাতিপাড়া, নাটোর।

উত্তরঃ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়ে বিবাহ করা জায়েয নয়। এরূপ বিবাহকে 'মুতা' বিবাহ বলা হয়, যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হারাম করেছেন। রুবায় ইবনু ছাবেরা

(রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা 'মুতা' বিবাহ চিরদিনের জন্য হারাম করেছেন' *(ইবনু মাজাহ হা/১৯৬২; আবুদাউদ হা/১৮০৮; ইরওয়াউল গালীল ৬/৩১৭ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/৩৫৪)ঃ জনৈক মুছল্লীকে সমাজে একঘরে করে রাখা হয়। ঐ ব্যক্তি মসজিদে গিয়ে ছালাত আদায় করতে পারবে কি? এরূপ ব্যক্তিকে মসজিদে যেতে বাধা দিলে গুনাহ হবে কি? তার ইমামতিতে ছালাত পড়া কি জায়েয?

-আব্দুল হক, নাটোর।

উত্তরঃ কাউকে মসজিদে যেতে বাধা দেয়ার অধিকার কোন মানুষের নেই। কারণ মসজিদ আল্লাহ্‌র ঘর, যেখানে মানুষের কোন হস্তক্ষেপ চলে না। মসজিদে যেতে বাধা দিলে অন্যায় হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একবার কা'ব ইবনু মালেক (রাঃ)-কে একঘরে করেছিলেন। কিন্তু তিনি মসজিদে গিয়ে নিয়মিত ছালাত আদায় করতেন *(বুখারী ২/৬৩৪পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/৩৫৫)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কোন রঙের কাপড় দিয়ে কাফন পরানো হয়েছিল?

-আব্দুল মজীদ
কাজলা, রাজশাহী।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সাদা কাপড় দ্বারা কাফন পরানো হয়েছিল *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৬৫)*। উল্লেখ্য যে, লাল কাপড়ের প্রমাণে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(আবুদাউদ হা/৩১৫৬; ইবনু মাজাহ হা/১৪৭১)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/৩৫৬)ঃ বাসর রাতে ফেরেশতারা সারা রাত পাহারা দেয়, একথা কি সত্য?

-সাজেদা
সাহারবাটি, গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ এ কথা সত্য নয়। সমাজে এধরনের আরো অসংখ্য মিথ্যা ও উদ্ভট কথা প্রচলিত আছে। এগুলি সামাজিক কুসংস্কার মাত্র। এ থেকে বেঁচে থাকা যরূরী।

প্রশ্নঃ (৩৭/৩৫৭)ঃ অনেক দোকানের সামনে 'আস্‌সালামু আলাইকুম' লিখা থাকে। এভাবে লেখা কি জায়েয? এর জবাব দিতে হবে কি?

-আবুবকর
সদররোড, কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ দোকানের সামনে অথবা অন্য কোন স্থানে সালাম লেখার কোন শারঈ বিধান নেই। এরূপ লিখিত সালামের কোন উত্তর দিতে হবে না। কারণ এটা জড়বস্তু যা উত্তর দিতে পারে না। তাছাড়া সালাম তো কেবল মানুষ ও ফেরেশতাকে লক্ষ্য করে দিতে হয় *(হাকেম, বায়হাক্বী, ইরওয়া ২/৮৭ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/৩৫৮)ঃ অনেকে 'আসতাওদি'উল্লাহ দ্বীনাকা ওয়া আমানাতাকা ওয়া খাওয়াতীমা আমালিকা' দো'আটি বিদায়কালে পড়ে থাকেন। এটি কি ছহীহ?

-সোহেল রানা
তাহেরপুর, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ উল্লেখিত দো'আটি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন কোন ব্যক্তিকে বিদায় দিতেন তখন তার হাত ধরতেন এবং বলতেন,

أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ-

অর্থঃ তোমার দ্বীন, তোমার আমানত ও শেষ কার্যাবলীকে আল্লাহ্‌র উপর সোপর্দ করলাম *(তিরমিযী, আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, সনদ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত হা/২৪৩৫; বাংলা মিশকাত হা/২৩২২, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৯৬ 'বিভিন্ন সময়ের দো'আ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/৩৫৯)ঃ মেয়েরা ওযূ করার সময় মাথা মাসহের ক্ষেত্রে কি কাপড় ফেলে মাসহে করবে? মেয়েদের মাথার কাপড় পড়ে গেলে অথবা ওযূ অবস্থায় বেগানা পুরুষকে দেখলে ওযূ ভেঙ্গে যাবে কি?

-আঙ্গুরা, রামনগর, নাটোর।

উত্তরঃ জানা আবশ্যক যে, পেশাব পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোন কিছু নির্গত হ'লে ওযূ ভঙ্গ হয়ে যায়। বিভিন্ন ছহীহ হাদীছের আলোকে প্রমাণিত হয় যে, এটিই হ'ল ওযূ ভঙ্গের প্রধান কারণ। পেটের গোলমাল, তন্দ্রা, যৌন উত্তেজনা ইত্যাদি কারণে যদি কেউ সন্দেহে পতিত হয় যে, ওযূ হয়ে গেছে তাহ'লে পুনরায় ওযূ করবে। আর যদি বায়ু শব্দ, গন্ধ না পায় এবং নিজের ওযূর ব্যাপারে নিশ্চিত থাকে, তাহ'লে পুনরায় ওযূ করার প্রয়োজন নেই। 'ইস্তেহাযা' ব্যতীত কম হোক বা বেশী হোক অন্য কোন রক্ত প্রবাহের কারণে ওযূ ভঙ্গ হয় মর্মে কোন ছহীহ দলীল নেই *(আলবানী, হাশিয়া মিশকাত হা/৩৩৩)*। সুতরাং মেয়েদের ওযূর সময় মাথা মাসহের ক্ষেত্রে পর পুরুষ না থাকলে মাথার কাপড় সরিয়ে অথবা কাপড়ের ভিতর দিয়ে মাসহে করতে পারবে। কাপড় পড়ে গেলে ওযূ ভঙ্গ হবে না কেননা এটা ওযূ ভঙ্গের কারণ সমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়। অনুরূপ পর পুরুষকে দেখলে পাপ হবে কিন্তু ওযূ ভঙ্গ হবে না *(ওযূ ভঙ্গের কারণ বিস্তারিত দেখুনঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৩৪)*।

প্রশ্নঃ (৪০/৩৬০)ঃ আমাদের এক বন্ধুকে ইমামের দায়িত্ব দিতে চাইলে সে বলে, 'আমি জারজ সন্তান। আমার পেছনে ছালাত হবে না'। শারঈ দৃষ্টিতে এর ফায়ছালা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ মুখলেছুর রহমান
বাঁশদহা, রথখোলা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ জারজ সন্তান ইমামতি করাতে শারঈ কোন বাধা নেই, যদি সে পূর্ণ মুসলিম হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে ইমামতি করবে সেই ব্যক্তি যে ক্বিরাআতে অধিক পারদর্শী' *(মুসলিম, ১/৪৬৫ পৃঃ 'ইমামতিতে অধিক হক্বদার' অনুচ্ছেদ)*। আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'পিতা-মাতার গোনাহের কারণে জারজ সন্তান গোনাহগার হবে না'। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, 'কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না' *(আনআম ১৬৪)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'আল্লাহ্‌র নিকট অধিক সম্মানিত সেই ব্যক্তি যে অধিক পরহেযগার' *(হুজুরাত ১৩)*।

সকল বিধান বাতিল কর
অহি-র বিধান কায়েম কর

দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন '০৬

সভাপতিত্ব করবেনঃ

এ. এস. এম আযীযুল্লাহ

সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

স্থানঃ
ইঞ্জিনিয়ার্স
ইনস্টিটিউশন
মিলনায়তন
ঢাকা।

১১

আগস্ট '০৬
শুক্রবার
সকাল ১০ টা

আসুন! পবিত্র কুরআন ও
ছহীহ হাদীছের আলোকে
জীবন গড়ি।

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ